আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

„ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,-এ এম,-বি।

সহঃ সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রথম বর্ষ।

(১৩২৩ আশ্বিন হইতে ১৩২৪ ভাদ্র)।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ৩, টাকা মাশুল ।৵০ আনা।

২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষের সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

মাঙ্গলিক।

নমঃ শঙ্কর! চন্দ্র-শেখর!
ভবসিন্ধুর কর্ণধার!
ইহ সংসারে— বর্ণিতে পারে—
মহিমা তোমার সাধ্য কার?
মৃত্যুঞ্জয়! মঙ্গলময়!
ইচ্ছায় হয়, সৃষ্টি ও লয়!
মুক্তি ভিখারী— ব্রহ্মা মুরারি—
ও চরণে ঢালে অর্ঘ্যভার!
নমঃ শঙ্কর! চন্দ্রশেখর!
ভব সিন্ধুর কর্ণধার!
শিরেতে গঙ্গা— কল-তরঙ্গা,
শিঙ্গা ডমরু শোভিত কর!
স্কন্ধে উরসে— ভৈরব রসে—
গর্জ্জে ভীষণ ভুজঙ্গবর!
পিশাচ-সঙ্গে, ভ্রমণ রঙ্গে,
ভ্রুকুটি-ভঙ্গী ভয়ঙ্কর!
পিঙ্গল কেশ, সন্ন্যাসি-বেশ,
পরেশ! মহেশ! দিগম্বর!
নেত্র-অনলে- বিদ্যুৎ জ্বলে,
কোটি মন্মথ ভস্মছার,
চন্দ্র-মৌলি! শম্ভো! ত্রিশূলী!
বক্ষো-ভূষণ অস্থিহার,
নিঃস্বের গতি! বিশ্বের পতি!
কর্ণে ধুতুরা কর্ণিকার,
নন্দী-শরণ! বন্দি' চরণ—
লওহে দীনের নমস্কার!!

সূচনা।

জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু বিরাট; জীবন মুহূর্ত্ত, মৃত্যু অনন্ত কাল; জীবন দিবস, মৃত্যু রজনী; জীবন চঞ্চল; মৃত্যু স্থির; জীবন সুন্দর, মৃত্যু ভয়ানক, জীবন সঙ্কীর্ণ, মৃত্যু প্রশস্ত; জীবন প্রত্যক্ষ, মৃত্যু অদৃষ্ট; জীবন জীবের সেবা করে, মৃত্যু জীবকে গ্রাস করে।

এই যে জীবন মৃত্যুর আশ্লেষ-বিশ্লেষ—ইহারই নাম "আয়ুর্ব্বেদ"! সংসারে জন্মমৃত্যুর ঘনিষ্ট কুটুম্বিতা বুঝাইবার জন্ত, অতীতের এক মঙ্গল মুহূর্ত্তে—ভারতে "আয়ুর্ব্বেদের" সৃষ্টি হইয়াছিল। নিয়ম ভঙ্গে, সত্য ভঙ্গে,—আদি-দম্পতির উপেক্ষিত বংশধর যখন ব্যসন-জাত রোগ-তাড়নায় দাব-দগ্ধ কুরঙ্গের মত ছুটাছুটি করিতেছিল,—তখন এই "আয়ুর্ব্বেদ'ই স্নেহ-ময়ী জননীর ন্তায় হতভাগ্য মানব-সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল!

আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলেরই সীমা—মৃত্যু; মৃত্যু অনন্ত জীবনকে সান্ত করে, অবিভাজ্য মহাকালকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করে। মৃত্যুর নামে মানুষ ভয় পায়, মৃত্যুকে পরাভব করিতে না পারিলে, মানুষের উপ-ভোগমধুর পার্থিব সুখ চরিতার্থ হয় না। মৃত্যুকে সাধ্যমত দূরে রাখিবার জন্ত মানুষ দীর্ঘ জীবন কামনা করে। ভক্ত আরাধ্য-দেবতার কাছে অমর বর চায়—ইহার অধিক সে আর চাহিতে জানে না। তাই অমরত্ব-লোভে বহু যুগব্যাপিনী তপস্তার কথায় আমা-দের পুরাণের বহু অধ্যায়—হিরণ্ময়। ভার-তের 'আয়ুর্ব্বেদ" সেই তপস্তার চরম ফল।

মৃত্যু—বীচি-বিক্ষোভ চঞ্চল মহাসমুদ্র, তাহার বক্ষে জীবন-তরণী ভাসিতেছে, তরঙ্গে দুলি-তেছে, বাতাসে হেলিতেছে, অবশেষে সেই সমুদ্রগর্ভের সলিল সমাধিতে মিশিতেছে। মানুষ ঊর্দ্ধমুখে ক্ষীণকণ্ঠে জীবনের বন্দনা গাহিতেছে, সে শব্দ ডুবাইয়া গম্ভীর নির্ঘোষে সর্ব্বকাল পরিপূরিত করিয়া অনন্তের মুখে উত্তর আসিতেছে—"মরণের জয়!" এই সর্ব্বজয়ী সর্ব্বগ্রাসী মরণের বিরুদ্ধে—ভারতের "আয়ুর্ব্বেদ" দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান! নিখিল স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলাইয়া ঋষিহৃদয়ে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়াছিল "আয়ুর্ব্বেদ" তাহারই দেবোদ্দিষ্ট অপূর্ব্ব নৈবেদ্য। 'আয়ু-র্ব্বেদ" শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, জড় ও জীব-শক্তির সামঞ্জস্য দেখাইয়া 'আয়ুর্ব্বেদ" বিশ্ব-বন্দিত "মহাবিজ্ঞান"; স্থূল সূক্ষ্মের পুলক-স্পন্দনে—আয়ুর্ব্বেদ পুণ্য সমুজ্জল 'ষড়দর্শন"। যুগাযুগান্তরের কত সুখ, কত ভোগ, কত শোকসন্তাপ, কত উৎসব ব্যসনের হর্ষব্যথা, আয়ুর্ব্বেদের বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে!

কিন্তু হায়! আর্য্য ঋষির অতুলনীয় মহা-কীর্ত্তি এমন যে অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ, আমরা তাহার মহত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। যে দেশে একদিন পূর্ণসুখ, পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেই দেশে এখন নিত্য নূতন উৎকট রোগের আমদানি হইতেছে! আমাদের 'সদাব্রতের ভাণ্ডার' হইতে মা লক্ষ্মী কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন! "আয়ুর্ব্বেদের"

অনাদর করিয়াছিলাম বলিয়া,—আমাদের দেশের প্রকৃতি বিকৃতিময়ী, জল বায়ু অস্বাস্থ্য-কর, ভূমি-সার-শস্য-বিরলা, গাভী ক্ষীণ-পয়স্বিনী, তরুলতা দীন ফলবতী, নদ-নদী শুষ্ক সলিলা। আমাদের এখন বড় দুঃসময়; আমাদের সাধের একান্নবর্ত্তি-পরিবার অনৈক্যদুষ্ট, শিল্প—স্বল্পাবশিষ্ট, আমাদের চতুর্দ্দিকে কেবল অভাব, অসত্য, অধর্ম্ম, অন্নকষ্ট! বিংশতি কোটি মানবের আবাসভূমি—ভারত ভূমির কক্ষে কক্ষে, অন্ধকার ও বিজনতা—উভয়ে মিলিয়া, আজ মরণের ধ্যান করিতে বসিয়াছে।

"আয়ুর্ব্বেদের" অনুশাসন মানি নাই বলিয়া, "আয়ুর্ব্বেদকে" বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের দেশে অকালমৃত্যু রুদ্র তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে। যে 'আয়ুর্ব্বেদ' একদিন জগতের অভাব অন্যায়ের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহার মর্য্যাদা রাখি নাই বলিয়া, আজ আমাদের এত অধঃপতন।

আমাদের সমাজের এখন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষুর অবস্থা, ব্রাণ্ডী কুইনাইনের উত্তেজনায় আর তাহাতে বলাধান হইবে না। এখন তাহার উদ্বোধনের জন্য আয়ুর্ব্বেদের ধাতুস্থ-দাতা মৃগনাভি প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের অক্ষয় গৌরবময় অতীত ইতিহাসে আয়ুর্ব্বেদের শাশ্বত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে আবার আমাদিগকে শিব-স্থাপন করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের কথা—ভারতের "কৃষ্ণকথা", আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস ভারতের উন্নতির ও সভ্যতার ইতিহাস। সেই অনবদ্য মঙ্গলমধুর ইতিহাসকে ভবিষ্যতের উদীয়মান গৌরবে সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

আমরা বেদের দেশে জন্মিয়াছি। আমাদের দীক্ষা—পরার্থ-পরতার মহামন্ত্রে। ছান্দোগ্য উপনিষদ পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি আমাদের জীবন—যজ্ঞ। আমরা ভারতবাসী—জীবন-যজ্ঞের যজমান। যজ্ঞার্থে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক, এই জম্বুদ্বীপের বেদমণ্ডপে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। বেদভক্ত বলিয়া, বেদের উপাসক বলিয়া, আমরা বৈদ্য। পুণ্যপূত আয়ুর্ব্বেদ—আমাদের বরেণ্য 'বেদ', সর্ব্বজন-হিতৈষণা—আমাদের প্রাণের উপাসনা, মানবের স্বাস্থ্য—আমাদের যজ্ঞনির্ম্মাল্য।

বেদরক্ষা, জীবরক্ষা, দেশের ঋদ্ধি বৃদ্ধি—আমাদের সাধনার লক্ষ্য। আমাদের প্রথম কার্য্য—প্রকৃত "বৈদ্য" গঠন করা। এদেশে "কবিরাজ" অনেক আছেন, কিন্তু বৈদ্যের সংখ্যা বড়ই অল্প। বৈদ্য না হইলে বৈদিক যজ্ঞ কে করিবে? আমাদের দ্বিতীয় কার্য্য—আয়ুর্ব্বেদের জীর্ণ কঙ্কালে "নবজীবন" সঞ্চার। আয়ুর্ব্বেদ এখন রত্নমালিনী রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ; প্রত্নতাত্ত্বিকের মত সেই ভগ্নস্তূপ সাদরে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অভ্রভেদী বিরাট প্রাসাদ—বহুদিনের অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার চূড়া ভাঙ্গিয়াছে, কার্ণিশ খসিয়াসে, জমাট ধসিয়াছে,—কড়িবরগা জীর্ণ কীট-দষ্ট হইয়াছে, নিপুণ হস্তের স্নেহ পরিচালনে—সে গুলির সংস্কার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে—য়ুরোপের জীবন্ত বিজ্ঞানের সিমেণ্ট দিয়াও বিশ্লিষ্ট সন্ধি পূর্ণ করিতে হইবে। দেশে দেশে ঘুরিয়া মানব জ্ঞানের চূণবালি সংগ্রহ করিতে হইবে। ধার করা জিনিষ বলিয়া লজ্জা করিলে চলিবে না। জ্ঞানবর্দ্ধনের উপাদান যে স্থানেরই হউক্—তাহা কখনও অপবিত্র হয় না।

আমাদের তৃতীয় কার্য্য—জীবরক্ষায় ঔষধ সংগ্রহ। চিকিৎসা কার্য্যে—কুণ্ঠিত জ্ঞান মহাপাপ। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র যাহাতে ঔষধের বিশুদ্ধ উপাদান, গাছ গাছড়া, বিষ, উপবিষ, ধাতু উপধাতু, অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই তিন প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদের আটটী শাখার যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার জন্য—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাই আমাদের যজ্ঞমণ্ডপ। নূতন উৎসবে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম। যোগ্য ব্যক্তিগণ—কেহ হোতা, কেহ উদ্গাতা, কেহ বা সূত্রধারের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষি বংশধর ঋক্‌মন্ত্র সঙ্কলন করিতেছেন। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ তাঁহার উদার করুণার কল্যাণ হস্ত, প্রতিভা দীপ্ত-মহান্ হৃদয়, এবং একনিষ্ঠ স্বাধীন প্রাণ-মহাসাধনায় নিবেদন করিয়াছেন। সহৃদয় বন্ধুগণ, আমরা মহর্ষি-গ্রথিত এই মণি-রত্ন-মালা লইয়া আপনাদের দ্বারে সমুপাগত, সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করিলেই কৃতার্থ, উৎসাহিত ও ধন্য জ্ঞান করিব।

সূত্রার্থহীন অধম আমরা—আমাদের ঋদ্ধি "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের প্রাণপল্লী "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের ছন্দ—বাতপিত্তকফের ত্রিষ্টুভময়ী "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের তীর্থসলিল "আয়ুর্ব্বেদ", আমাদের সর্ব্বস্ব—নিখিল বিশ্বের মঙ্গল-নিকেতন—"আয়ুর্ব্বেদ", তাই "আয়ুর্ব্বেদ" নামেই আমরা নাম করণ করিলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুণ—আমাদের যেন জ্ঞানকৃত কোনও ত্রুটী না হয়। সরস্বতী দৃষদ্বতীর পবিত্র-কূলে—সাম-ঝঙ্কারের সঙ্গে একদিন যে মহাসত্য উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সেই বেদ-ধ্বনি-মুখরিত সানু, সেই হোম-ধেনু সমূহের বিহার ক্ষেত্র—সেই মুনিকন্যা-সেবিত লতা-বিতান, সেই নীবার কণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, আবার যেন আমরা ফিরিয়া পাই। রৌদ্র-করোজ্জ্বল পুলকময় প্রভাতে, ময়ূখ সন্তপ্ত জ্যোতির্ম্ময় মধ্যাহ্নে, ধীরসমীরসেবিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রদোষে, মুক্ত প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ধীরোদাত্ত ভাষায় আবার যেন আমরা বলিতে পারি—

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্,
পুনঃ প্রাণাঃ পুনরাত্মা ম আগন,
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্

আমাদের সেই মন সেই আয়ু, সেই প্রাণ, সেই আত্মা, সেই চক্ষু, সেই কর্ণ—যাহা আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সমস্তই আবার ফিরিয়া আসুক

আয়ুর্ব্বেদ।

০:*:০

অ-সীমে লগ্ন, সমাধি-মগ্ন,
বিরাট-নির্ব্বিকার,
চতুর্ম্মুখের মুখ-পঙ্কজ
হইতে ব্যক্তি যা'র,
সৌম্য-রুচির মহান্ মূর্ত্তি
জন্ম মরণ মাঝে,
অনল-কুণ্ডে, বিলাস আহুতি
যে দিল পরের কাজে,
বিশ্বের বায়ু, নিশ্বাস যার,
বিজ্ঞান যার প্রাণ.
উদার-হস্তে, যে করে ভক্তে
দীর্ঘ জীবন দান,
ইঙ্গিতে যা'র মদন ভস্ম
শঙ্কিত মহাকাল,
কল্পনা বলে ভূতলে সৃষ্টি
অযুত ইন্দ্রজাল,
সত্য-সহায় 'কণাদ' যাহার
ক'রেছে নাড়ীচ্ছেদ,
সিন্ধু-মথন-উত্থিত ধন,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।

অশ্বি-যুগল, দ্যুলোকে বহিল
যাহার স্বর্ণরথ,
মর্ত্ত্যে রচিল, শ্রীপুনর্ব্বসু
অবতরণের পথ,
তুলিল শঙ্খে, ওঙ্কার ধ্বনি,
তাপস "ভরদ্বাজ",
বর্ষিল "জতুকর্ণের" কর,
মহামঙ্গল সাজ ;

"স্বাগত" বলি, তূর্য্য-নিনাদে
ডাকিল "অগ্নিবেশ,"
সোম-উচ্ছ্বাসে উঠিল কাঁপিয়া,
আর্য্য-উপনিবেশ ;
"অত্রি" করিল অভিষেক যা'র
শত তীর্থের নীরে,
আপনি ইন্দ্র, রত্ন-কিরীট
পরাইল যাঁর শিরে ;
পুণ্য পুলোক-স্পর্শে ঘুচাতে
নিখিলের গ্লানি ক্লেদ,
দেবতার দেশে, দেখা দিল এসে,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ" !

"ধন্বন্তরি" কনক কুম্ভ
স্থাপিল সিংহদ্বারে,
"ভেল" সাজাইল কল্প তোরণ
পল্লব-ফুলহারে,
শ্বেতচন্দন তিলক ললাটে,
পরাইল "ক্ষার-পাণি",
"চরক" "হারীত" "সুশ্রুত" দিল,
পূজা-সম্ভার আনি,
"জেজ্জড়" আর "গয়দাস" মিলি'
"বসুধারা" দিল ঢালি',
"বৃদ্ধ বাগ্‌ভট" করিল আরতি,
'পঞ্চপ্রদীপ' জ্বালি ;
হৃদি-মন্দিরে তান্ত্রিক শিব
পেতে দিল 'বীরাসন',
শব-সাধনায়, পৃথিবীর অণু
পরমাণু আহরণ।

"অমর" হইয়া মর-জগতের,
মিটিল মনের খেদ
মানবের দেশে সিদ্ধি আনিল,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।
"অষ্টাঙ্গের" লাবণ্য যা'র
কোটি সূর্য্যের দীপ্তি,
রোগীর সেবায় অতুলহর্ষ
অন্তর ভরা তৃপ্তি,
আত্মার ভূমানন্দে ছুটায়ে
পবিত্র হোম-গন্ধ
রাতুল চরণ বন্দে যাহার
শত ক্রীড়া-শীল ছন্দ,
দীক্ষা যাহার পর-হিত ব্রতে,
'সন্ন্যাস'—যা'র ধর্ম্ম,
নির্ম্মল মনে প্রতিবিম্বিত
চির নিষ্কাম কর্ম্ম,
কীর্ত্তি যাহার ত্রিতাপ-তপ্ত
বিঘ্ন ও ব্যাধি নাশ,
প্রার্থীরে দেয় ভিক্ষা নিয়ত
করুণা—"অমৃত প্রাশ"
শাসনের নীতি 'আরোগ্য যা'র
'নিরূহ' 'বস্তি' 'স্বেদ'
নিয়মের দেশে দেখা দিল এসে,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।
যুগান্তরের প্রবল প্রভাবে,
নিত্য নূতন বেশ,
ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণ তরে,
মুখে কত উপদেশ,
মৃত্তিকা খুড়ি, বনে বনে ঢুড়ি',
অধ্যবসায় কত,
শ্মশান শয্যা "ফুলশয্যায়"
হয়ে গেল পরিণত;
কৃতঘ্ন নর, ব্যসনের লোভে,
হিত কথা গেল ভুলে,
দেখা দিল পাপ, সুন্দর হ'রে,
অবগুণ্ঠন খুলে,
সোণার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল
তবু না হইল ক্ষীণ,
"ষড় দর্শন" শিখাইল শেষে,
মরণের মহাধ্যান,
তন্দ্রাজড়িত অলস নয়নে,
রহিলনা ভেদাভেদ,
যত্ন অভাবে—শৃঙ্খলাহীন,
সে এই "আয়ুর্ব্বেদ"।
কত বিপ্লব, কতই ঝঞ্ঝা,
প্রলয় ডাকিল আনি',
মূর্চ্ছিত তনু, কোলে তুলে নিল,
কুলীন "চক্রপাণি"
"শঙ্কর" "শিবদাস" "গোবিন্দ"
প্রভৃতি বৈদ্যগণ
অঙ্গের ধুলা ঝাড়িয়া, করিল
চেতনা-সম্পাদন;
"জল্প-কল্প তরুর মন্ত্র,
শুনা'ল "গঙ্গাধর",
"কৈলাস" "রমানাথের" যত্নে,
কণ্ঠে ফুটিল স্বর,
ক্ষৌম-বসন দিল পরাইয়া,
"গোপী" ও "দ্বারকানাথ",
দাড়াইল ধরি' 'দুর্গা প্রসাদ"
"পঞ্চাননের" হাত;
কঙ্কালে দিল "বিজয় রত্ন"
শোণিত—মাংস—মেদ,
নূতন যুগেতে নূতন শ্রীছাঁদ,
পাইল "আয়ুর্ব্বেদ!"

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আবাহন।

বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যখন ভূত-জননী বসুমতী অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পশুপ্রতিম মানব সমূহে পূর্ণ ছিল, যখন জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে জগজ্জনগণ-চিত্ত উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম, মনুষ্যের উপাস্য বলিয়া বিবেচিত হইত না, তখন এই পুণ্যভূমি ভারতে, এই ঋষিগণ-সেবিত, ভারতীর চরণ-স্পর্শ পূত ভবনে, এই জ্ঞান-ধর্ম্ম বিদ্যা-পুণ্য পীযূষ-প্রবাহ সুশীতল দেশে করুণাবতার মহর্ষিগণ মানবদিগের রোগ-যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া হে সনাতন আয়ুর্ব্বেদ! একান্ত হৃদয়ে তোমার আবাহন করিয়াছিলেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপ্রবণ-চিত্ত মহাত্মাগণের আবাহনে তুমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। হে চিরানন্দপ্রদ, তোমার পাদস্পর্শে শ্মশান স্বর্গে পরিণত হইল, মরুভূমি রম্য উদ্যানে পরিবর্ত্তিত হইল, রোগীর উৎকট রোগ যন্ত্রণা দূর হইল, রুগ্নের রোগক্লিষ্ট মুখে স্বাস্থ্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল, অকাল-মরণোন্মুখ পুনর্জীবন লাভ করিল, বন্ধ্যা পুত্র লাভ করিল, ক্লীব পুরুষত্ব লাভ করিল, মেধাহীন মেধা লাভ করিল, অল্পায়ু দীর্ঘ জীবন লাভ করিল। হে কল্পতরু, তোমার প্রসাদে ভারত আনন্দময় হইয়া উঠিল।

সে আজ কত দিনের কথা। তাহার পর কতদিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভূত ধাত্রীর বিশাল বক্ষো নাট্যশালায় কত সুখ দুঃখ পূর্ণ মহা-নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত ঝঞ্ঝাবাত, কত ভূমিকম্প, কত অগ্ন্যুৎপাত, বসুধা-বক্ষ বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব বিভিন্ন জাতির জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। কত উন্নত জাতি অবনত হইয়াছে, কত অবনত জাতি উন্নত হইয়াছে, কত প্রাচীন বিদ্যা লোপ পাইয়াছে, কত নূতন বিদ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, জীব মরণশীল। উত্থান, পতন ভাগ্যচক্রনেমীর পরিবর্ত্তন সম্ভূত। আর্য্যজাতি তাহা জানেন তাই তাঁহারা এই জাগতিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত নহেন। কিন্তু হে অমর্ত্ত্য! আজ তোমার এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি কেন? হে অপৌরুষেয়, হে অব্যয়, তুমিত এ জগতের নও তুমি যে স্বর্গের, তুমিত বিনশ্বর নও, তুমি যে অবিনশ্বর, তুমিত ক্ষয়শীল নও, তুমি যে অক্ষয়। তবে তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন? কোথায় তোমার সে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ পল্লব-ফল-সমৃদ্ধ অষ্ট মহাশাখা? তাহাত আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত নহে? কেবল একমাত্র নাতি-শুষ্ক নাতি-ফল-পল্লব-যুক্ত শাখা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। হে নিত্য, তোমার এ পরিবর্ত্তনের হেতু কি? হে জ্ঞানময়, জ্ঞানের ত বিনাশ নাই, জ্ঞানের ত ক্ষয় নাই, তবে আজ তোমার এরূপ ক্ষয় দেখিতেছি কেন?

'না—না—অবিনশ্বর তুমি, অক্ষয় তুমি, তোমার কি বিনাশ হইতে পারে, তোমার কি ক্ষয় হইতে পারে। তোমাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যেরূপ কঠোর সাধনার আবশ্যক, পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ যেরূপ মহতী সাধনার বলে তোমাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ সাধনা আমাদের নাই। হে অব্যয়, তাই তুমি আমাদের নিকট অপ্রকাশিত, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত, আমাদের তুচ্ছ সাধনার

অনায়ত্ত। স্থূল-দৃষ্টি আমরা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-হীন হইয়াছি বলিয়া তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু হে শাশ্বত, তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকিবে। দেবতার আবাহন করিয়া, উপযুক্ত উপচার দ্বারা কায়-মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিতে হয়, তবে দেবতা প্রকট হইয়া থাকেন। কিন্তু হে দেবতা, আমরা উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভারে সম্যক্‌রূপে তোমার পূজা করিতে পারি নাই, তাই তুমি আমাদের নিকট অপ্রকট হইয়া আছ।

হে আরোগ্যপ্রদ, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবস্থা বিশাল ভারত ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সে দীর্ঘ আয়ু, সে মেধা, সে প্রতিভা, সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য ভারতে আর নাই। রোগশীর্ণ ভারতবাসী আজ চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কাল মাত্র, আর সেই কঙ্কালের মধ্যে একটা শত-রোগ-শোক-পীড়িত প্রাণ, বহির্গত হইবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার, পীড়িতের আর্ত্তস্বর, বিনষ্ট প্রিয়জনের হা হুতাশ, লুপ্ত-স্বাস্থ্যের করুণ বিলাপধ্বনি, আজ ভারতভূমিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি গৃহস্থের গৃহকোণে রোগ ও অকাল মৃত্যু লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাই হে আয়ুর্ব্বেদ, হে শর্ম্মদ, তোমার পুনরাবাহন করিতেছি—তুমি এস। আবার তোমার অষ্ট শাখা, অসংখ্য প্রশাখা—পত্র-পুষ্প-ফল সমৃদ্ধ হইয়া বিরাজ করুক। তোমার সুশীতল ছায়া, সুগন্ধি পুষ্প, অমৃতময় ফল, ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করুক। এস হে মহান্, হে শাশ্বত, হে সনাতন, এস। এ শ্মশান-সদৃশ ভারতকে আবার রম্য উপবনে পরিণত কর, তোমার প্রভাবে রোগ ও অকাল মৃত্যু দূরে পলায়ন করুক, ভারতবাসীর রোগমরণ-শঙ্কিত বিষণ্ণ বদনে, নির্ভীকতা ও হাসি ফুটিয়া উঠুক। তোমায় ছাড়িয়া, সুপথ ভুলিয়া ভারতবাসী ক্রমশঃ ডুবিতে বসিয়াছে। তুমি সুপথ দেখাইয়া নিমগ্ন প্রায় ভারতবাসীকে উদ্ধার কর। হে সর্ব্ব-শাস্ত্রময়, তুমি আমাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দাও। তোমার শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে ভারত আবার মধুময় হউক।

হে আরাধ্য, অল্প সাধনায় দেবতা প্রসন্ন হয়েন না। তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক মনস্বী মহর্ষির বক্ষশোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজ তোমার পুনরাবাহনের দিনে, আমরা অসংখ্য ভ্রাতা তোমার মূলদেশ শোণিত সিক্ত করিবার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করিয়াছি। এস এস হে বহু সাধন সাধ্য, তোমার যত অভিরুচি দোহদরূপে আমাদের বক্ষ শোণিত লইয়া তুমি আবার পূর্ণাঙ্গে আবির্ভূত হও। আর এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে, এই দধীচি-শিবিকর্ণ-পদরজ-পূতদেশে, এই পরহিতৈক-ব্রত পুণ্য-পূত ভবনে, কে কোথায় আছ আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, নরসমাজের কল্যাণের জন্য, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য বক্ষঃ-শোণিত প্রদানে অগ্রসর হও।

এস এস হে নিত্য, তুমি নিত্য হইলেও নিত্যা মহামায়ার ন্যায় তোমার আরাধনা করিতেছি, লোকের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার ন্যায়, হে জগতের পিতৃমাতৃ স্থানীয় আয়ুর্ব্বেদ, তুমি পূর্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। হে সর্ব্ব-সিদ্ধিদ, তোমার পূর্ণ-মূর্ত্তি না দেখিতে পাইয়া আজ আমরা ঘৃণিত, পদদলিত, মর্ম্মাহত। জগতে আজিও এমন কোন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, যে ভাষা আমাদের হৃদয়-নিহিত এই মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিতে

পারে। হে বরেণ্য, হে নিখিল-চিকিৎসা-শাস্ত্ররত্নাকর সন্তঃ-অপগতবাল্য নবযৌবন-মদোদ্ধত বিবিধবৈদেশিক চিকিৎসাশাস্ত্র আজ আমাদিগকে নির্ব্বাক্ নির্নিমেষ ও নির্যৌক্তিক করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা যখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণাভাস প্রযোগ দ্বারা আমাদিগকে ও জন-সাধারণকে মুগ্ধ করে, তখন হে বৃদ্ধ, বিজ্ঞান-গর্ভ, ধীরোদাত্ত, আয়ুর্ব্বেদ ! আমরা নিঃসাহসে, নির্ব্বাক্ বদনে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকি। আর একটা নিদারুণ দুঃখ, নিদারুণ শোক, নিদারুণ আত্মগ্লানি, আমাদের এই অস্থিপঞ্জর বেষ্টিত হৃদয়কে শতধা ছিন্ন করিয়া হাহাকার রবে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে। মনে হয় আমরা খ্রীষ্টান জাতির কথিত ঘোর নরকে পতিত হইয়াছি। আমাদের সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু পান করিবার উপায় নাই। সম্মুখে সুকোমল শয্যা, কিন্তু শয়ন করিবার উপায় নাই। আমাদের আছে সকলি, কিন্তু কিছুই নাই। তাই হে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, হে পূর্ণ, তোমায় আবাহন করিতেছি। তুমি এস, এস হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, তোমার পূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকট হও। বল, একবার দৃপ্ত গম্ভীর স্বরে বল—

"যদি ইহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।"

এস, এস হে আমাদের প্রাণ দাও, আমরা প্রাণহীন, আমাদের প্রাণ দাও। আমরা বাক্য-হীন আমাদের বাক্য দাও, আমরা সাহসহীন আমাদের সাহস দাও। আমরা জ্ঞানহীন আমাদের জ্ঞান দাও।

পঞ্চকর্ম্ম ।

স্বেদ ।

প্রায়শো বপুষঃশুদ্ধিং কৃত্বা দেয়ং যদৌষধং।
অতঃপূর্ব্বং চিকিৎসায়াং শোধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

প্রায় রোগ মাত্রেই শরীর প্রথমে পরি-শোধন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যথো-পযুক্ত ফল লাভ হয়, নচেৎ তাদৃশ ফল হয় না। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে যেরূপ সুন্দর শস্য হয়, অনাকৃষ্ট ভূমিতে তদনু-রূপ হয় না। অতএব জটিল পুরাতন রোগে বিধিবিহিত শোধন বিধেয়।

শোধন কাহাকে বলে ?

যদ্দারা শরীরস্থ দোষাদি বহুপরিমানে বিদূরিত হইয়া, শরীর প্রকৃতিস্থ অথবা চিকিৎসোপযোগী হয়, তাহাকে শোধন বলে।

শোধন পাঁচ প্রকার যথা—বমন, বিরেচন, দুই প্রকার বস্তি ও নস্য। বমনাদি পাঁচটিকে পঞ্চকর্ম্ম বলে। এই পঞ্চ কর্ম্মের পূর্ব্বকর্ম্ম বলিয়া প্রথমে স্বেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। ভাবমিশ্র বলেন—

"যেষাং নস্যং প্রদাতব্যং বস্তিশ্চাপি হি দেহিনাম্।
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥"

পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে যেটীই কর অগ্রে স্বেদ দিতে হইবে।

স্বেদ কাহাকে বলে ?—"স্বিদ্যতে অনে-নেতি স্বেদঃ।" যদ্দারা ঘর্ম্ম হয় তাহা স্বেদ। স্বেদ কাহার কার্য্য ? গুণ কি ? স্বেদ অগ্নির কার্য্য। অগ্নি (তাপ) কারণ, স্বেদ—কার্য্য। স্বেদের গুণ—

অগ্নির্বাতকফস্তম্ভ-শীত-বেপথু-নাশনঃ।
আমাভিষ্যন্দ-শমনো রক্তপিত্ত-প্রকোপনঃ॥

অগ্নি, বাতকফজনিত স্তব্ধতা দূর করে, শীত, কম্প নিবারণ করে।

অতএব যে সময় আমাদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বা যে কোন প্রদেশে তাপের অল্পতা হেতু শিরাস্থ রস, রক্ত স্ত্যান অর্থাৎ গাঢ়, হইয়া, স্তম্ভ, গৌরব, বেদনা জন্মাইয়া, অকর্ম্মণ্য ও অবসন্নহইয়া পড়ে, তৎকালে স্বেদ প্রয়োজ্য, সুতরাং যেখানে অবরোধ, প্রায়ই সেই স্থানে স্বেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবরোধ কাহাকে বলে? গতিজ্ঞান না হইলে অবরোধ জ্ঞান হয় না। এই জগৎ নিয়ত গতিশীল, "গচ্ছতীতি জগৎ।" আমাদের অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য সকলই ভ্রমিতেছে। ইহাতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, পরিবর্ত্তন হইতেছে। গতি না থাকিলে জগৎ ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, গতিই জীবন। জগতে যে গুণ আছে জাগতিক পদার্থ পুঞ্জেও সেই গুণ আছে। আমরা জগতের একাংশ। সুতরাং "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে।" বহির্জগতে চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা যেরূপ পদার্থ নিচয়ের স্থিতি পরিণিতি, সাধিত হইতেছে, সেইরূপ আমাদের দেহেও প্রাণ সঞ্চরণশীল, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া হইতেছে—স্ব স্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি, আহার-পরিপাক, মলমূত্রাদি নিঃসরণ সকলই শারীরিক গতি-নিবন্ধন। গতিই জীবন গতিহীনতাই মৃত্যু, শরীরের গতিই প্রাণ।

অতএব যিনি যে পরিমাণে শারীরিক পদার্থ সকলের সংস্থান, স্বভাব ও ক্রিয়া অবগত আছেন, তিনি সে পরিমাণে অবরোধ বুঝিতে পারেন। এই জন্য যদি চিকিৎসক সেই গতি ও অবরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তবে তাঁহাকে কর্ত্তব্য নিরূপণে অধীর হইতে হয় না।

যেরূপ রেলপথ কি জলপথ পরিষ্কার না থাকিলে, যান অবরুদ্ধ হইয়া আরোহী বিপন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের শরীরের স্রোতঃপথের অবরোধ হইলেও বিপদের সম্ভাবনা। অতএব কেনই বা অবরোধ হইয়া থাকে কিরূপেই বা পরিষ্কার হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

শিরা সমূহের যথোপযুক্ত অবকাশ না থাকিলেই অবরোধ হয় না। অবকাশ আকাশের গুণ, যেরূপ মেঘ সঞ্চিত হইয়া আকাশ আবৃত করে, শরীরে ও তদনুরূপ রক্তাদি স্তম্ভিত হইয়া অবরোধ করে। তাপের সঙ্কোচে যেরূপ মেঘ সংযত হয়, শরীরেও তাপের অভাবে রসরক্তাদি সংযত হয়। মেঘ যেমন তাপ সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া বর্ষণ করে শরীরেও তদনুরূপ তাপ সংযোগে ঘর্ম্মাদিরূপে তাহা বিনির্গত হয়। অতএব অবরোধের বহিস্থ কারণ—শীতবায়ুর স্পর্শ, শীতলজল, আভ্যন্তর কারণ—শ্লেষ্মজনক ও অজীর্ণকর আহার ইত্যাদি। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা প্রধানতঃ আমরসকেই স্রোতঃ অবরোধের প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আহারস্য রসঃ শেষো যো ন পক্কোঽগ্নিলাঘবাৎ।
স মূলং সর্ব্বরোগানামাম ইত্যভিধীয়তে॥

পাচকাগ্নির বেশ বল না থাকিলে ভুক্তবস্তু হইতে যে অপরিপক্ক রস জন্মিয়া থাকে তাহাকেই আমরস বলে। এই আমরস বহুরোগের কারণ। দোষ (বায়ু পিত্ত, কফ) সাম ও নিরাম ভেদে দ্বিবিধ।

কি ব্রণ, কি জ্বর অতিসারাদি, আম, নিরাম বোধ ভিন্ন চিকিৎসা সুচারূপে হইতে পারে না।

কিন্তু যেরূপ অবরোধে স্বেদ, তদনুরূপ বাতাধিক্যে আক্ষেপাদি রোগেও স্নিগ্ধ মালিস

স্বেদ ভিন্ন উত্তম উপায় নাই। কিন্তু সকল অবরোধেই তাপ প্রয়োগ হয় না, কোন কোন অবরোধে উপনাহ (পুলটিস্) প্রলেপ এবং নিঃসরণ করাইতে হয়। এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন কুজ্ঝটিকাবৃত দিনে জাহাজ পুরুষকারে চালাইতে পারে না, সূর্য্য প্রকাশের অপেক্ষা করে, তেমন এই সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যতা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করে। তাঁহার জ্ঞানের পরিচালনার জন্য মাত্র কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

যখন শরীরে কিম্বা শরীরের একদেশে তাপের অল্পতা হয়, তখন তাহাতে তাপের সঞ্চার করাই স্বেদের উদ্দেশ্য। অগ্নিতাপ ভিন্নও এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারে। চরক সাগ্নি ও অনগ্নি এই দুই ভাগে স্বেদের বিভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করাদি সাগ্নিস্বেদ। অনগ্নিস্বেদের উল্লেখে বলিয়াছেন—

"ব্যায়াম উষ্ণসদনং গুরুপ্রাবরণং ক্ষুধা।
বহুপানং ভয়ক্রোধাবুপনাহাহবাতপাঃ।
স্বেদয়ন্তি দশৈতানি নরমগ্নিগুণাদৃতে।

সাক্ষাৎ অগ্নি সম্বন্ধ না থাকিলেও, ব্যায়াম, উষ্ণগৃহ, গুরুবস্ত্রাবরণ, ক্ষুধা, বহুমদ্যপান, ভয়, ক্রোধ, উপানাহ (পুল্টিশ্) যুদ্ধ এবং রৌদ্র দ্বারা স্বেদের কার্য্য হইয়া থাকে।

চরক ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদ-ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে পরে কিঞ্চিৎ বলিব।

চরক বলেন—

বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধরুক্ষ স্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষশ্চাপ্যুপকল্পিতঃ॥

সাধারণতঃ স্বেদের দ্রব্যানুসারে স্বেদ ত্রিবিধ—রুক্ষ, স্নিগ্ধ এবং স্নিগ্ধরুক্ষ। কফে রুক্ষ, বাতে স্নিগ্ধ, বাতকফে স্নিগ্ধরুক্ষ স্বেদ প্রদান বিধেয়। কফে রুক্ষ স্বেদ, যথা—বালুকা, প্রস্তর, চূর্ণাদি। বাতে স্নিগ্ধ-স্বেদ—দুগ্ধ-সিদ্ধ মাষ, তিল, যব প্রভৃতি। বাতশ্লেষ্মে রুক্ষস্নিগ্ধ স্বেদ—তুষি, গোময় ইত্যাদি।

স্বেদ দিবার পূর্ব্বে পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। কেবল কফে স্নিগ্ধ মালিষ আবশ্যক করে না।

সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ সন্নিপাত জ্বরে, বাত-শ্লেষ্ম-জ্বরে বালুকা প্রভৃতির রুক্ষ স্বেদ ব্যবহার করেন।

বালুকাস্বেদ—প্রথমতঃ কটাহে বালুকা উত্তপ্ত করিয়া একখণ্ড বস্ত্রের উপর এরণ্ড পত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর বালু দিয়া পুটুলী বান্ধিয়া, কাঁজি কি তণ্ডুলপিষ্ট জলে নিমগ্ন করিয়া, তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। সিক্ত না করিলে বস্ত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় এবং রোগী স্বেদ সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু মস্তিষ্কের উত্তেজনায় রক্তাধিক্য হইয়া জ্ঞানাবরোধ কি বেদনা হইলে বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া স্বেদ দিবে না। রক্তাধিক্যে স্বেদ দিলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহাতে জল বা বরফ দিবে।

রক্তাধিক্যের লক্ষণ রক্তাধিক্যে নাড়ী চঞ্চলা, বেগবতী, স্থূলা, চক্ষু আরক্তিম, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ, শ্লৈষ্মিক লক্ষণহীন যাতনা।

কফাধিক্যের লক্ষণ—কফাধিক্যে নাড়ী শীতল, ক্ষীণ, চক্ষু আবিল (ঘোলাটে) জিহ্বা শ্বেতলেপযুক্ত, মুখ শ্লেষ্মাবৃত, শ্লৈষ্মিক লক্ষণযুক্ত যাতনাহীন। অনেক স্থানে দেখিয়াছি ডাক্তারগণ এই পার্থক্য না দেখিয়া সকল

স্থানে রক্তাধিক্য নির্দ্দেশ করেন। স্থলবিশেষে এইরূপ ভেদ নিশ্চয় না করিয়াও জল প্রয়োগে মস্তকের শিরাসমূহের পরিধি সঙ্কুচিত হইয়া অবরোধ বারণ হয়। উপযুক্তরূপ প্রয়োগ করিতে না পারিলে অনিষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তাধিক্যে তাপ পড়িলে রোগ ও যাতনা উভয়েরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি মস্তকের অভ্যন্তরে গাঢ়রূপে অবরোধ হয়, অথবা রক্তহীনতা হইয়া সন্ন্যাসের উপক্রম হয়, তবে কোন ক্রিয়াতেই ফল হয় না। অতএব মস্তক-সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কাজ করিবে না। ইহাতে চিকিৎসকগণের বাদানুবাদে শেষে নিজেরাই অখ্যাতির ভাগী হন।

কতকাল স্বেদ দিবে? চরক বলিয়াছেন—

শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
সঞ্জাতে মার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতিম তা॥

যে পর্য্যন্ত শৈত্য, গুরুতা ও স্তব্ধতা দূর হইয়া ঘর্ম্ম না হয়, বেদনা না যায় ও শরীর মৃদু না হয়, সেই পর্য্যন্ত স্বেদ দিবে।

কোন্ কোন্ স্থানে স্বেদ দিবে না।—

বৃষণৌ হৃদয়ং দৃষ্টী স্বেদয়েন্মৃদু বা ন বা।
মধ্যমং বঙ্ক্ষণৌ শেষমঙ্গাবয়বমিষ্টতঃ॥

হৃদয়, অণ্ডকোষ ও নেত্রে স্বেদ দিবে না, অথবা আবশ্যক হইলে মৃদু স্বেদ দিবে।

স্বেদ অতিরিক্ত প্রযুক্ত হইলে দাহ স্বেদ দুর্ব্বলতা অঙ্গাবসাদ এবং পিত্তপ্রকোপ হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেন—

পিত্তপ্রকোপো মূর্চ্ছাচ শরীরসদনস্তথা।
দাহস্বেদাঙ্গদৌর্ব্বল্যমতিস্বিন্নস্য লক্ষণং॥

ইহার প্রতিবিধান শেষ শীতল চিকিৎসা করিবে। চরক বলিয়াছেন—

অতি স্বিন্নস্য কর্ত্তব্যো মধুরঃ স্নিগ্ধশীতলঃ।

কি কি রোগে স্বেদ দিবে না—

চরক বলেন—

কষায়মদ্যনিত্যানাং গর্ভিণ্যা রক্তপিত্তিনাঃ।
পিত্তিনাং সাতিসারাণাং রুক্ষিণাং মধুমেহিনাং॥
বিদগ্ধব্রণভগ্নানাং বিষমদ্যবিকারিণাং।
ক্লান্তানাং নষ্টসংজ্ঞানাং স্থূলানাং পিত্তমেহিনাং॥
তৃষ্যতাং ক্ষুধিতানাঞ্চ ক্রুদ্ধানাং শোচতামপি।
কামলাদরিণাঞ্চৈব ক্ষতানামাঢ্যরোগিণাং॥
দুর্ব্বলাতিবিশুষ্কানামুপক্ষীণৌজসাং তথা।
ভিষক্ তিমিরিকাণাঞ্চ ন স্বেদমবতরয়েৎ॥

অর্থ—কষায় ঔষধপায়ী, নিত্য মদ্যপায়ী, গর্ভিণী, রক্তপিত্ত রোগী, অতিসার রোগী, রুক্ষস্বভাবী, মধুমেহ রোগী, ব্রণরোগী, বিষ ও মদ্য বিকারগ্রস্ত, ক্লান্ত, অচেতন, স্থূল, পিত্তমেহ রোগগ্রস্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, শোকী, কামলা ও উদর রোগী, ক্ষতরোগী, উরুস্তম্ভ রোগী, দুর্ব্বল, অতিশয় শুষ্ক এবং যাহার ওজোধাতু ক্ষয় হয় এরূপ রোগিগণকে স্বেদ দিবে না।

কি কি রোগে স্বেদ বিধেয়?—

চরক বলেন—

প্রতিশ্যায়ে চ কাশে চ হিক্কাশ্বাসেষ্বলাঘবে।
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে স্বরভেদে গলগ্রহে॥
অর্দ্দিতৈকাঙ্গসর্ব্বাঙ্গপক্ষাঘাতে বিনামকে।
কোষ্ঠানাহবিবন্ধেষু শুক্রাঘাতে বিজৃম্ভকে॥
পার্শ্বপৃষ্ঠকটিকুক্ষিসংগ্রহে গৃধ্রসীষু চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মহত্বেচ মুষ্কয়োরঙ্গমর্দ্দকে॥
পাদোরুজানুজঙ্ঘার্ত্তিসংগ্রহে শ্বয়থাবপি।
খল্লীষামে চ শীতে চ বেপথৌ বাতকণ্টকে॥
সঙ্কোচায়ামশূলেষু স্তম্ভগৌরবসুপ্তিষু।
সর্ব্বেষ্বেষু বিকারেষু স্বেদনং হিত মুচ্যতে॥

রোগের ভেদ অনুসারে স্বেদের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে বটে (যেমন বাতে, স্নিগ্ধ দ্রব্যকৃত স্বেদ; কফে, রুক্ষ দ্রব্যকৃত স্বেদ) কিন্তু শরীরের স্থানভেদে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়—শাস্ত্রকার বলেন—স্থানং জয়েদ্ধি পূর্ব্বং হি "স্থানস্থস্যাবিরুদ্ধতঃ।" এইজন্য কফ, বাত-স্থানস্থিত হইলে স্নিগ্ধপূর্ব্বক রুক্ষস্বেদ দিবে। বায়ু, কফ-স্থানস্থিত হইলে রুক্ষপূর্ব্বক স্নিগ্ধ স্বেদ দিবে। আমাশয়, কফ স্থান, এইস্থানে বাত বিকার হইলেও অগ্রে রুক্ষস্বেদ পরে স্নিগ্ধস্বেদ দিবে? চরক বলেন—

আমাশয়ে গতে বাতে কফে পক্কাশয়াশ্রয়ে।
রুক্ষপূর্ব্বো হিতঃ স্বেদঃ স্নেহপূর্ব্বস্তথৈব চ॥

সচরাচর চিকিৎসকেরা আমাশয়ে রুক্ষ স্বেদ দেন না। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা ইহার ফল না দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার সম্যক্ উপকারিতা অনুভব করিতে পারেন না। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি বায়ু, আমাশয় গত হইয়া বেদনা স্ফীততা জন্মাইয়াছে, নানা স্বেদ ঔষধে বারণ হইতেছে না, এস্থানে বালুকা স্বেদ প্রদানে উপকার পাইয়াছি। অতএব আমাশয়িক শূল কি প্রত্যাধ্মানে রুক্ষ স্বেদ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই প্রকার বস্তি বাতস্থান,এখানে কফপ্রকোপে বেদনা হইলেও পূর্ব্বে স্নিগ্ধ দ্রব্যকৃত স্বেদ দিয়া পরে রুক্ষ স্বেদ দিতে হইবে। কিন্তু কেবল বেদনা, স্ফীতি দেখিয়াই স্বেদ ব্যবস্থা করিবেন না। বেদনাস্ফীতি আন্ত্রিক বিদ্রধি যকৃৎ-প্লীহাগত রক্তাধিক্য নিবন্ধনও হইতে পারে। অতএব প্রথমে রোগজ্ঞান আবশ্যক। এই সকল উপদেশ এইখানে আবশ্যক করে না তথাপি নবীন শিক্ষার্থিগণ অনবধানতাবশতঃ কর্ত্তব্য পরিহার, অকর্ত্তব্য ব্যবহার না করেন, তজ্জন্য সাবধান করা হইল।

আধ্মানে স্নিগ্ধোক্ত তৈল মালিস করিয়া বাষ্পস্বেদ কি ঘটস্বেদও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়ে অর্থাৎ হৃন্মর্ম্মে স্বেদ নিষেধ; কিন্তু হৃদয়োপলক্ষিত বক্ষোদেশে নিষেধ নহে, কাস, শ্বাস, বক্ষোবেদনায় পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া, পান, অর্কপত্র দ্বারা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে স্বেদ দেওয়া হইয়া থাকে।

সঙ্করঃ প্রস্তরো নাড়ী পরিষেকোঽবগাহনম্।
জেন্তাকোঽশ্মঘনঃ কর্ষূঃ কুটী ভূঃকুম্ভিরেবচ॥
কূপোহোলাক ইত্যেতে স্বেদয়ন্তি ত্রয়োদশঃ॥

চরকোক্ত উক্ত ত্রয়োদশপ্রকার স্বেদের বিশেষ বিবরণ সূত্র স্থানের ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সঙ্করস্বেদ অধিক ব্যবহৃত হয়। স্থলবিশেষে পরিষেক অবগাহস্বেদ ও দেওয়া হয়। বাতব্যাধিতে বেশবার-স্বেদ এবং শাল্বনস্বেদ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীনকালের মূত্রবিজ্ঞান।

সে অনেক দিনের কথা। মানবের ঋদ্ধি বৃদ্ধি কামনায় আর্য্য ঋষি তখন 'কুরুক্ষেত্রের' মুক্তপ্রাঙ্গণে যজ্ঞ মণ্ডপ বাঁধিয়াছিলেন। সরস্বতী দৃষদ্বতীর কূলে কূলে তখন "আপো-হিষ্ঠেতি" মন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। মুনি-সহস্রের মধ্যবর্ত্তী আচার্য্য ভরদ্বাজ তখন জীব জগতের অভাব-অন্যায়ের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন। দেশে পূর্ণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য—প্রয়োগ-কুশল 'অত্রি' 'হারীত' অপরিচিত বিষ ভক্ষণে "নীলকণ্ঠের" গৌরব লাভ করিতেন। এখনকার এই প্রাণহীন মলিন ভারত তখন কত আনন্দময়—কত উত্তম ময়! শ্যামল বনশ্রীর মধ্যে, জীবনের বিচিত্র স্পন্দনে—এদেশে তখন অনাবিল শান্তি বিরাজ করিত।

সেই নামহীন, স্মৃতিহীন অতীতে,—জ্ঞান-গরিষ্ঠ আচার্য্য গোষ্ঠী ব্রহ্মণ্য প্রতিভায় যে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন—তাহাতে অনেক অমূল্য রত্ন উঠিয়াছিল। জতুকর্ণের "মূত্র-বিজ্ঞান" সেই অনন্ত রত্নের অন্যতম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মূত্র-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এখন লোকে কথায় কথায় মূত্র পীরক্ষা করে এবং তাহার জন্য য়ুরোপের জীবন্ত বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে লোকের অপরাধ নাই। হিন্দুর উদার বিজ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর স্বুবর্ণ যুগে নিতান্ত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের যজ্ঞ এখন হবিঃদুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের অনাদরে, অশ্রান্ত-সাধনার অতুল আরোগ্য-ভাণ্ডার—কলা-নিপুণা কল্যাণশ্রীর অভাবে, এখন একান্ত বিশৃঙ্খল! জীবন সমস্যার মীমাংসা সূত্র যাঁহাদের হাতে ছিল, তাঁহাদের অযোগ্য সন্তান এখন সূত্র ও সূত্রার্থ হীন! জীবন তন্ত্রে এখন মহা নির্ব্বাণের স্বপ্নচ্ছায়া! মন্ত্র—অসম্পূর্ণ, ছন্দ যতিহীন, হোমাগ্নি—তুহিন শীতল, ঋত্বিকের বংশধর ঋক্ উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছে!

এখন, রোগীর মূত্র-পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে, কবিরাজগণ কেবল মূত্রে তৈল বিন্দু প্রক্ষেপ করেন। কিন্তু আচার্য্যযুগে আমাদের দেশে, মূত্র পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগের কতকগুলি জীর্ণ ও কীটদষ্ট পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল অপূর্ব্ব, অপ্রকাশিত বৈদ্যকগ্রন্থে চিকিৎসা তত্ত্বের অনেক অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। আমরা একে একে তাহা পাঠকগণকে উপহার দিব। আজ কেবল প্রাচীনকালের মূত্র-বিজ্ঞানের কথা বলিব।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে, ভারতের "আয়ুর্ব্বেদ", গ্রীস, মিশর, আরব ও পারস্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল +। বৌদ্ধধর্ম্ম—জন্ম, কর্ম্ম, জ্বালা, যন্ত্রণা নিভাইবার ধর্ম্ম; সুতরাং দৈহিক ব্যাধি নিবারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রণব বা ওঙ্কার। এই যুগে শবচ্ছেদ বা পশুবধ রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তাহারই ফলে, বৌদ্ধযুগে বিশুদ্ধ লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল। মানবের সেই দেবত্ব ও ভ্রাতৃতন্ত্রের শুভসংবাদ লইয়া যখন

+ মল্লিখিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে" এ সকল কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রমণগণ দেশে দেশে ছুটিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ কামবোধির কূল হইতে গ্রীক্ দ্বীপ-পুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় মূত্র বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজা অশোক "প্রিয়দর্শী" নাম গ্রহণ করিয়া, পশু ও মানবের রক্ষা কল্পে দেশ দেশে রুগ্নাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে, খৃষ্টাব্দ ৭৫০ পর্য্যন্ত, আয়ুর্ব্বেদের বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগের চিকিৎসকগণ আচার্য্য জতুকর্ণের মূত্র-বিজ্ঞানকে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য - আমরা সমগ্র পুস্তকখানি পাই নাই, কেবল ২১ খানি মাত্র পুঁথির পাতা পাইয়াছি। পণ্ডিত শশিভূষণ কাব্যতীর্থ কবিরাজ বিহার অঞ্চল হইতে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক সময় বিহার বৌদ্ধগণের লীলাক্ষেত্র ছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মূত্রকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করা হয় বৌদ্ধযুগের বৈদ্যগণ এ প্রণালী জানিতেন। কেবল মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বুঝিতে পারিতেন, রোগীর দেহের কোন ধাতু দূষিত হইয়াছে।

মূত্রৈঃ পয়স্তুল্যমিতং বিমিশ্রং
মূলস্য চূর্ণং খলু পুষ্করস্য।
প্রক্ষিপ্য পক্বং মৃদুনাগ্নিনা তৎ
মেদঃ প্রদুষ্টং যদি লোহিতং স্যাৎ॥

রোগীর মূত্র লইয়া তাহাতে তুল্যপরিমিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে পুষ্কর মূলের চূর্ণ [পুষ্কর মূল—পশ্চিম প্রদেশে জাত বৃক্ষ বিশেষের মূল, ইহা জলে জন্মে, ইহার পাতা কহ্লারের পাতার মত, ফুল ঠিক্ পদ্মের ন্যায়। বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ পুষ্কর মূলের অভাবে কুড় নামক গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন] কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া, যদি দেখ ঐ মূত্র লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে রোগীর দেহের মেদোধাতু বিকৃত হইয়াছে।

মূত্রে নবমৃৎপাত্রস্থে নাগভস্মং বিনিক্ষিপেৎ।
তদুষ্ণস্পর্শ কেদ্দিয়াৎ শুক্রদোষং সুনিশ্চিতং॥

নূতন মৃৎপাত্রে মূত্র রাখিয়া, তাহাতে সীসকভস্ম নিক্ষেপ করিলে, যদি মূত্র উষ্ণ স্পর্শ বোধ হয় তাহা হইলে ঐ রোগীর শুক্রের দোষ জন্মিয়াছে বুঝিবে।

মূত্রসিক্তং হি বসনং মূলস্য পুষ্করস্য চ।
আর্দ্রয়িত্বা রসেনৈব শুষ্কং তৎ বর্ত্তিকাসমং॥
কৃতং তদুজ্জ্বলং নূনং তৈলাক্তসম মেবহি।
জ্বলতীতি বিজানীয়ান্মজ্জদোষং ধ্রুবং সুধীঃ॥

একখণ্ড বস্ত্র প্রথমে রোগীর মূত্রে সিক্ত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড আবার পুষ্কর মূলের রসে ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে ঐ বস্ত্রখণ্ড সলিতার মত পাকাইয়া উহা জ্বালিবে। যদি তৈলাক্ত বর্ত্তিকার মত বেশ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে জানিবে রোগীর মজ্জা ক্ষয় হইতেছে।

দিনত্রয়ং স্ত্রিয়া মূত্রেসিক্তং গোধূমমাদরাৎ।
শুষ্কীকৃতং ছায়ায়াঞ্চেন্নবা স্ফুটতি ভর্জ্জিতং।
ততো দুষ্টং বিজানীয়া দার্ত্তবং খলু যোষিতাং॥

কতকগুলি গোধুম লইয়া স্ত্রী-মূত্রে বেশ করিয়া ৩ দিন ভিজাইবে। পরে তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই গম ভাজিলে যদি ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে ঐ রমণীর আর্ত্তব দূষিত হইয়াছে।

মূত্রে কবুষ্ণে নারীনাং নিক্ষিপ্যোজ্জ্বলহীরকং।
দিনত্রয়াবসানে তৎ দৃশ্যতে চেদনির্ম্মলং।
সন্তানোৎপাদিকা শক্তির্নষ্টা জ্ঞেয়া ততঃ স্ত্রিয়াঃ।

স্ত্রীলোকের মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে ১খণ্ড উজ্জ্বল হীরক ডুবাইয়া রাখিবে। ৩ দিন

পরে, যদি ঐ হীরকখণ্ড অনির্ম্মল অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিবে ঐ রমণীর আর গর্ভ হইবার আশা নাই।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহার মূত্র পরীক্ষা করিয়া সেকালের ভিষক্‌গণ বলিতে পারিতেন।

মূত্রে নার্য্যাঃ ক্ষিপেৎ শ্বেতশাল্মলীপুষ্প-চূর্ণকং।
তত্রৈব স্নেহবদ্দৃশ্যং দৃশ্যতে চেৎ পরেঽহনি।
ততো গর্ভং বিজানীয়াৎ স্ত্রিয়া ইত্থং বিশেষতঃ॥

নারীমূত্রে শ্বেতশিমুলের ফুলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরদিন যদি দেখ ঐ মূত্রের উপরি-ভাগে তৈলের মত দ্রব্য ভাসিতেছে, তাহা হইলে জানিবে সে নারী গর্ভবতী হইয়াছে।

মূত্রেঽবলায়াঃ সিংহাস্থি-চূর্ণং নিক্ষিপ্য পশ্যতি।
যদি বুদ্‌বুদ-বত্তস্মিন্ বিদ্যাৎ গর্ভবতীং হি তাং॥

স্ত্রীলোকের মূত্রে সিংহাস্থি চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া যদি দেখ—বুদ্‌বুদের মত ভুড়্‌ভুড়ি কাটিতেছে তাহা হইলে বুঝিবে সে নারীর গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের বৈদ্যগণ মূত্র পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিতেন—ঐ মূত্র স্ত্রীলোকের কি পুরুষের।

মূত্রৈস্তুল্যমিতে তৈলে মিশ্রয়েৎ মূলজং রসং।
করকস্য ততো বিদ্যাৎ পীতাভং যদি তদ্ভবেৎ।
পুরুষস্যেতি তন্মূত্রং নীলাভং চেদ্ ধ্রুবং স্ত্রিয়াঃ॥

মূত্রের সহিত তুল্য পরিমাণে তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে করক মূলের রস দিবে। যদি মূত্রের বর্ণ পীতাভ হয়, তাহা হইলে সে মূত্র পুরুষের, আর নীলবর্ণ হইলে সে মূত্র রমণীর বলিয়া জানিবে।

স্ত্রী-জাতির মধ্যে যেমন বন্ধ্যা নারী আছে, পুরুষের মধ্যেও তেমনি বন্ধ্য-পুরুষ আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কথা জানেন না। তাই পুত্র না হইলে এ দেশের পুরুষ আবার একটা বিবাহ করিয়া বসেন। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভ না হইলে পুরুষকে তৃতীয় পক্ষও অবলম্বন করিতে দেখা যায়। শেষ জীবনে এই তৃতীয় পক্ষের শাসন বিশ্বামিত্রের ত্রি-বিদ্যা শাসনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা দ্বিতীয়-দার গ্রহণে উদ্যত হ'ন, তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত—কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না? বৌদ্ধযুগের বৈদ্য বলেন,—পুরুষ বন্ধ্য, কি স্ত্রী বন্ধ্যা, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা করিবে।

স্থানদ্বয়েঽলাবুবীজং কৃত্বা চ প্রোথিতং পৃথক্।
একত্র পুরুষোঽন্যস্মিন্ নারী মূত্রং পরিত্যজেৎ
যস্য নো জায়তেঽঙ্কুরো মূত্রসিক্তে তু বীজকে।
তস্য দোষং বিজানীয়াৎ শুক্রজং সত্যমেব হি॥

পৃথক্ পৃথক্ দুইটি স্থানে লাউ বীজ রোপণ করিবে, উহার একটি স্থানে পুরুষ, এবং অপর স্থানটিতে রমণী প্রস্রাব করিবে। যাহার মূত্র সিক্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, তাহারই শুক্রজ দোষে সন্তান হইতেছে না জানিবে। এখানে, কথা উঠিতে পারে স্ত্রীলোকের তো শুক্র নাই, তাহার আবার শুক্রজ দোষ কি? কিন্তু সুশ্রুত প্রমুখ আচার্য্য-গণ স্ত্রী জাতির শুক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মূত্র বালকের কি যুবার, পশুর কি মানুষের, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাও পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিতেন। জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, প্রমেহ, অর্শ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় রোগ—কেবল-মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা অনায়াসেই বলিয়া দিতেন। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় অদ্য এইখানেই "ইতি" করিলাম।*

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।
ভূতপূর্ব্ব "বহুদর্শী" সম্পাদক

* শ্বেত মূলের পরিবর্ত্তে কুড় ব্যবহার করিলে পরীক্ষা সিদ্ধ হইবে কিনা? সিংহাস্থি কি? করকের পরিচয়ের উপায় কি? যদি লেখক উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি-তেন (আঃ সং)।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন।

১৮৩৭ শকে, মান্দ্রাজ নগরে, নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সভাপতি,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম্, এ; এম্, বি; সভাপতির অভিভাষণ—

যিনি লীলাচ্ছলে, ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত হইয়া হইয়া পুনরায় লীলা সংহার করিয়া অব্যক্ত-ভাব ধারণ করেন, যিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, যিনি হবিরূপে দাহ্য এবং অগ্নিরূপে দাহক, যিনি দ্রব্যরূপে দৃশ্য এবং চক্ষুরূপে দ্রষ্টা, যিনি শব্দ-রূপে শ্রাব্য এবং কর্ণরূপে শ্রোতা, যিনি খদ্যে-রূপে ভোজ্য এবং প্রাণিরূপে ভোক্তা, যিনি পথরূপে গম্য এবং চরণরূপে গন্তা, যিনি দ্রব্য-রূপে গ্রাহ্য এবং হস্তরূপে গ্রাহক, যিনি সত্ত্ব-গুণে স্রষ্টা, রজোগুণে পালক এবং তমোগুণে অন্তক, যিনি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত ও অব্যয় —সেই জগদেককারণ জগন্নাথের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহার কৃপায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, যিনি স্বর্গ, যিনি ধর্ম্ম, যিনি পরমতপ, যিনি এই মর্ত্ত্যধামে একমাত্র নররূপী প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই স্বর্গগত জনকের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহাদিগের কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানা-ঞ্জনশলাকা দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহাদিগের কৃপায় ভগবতী ভারতী দেবীর চরণরেণুতে মস্তকস্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছি যাঁহাদিগের কৃপায় অখণ্ড-মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত বিশ্ব-নাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই জ্ঞানদাতা ও দীক্ষাদাতা গুরুদিগের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশই যাঁহাদিগের জীব-নের একমাত্র ব্রত ছিল, ভগবানকে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত জানিয়া যাঁহারা সর্ব্বভূতের সেবায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের চেষ্টায় পুণ্যময় আয়ুর্ব্বেদ পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করি তেছে, সেই পুণ্যশ্লোক দয়াবতার মহর্ষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যাঁহারা লোপোন্মুখ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, যাঁহাদিগের সহায়তা না পাইলে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুষ্কর হইত, মহর্ষিগণের পরবর্ত্তী সেই আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ সংগ্রহকার ও টীকাকারগণের চরণে প্রণাম করি।

এই মহতী সভায় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যে সকল মনস্বী ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন, যাঁহারা সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে যত্নবান্ হইয়াছেন, সেই মহা-নুভাব বিদ্বদ্বর্গকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি।

সমবেত সভ্য মহোদয়গণ! আজ আপ-নারা আমাকে যে গৌরব জনক পদে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন আমি সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই মহতী সভা পরিচালনজন্য যে শক্তি—যে জ্ঞানের প্রয়োজন, আমাতে সে জ্ঞান—সে শক্তি কোথায়? কিন্তু আপনাদের নিয়োগ আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

একে শক্তি ও জ্ঞানের অভাব, তাহাতে বহু আতুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া, আমার অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার উপর আপনাদের নিয়োগপত্র অতি অল্পকাল পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়ায় এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাই নাই। সুতরাং আমার যে যথেষ্ট ক্রটী ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আশা করি আপনারা নিজগুণে ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

এই মহতী সভার মহদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই আমাদের পরম কারুণিক সম্রাটের কথা মনে পড়ে। রাজা প্রজার পক্ষে পিতৃতুল্য, এবং আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ আমাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষেই পালন করিয়া আসিতেছেন। সাগরাম্বরা ধরণীর প্রায় অর্দ্ধাংশ যাঁহার শাসনদণ্ডাধীন, যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না, যাঁহার রাজত্বে অসংখ্য বিভিন্ন জাতির বাস—সেই রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী গতপূর্ব্ব-বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়া কি ভাবে বালক বালিকা-দিগের সহিত সদালাপ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। মহাত্মা পঞ্চম জর্জ্জ কেবল আমাদের বাহিরের সম্রাট্ নহেন, তিনি আমাদের হৃদয়ের সম্রাট্। আমাদের সেই সদাশয় সম্রাট্ আজ বলদৃপ্ত দুর্দ্ধর্ষ শক্রর সহিত যুদ্ধে বিপন্ন। রাজা যখন বিপন্ন, তখন আমরাও যে বিপন্ন তাহা আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিতে হইবে কি? যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। সুতরাং আমাদের ধার্ম্মিক রাজা যে জয় লাভ করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। আমরা আমাদের সম্রাটের জয়-লাভ এবং তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সভ্য সহোদয়গণ! আজ এই মহাসম্মিলনে—এই আনন্দের দিনে মনে পড়ে তাঁহাদের কথা—যাঁহাদিগকে গত সম্মিলনে দেখিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান সম্মিলনে আর দেখিতে পাই-তেছি না। তাঁহারা কোথায়-যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে এই মহাসম্মিলনের সার্থকতার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন, অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সভার কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত অহোরাত্র চেষ্টা করিয়া-ছেন—সেই সুপরিচিত মহাজনেরা কোথায়? হায়! কে উত্তর দিবে তাঁহারা কোথায়! জীবন-সমুদ্রের পরপারে কোন অজ্ঞাত দেশে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই মধুর-স্বভাব উদার মহাত্মারা আজিও তাঁহাদের চিরসেবিত আয়ুর্ব্বেদের কথা ভুলিতে পারেন নাই—এখনও যেন জীবন-সমুদ্রের পরপার হইতে তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস শুনা যাইতেছে।

দুঃখের বিষয় যে, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পরলোকগত তাবৎ ভিষক্-গণের বিষয় আমি অবগত নহি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺তারাপ্রসন্ন সেন মহো-দয়ের অভাবই আমি বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। এই মহাসভায় অনেক ভিষক্ই বোধ হয় গত বৎসরের সম্মিলনীতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার সম্মিলনীর জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার

অতীত। ৺তারাপ্রসন্ন সেন এবং অন্যান্য স্বর্গগত চিকিৎসকগণের নাম চিরস্মরণীয় হউক।

সভ্য মহোদয়গণ! আজ এই আনন্দজনক মহাসম্মিলনের দিনে বহু প্রাচীন যুগের এক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। যে উদ্দেশ্যে এই মহাসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, প্রায় সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই, বহু পুরাতন যুগে, আত্রেয়, কাশ্যপ, ভৃগু, অগস্ত্য, গৌতম, ভরদ্বাজ, মৈত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ, জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, অদ্রিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে সমবেত হইতেন। স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহর্ষিগণের তুলনায় আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। কিন্তু আমরা যে সেই ভারতগৌরব—শুধু ভারত-গৌরব বলি কেন—জগদ্‌গৌরব মহামহিমময় মহাপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহাও আমাদের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

বীণা বাদকগণ যেমন বীণার তন্ত্রী এক সুরে বাঁধিয়া লইয়া শ্রুতিমধুর ঐক্যতান বাদন করেন, হে সমাগত বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিষক্‌গণ, আসুন আমরাও সেইরূপ প্রাদেশিক—সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া, সেই মৈত্রীপরায়ণ আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিগণের চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়বীণা একসুরে বাঁধিয়া লইয়া, সেই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এই মহাসভায় আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুদয়মূলক মহাগীতি গান করি, যাহা শুনিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রী সমস্বরে বাজিয়া উঠিবে। তখন এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথও নিরাপদ হইবে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি—স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়—স্বার্থত্যাগের জন্য, আত্মহিতের জন্য নয়—পরহিতের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়—আত্মবিসর্জ্জনের জন্য। জগতের চতুর্খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—দেখিতে পাইবেন যে, যখন যে কোন জাতি যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কতকগুলি মহাপুরুষের আত্মবিসর্জ্জনের প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক, শুধু বাক্যের ছটায় সিদ্ধিলাভ হয় না। বেদ উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবানকে ও মীনরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক, কিন্তু বিধিবশাৎ অধুনা বিরল-প্রচার ও বিকলাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধারের জন্য এই বারিধিবিধৌতচরণা হিমাদ্রিকিরিটিনী পুণ্যময়ী ভারতভূমিতে কে কোথায় আছে—মাদ্রাজী, মারাঠি, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী উৎকলী—কে সাধক আছে—মহাসাধনার জন্য অগ্রসর হও, আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। ভারতবাসী তোমায় আত্রেয় ধন্বন্তরির পদপ্রান্তে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

যে পুরাকালের কথা আমি বলিতেছি—যে সময়ে ভারতে মানবমঙ্গলকরে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রণয়ন ও প্রচার জন্য স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলাশী মহর্ষিগণ কঠোর সাধনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এবং তাহার বহু পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত জগতের অন্যান্য দেশ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ বন্য পশুর ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং নখ-দন্ত দণ্ড-মুষ্টি-লোষ্ট্র প্রহারে পরস্পরকে

ব্যবহৃত করিত। সেই সকল অসভ্যজাতির সভ্যতালাভের সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্র যে ভারতবর্ষেই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং অপরাপর জাতির বিজ্ঞানশাস্ত্র যে তজ্জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, অধুনা জগতের যাবতীয় বিদ্বদ্বর্গ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের আলোচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে প্রচারিত হয়। আরবদেশে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক অধ্যাপক ছিলেন, এবং তথায় চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ অনূদিত ও অধীত হইয়াছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে রোম, রোম হইতে সমগ্র য়ুরোপ এবং পরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্রগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সেই মূল সূত্রগুলি অন্যকোন দেশেই আর পূর্ব্বাকারে নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির চেষ্টায় রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া সেই মূলসূত্রগুলি বিভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য কোবিদ স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

এ, অফ্, হরনেল, সি, আই, ই, পিএচ্, ডি, এম্, এ, মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে (Studies in the Medicine of Ancient India) লিখিয়াছেন:—

"Probably it will come as a surprise to many as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their early age—probably the sixth century before Christ—and their peculiar methods of definition. In these circumstances the interesting question of the relation of the medicines of the Indians to that of Greeks naturally suggests itself. The possibility, at least, of a dependence of either on the other cannot well be denied, when we know as an historical fact that two Greek physicians, Ktesias, about 400 B. C. and Megasthenes about 300 B. C., visited or resided in Northern India."

ভাবার্থ:- ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকারগণের লিখিত গ্রন্থে শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর ন্যায় প্রাচীন সময়ে ঐ জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং যাথার্থ্য—বিশেষতঃ শারীরতত্ত্ব লিখিবার সুন্দর প্রণালী—প্রকৃতই বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে গ্রীক ও হিন্দুদিগের এ বিষয়ে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এক দেশের শারীরতত্ত্ব যে অপর দেশের শারীরতত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে টেসিয়াস্ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে

মেগাস্থিনিস্ নামক দুইজন গ্রীসদেশীয় চিকিৎসক উত্তর ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন বা বাস করিয়াছিলেন—যখন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইহা আর অস্বীকার করা যায় না।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাক্স্ নিউবার্গার তাঁহার গ্রন্থে (History of Medicine) লিখিয়াছেন :—

"That Greek medicine adopted Indian medicaments and methods is evident from the literature. The contact between the two civilisations first became intimate through the march of Alexander, and continued unbroken throughout the reign of Diaduchi and the Roman and Byzantine eras Alexandria, Syria and Persia were the principal centres of intercourse. Indian physicians, means and methods of healing are frequently mentioned by Greece-Roman and Byzantine authors, as well as many diseases endemic in India, but previously unknown. During the rule of the Abbasides, the Indian physicians attained still greater repute in Persia, whereby Indian medicines became engrafted upon the Arabic, an effect which was hardly increased by the Arabic dominion over India. Indian influence, in the guise of Arabic medicine, was felt anew in the west. The apparently spontaneous appearance in Sicily in the fifteenth century of rhino-plastic surgery bespeaks a long period of previous Indo-Arabian influence. The plastic surgery of the nineteenth century was stimulated by the example of Indian methods. The first occasion being the news derived from India, that a man of the brickmakers caste had, by means of a flap from the skin of the forehead, fashioned a substitute for the nose of a native."

ভাবার্থ—"সাহিত্য পাঠ দ্বারা জানা যায় যে গ্রীকজাতি ভারতবর্ষীয়দিগের ঔষধ এবং চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কালে উভয় জাতির মধ্যে সংস্পর্শ ঘটে এবং উহা ডিয়াডোচির রাজত্বকালে এবং রোম্যান ও বাইজেনটাইনদিগের যুগে চলিতে থাকে। এলেকজান্ড্রিয়া, সিরিয়া এবং পারস্য দেশই প্রধানতঃ মিলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। গ্রীকো-রোমান এবং বাইজেনটাইন লেখকদিগের গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর এবং যাহা গ্রীসদেশে ছিল না অথচ ভারতবর্ষে ছিল—এরূপ অনেকগুলি রোগের বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। আব্বাসাইডের রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ পারস্যদেশে অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ঔষধ আরবদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পরে উহা আরবদেশীয় ঔষধের ছদ্মবেশে পাশ্চাত্য দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। কৃত্রিম নাসিকা নির্ম্মাণের প্রণালী (Rhino plasty) ভারতবর্ষীয় ও আরবদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিসিলিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। শস্ত্রচিকিৎসার চরম উন্নতির দিনেও শরীরের এক অঙ্গের চর্ম্ম কাটিয়া অপর স্থানে সংযুক্ত করার পদ্ধতি (Plastic operation

ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-প্রণালীর সহায়তায়ই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বহুপূর্ব্বে একজন ভারতবাসী সিসিলিদেশীয় জনৈক লোকের কপালের চর্ম্ম লইয়া নাসিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল **এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে এবম্বিধ শস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হয়েন।**

এইখানে আমরা আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, এবং জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক। অথবা জনক বলিলেও ঠিক হয় না, —প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, শস্ত্র-চিকিৎসায়ও ভারতবর্ষই শিক্ষাগুরু। দুঃখের বিষয় অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানের অভাব, পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং চিকিৎসাগ্রন্থ-লেখকগণকে অনেক সময় ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ডাক্তার অসলার ও ম্যাক্রে কর্ত্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-গ্রন্থে (A system of medicine) উইলিয়াম টি, কৌনসিলম্যান্ এম, ডি, লিখিয়াছেন —

"The first description of the disease Small-pox, which leaves no doubt as to its nature, is given in the well known treatise by Rhazes in the tenth century."

ভাবার্থ:—"মসূরী (বসন্ত) রোগের নিঃসংশয়কর বর্ণনা রেজেস্ নামক আরব-দেশীয় চিকিৎসকের গ্রন্থে দশম শতাব্দীতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল"।

কিন্তু উক্ত সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে মসূরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় উক্ত লেখক তাহা অবগত নহেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং জগৎকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সহ এইরূপ লেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা এই সভার কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে ঐ সকল গ্রন্থকার অবশ্যই স্ব স্ব গ্রন্থলিখিত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

সুখের বিষয় এই যে, অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক চার্লস্ সাহেব ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দিবার সময় প্রায়ই বলিতেন—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ আমি তোমাদের নিকট তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র। শিষ্যগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চরকের বিমান স্থানের রোগভিষগ্‌জিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ তিনিই কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সোপান শ্রেণীর সম্মুখস্থ প্রাচীরে প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের ফিলাডেলফিয়া নগরের ডাক্তার ক্লার্ক এম, ডি, মহোদয় চরকের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন :—

"If the physicians of the present day would drop from the pharmacopœa all the modern drugs and

chemicals, and treat patients according to the methods of Charka, there will be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

ভাবার্থ,—যদ্যপি চিকিৎসকগণ আধুনিক ঔষধাদি পরিত্যাগ করিয়া চরকের মতে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর সংখ্যা কম হইবে এবং পৃথিবীতে চিররোগী খুব অল্পই দেখা যাইবে।

ডাক্তার পল, বারথোলেম বলিয়াছেন—

"I have been exceedigly struck with the meaning of many passages which indeed go beyond anything that I have met before in medical literature."

ভাবার্থ:—অনেক স্থানের ভাবগাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থ দেখিয়াছি, কোনটীতেই এরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব ও গৌরবের তুলনায় উদ্ধৃত প্রশংসাবাদ নিতান্ত অল্প হইলেও, অনেক পাশ্চাত্য ভিষক্ যে আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়।

সভ্যগণ, আসুন এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া তন্নিহিত রত্নরাজির কথঞ্চিৎ মূল্যে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি।

প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের যে বিভাগ দেখিতে পাই তাহা অতীব সুন্দর। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ—এই অষ্টাঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ বিভক্ত। কেহ বলিতে পারেন কি— কোন কালে—কোন দেশে—কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ উৎকৃষ্ট বিভাগ হইয়াছে, হইতে পারে, বা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় অপূর্ব্বত্ব—বায়ু, পিত্ত, কফ। এই মহাসভায় সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী সকলেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয় অবগত আছেন। বিশেষতঃ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিগণ বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। তবে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও যে বায়ু, পিত্ত, ও কফ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই কথা বলিব।

বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনটী শক্তি এবং এই তিনটী শক্তির বলে শরীর রক্ষিত, পীড়িত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে যে প্রতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যেই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত "নার্ভ" সকলের ক্রিয়া ঠিক বায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ। পাশ্চাত্যমতে শরীরের যে কোন কার্য্য নার্ভের শক্তিবলে মাংসপেশীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। নার্ভ সকল যে শক্তির বলে কার্য্য করে সেই শক্তিকে আমরা বায়ু বলিয়া থাকি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নার্ভের নার্ভ নামকরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

এম্. কেন্‌ড্রিক সাহেব এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ফিজিওলজিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—"The nerve may be regarded as conductor of a mode of energy, which for want of a better term, is termed nerve-force."

নার্ভ যে শক্তি বলে কার্য্য করিতে সমর্থ

হয়, সেই শক্তি ভবিষ্যতে বায়ু বা তদ্রূপ কোন নামে অভিহিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

অপার দুইটি শক্তি -পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বায়ুর ন্যায় এত স্পষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। এই-রূপ দুইটি শক্তির অস্তিত্বের আভাস মাত্র তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন ডাঃ ফষ্টর তাঁহার ফিজিওলজিতে লিখিয়াছেন -

"The animal body dies daily, in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, and is undergoing combustion. Combustible, in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition, but an animal body thoroughly dried will in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy and heat."

ভাবার্থ—জীবের শরীর নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে জীব-শরীরের অংশ বিশেষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে—শরীরস্থ অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া যাইতেছে। প্রচুর জলীয় পদার্থ শরীরে আছে বলিয়া জীব-শরীর একবারে জ্বলিয়া যায় না। যদি ঐ জলীয় অংশ শরীরে না থাকিত তাহা হইলে জীব শরীর ইন্ধনের ন্যায় শীঘ্রই জ্বলিয়া যাইত।

আয়ুর্ব্বেদের সেই পুরাতন কথা। "শীর্য্যত ইতি শরীরম্"—শরীর প্রতি মুহূর্ত্তে শীর্ণ হই-তেছে। তেজোরূপ পিত্ত শরীরকে দগ্ধ করিয়া দিতে উদ্যত, আর সৌম শ্লেষ্মা শরীরকে আলিঙ্গন করিয়া দহ্যমান অগ্নির প্রকোপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতেছে। শাস্ত্রে পিত্ত ও কফের সহিত সূর্য্য ও চন্দ্রের যে উপমা দেওয়া হইতেছে, এখানে সেই ভাব পরিস্ফুট দেখা যায় সুতরাং প্রকারান্তরে 'পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

নাড়ীজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম গৌরবের বিষয়।

জগতের আর কোন দেশে—আর কোন জাতির মধ্যে এরূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল না—কখন যে হইবে এরূপ আশাও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু-বিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে যে রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অধিকাংশস্থলে একমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারেন।

আজকাল অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি ভুক্তদ্রব্যের সহিত যে নাড়ীর গতির সম্বন্ধ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি চিকিৎসক-দিগকে বলিতেছি না, কিন্তু চিকিৎসক ব্যতীত এই মহাসভাস্থ অন্য কোন সভ্য যদি এ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন, তাহা হইলে অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নিত্য শাকান্নভোজী ব্যক্তিকে একদিন মাংসাদি আহার করাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, যে নাড়ীর গতি আর পূর্ব্বরূপ নাই—অন্যরূপ হইয়াছে। নাড়ী-জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক অনায়াসেই নাড়ী দেখিয়া "পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে চ লগুড়া-কৃতিঃ" এই তথ্য বুঝিতে পারেন।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট নাড়ীজ্ঞান এরূপ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইলেও উহা সহজ-লভ্য নহে। মহর্ষি কণাদ "নাড়ীবিজ্ঞান" গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"নাড়ীপরিচয়জ্ঞানং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে।
তেন ধার্ষ্ট্যান্ ময়োক্তং যৎ তৎ সমাধেয় মুত্তমৈঃ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে প্রসিদ্ধা যস্য বা গতিঃ।
সৈবোপমানমত্র স্যাৎ প্রসিদ্ধ-গুণযোগতঃ॥
ন শাস্ত্রপঠনাদ্বাপি শব্দব্যাপনাদপি।
স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগভ্যাসেনৈব গম্যতে।
নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্ যোগাভ্যাসবদেকতঃ।
নান্যথা শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি॥"

মহর্ষি কণাদের ন্যায় মহাপুরুষের এই সত্যোক্তির উপর আর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

ব্রণ-চিকিৎসা।

কবিরাজ মহাশয়েরা ব্রণ-চিকিৎসা জানেন না। অধুনা, ছেদ-ভেদ-বন্ধন-সাধ্য বিদ্রধি ব্রণ-শোথ প্রভৃতির চিকিৎসায় এবং শোধন-রোপণাদি কর্ম্ম সাপেক্ষ ব্রণ প্রীতিকারে উদাসীন রহিয়া, বৈদ্যক-শাস্ত্রমতাবলম্বি চিকিৎসকগণ এরূপ কলঙ্ক ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু প্রচুর ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, কবিরাজ মহাশয়দিগের উপজীব্য চিকিৎসাগ্রন্থে অস্ত্রোপচারের এবং ক্ষতরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতির উপদেশ নাই। এইরূপ অযথা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রণ-চিকিৎসার্থি-রোগিগণ কবিরাজের শরণ লয়েন না। তজ্জন্য কবিরাজগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রণ-চিকিসায় সুনিপুণ, তাঁহারা ব্রণ চিকিৎসায় কুশলতা দেখাইবার অবসর পান না।

মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকদিগের হিতার্থে বৈদ্যকমতের ব্রণ-চিকিৎসা প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি জড়তা পরিহার করিয়া, বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসকগণ সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে অত্যল্পকালেই দেশে দেশীয় ব্রণ-চিকিৎসা সুপ্রচলিত হইতে পারে।

অধুনা নর-নারী শরীরে যে সমস্ত রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেক রোগ, সম্ভবতঃ অর্দ্ধেকেরও বেশী, ব্রণ, ব্রণপরিণামী এবং ব্রণ-সংসৃষ্ট ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসার ক্রম পরম্পরা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে, সেই সকল রোগের মধ্যে অনেক ব্যাধি, অত্যল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করা যায়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসার পদ্ধতি অতি সুন্দর, ব্রণ প্রতীকারের ঔষধ সমস্ত আশু সুফলপ্রদ এবং ঔষধের ব্যয়ও অকিঞ্চিৎকর।

আজিও দেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসা সম্যক্ লোপ পায় নাই। অন্য চিকিৎসায় হতাশ হইয়া, কেহ বা অন্য চিকিৎসা করাইতে অসমর্থ হইয়া, দেশীয় ব্রণ-চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাই আমরা কচিৎ দেশীয় ঔষধের সুফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকি। দেশীয় ব্রণ-চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ করিবার আরও একটী সুযোগ আছে। দেশে টোট্‌কা বা বা মুষ্টিযোগ নামে পরিচিত ব্রণ-শোথের ঔষধ আজিও কাহার কাহার জানা আছে। সম্ভবতঃ অনেকের জানা আছে যে, অতি কঠিন ক্ষত-রোগও টোট্‌কা ঔষধে ভাল হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সে সকল

টোট্কা আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট ঔষধ। কুত্রাপি পূর্ণাঙ্গে, কচিৎ কিঞ্চিৎ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া, লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য যে দেশে দেশীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে কবিরাজ মহাশয়দিগকেই পুরোবর্ত্তী হইবে। কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞতম বলিয়া অধুনা প্রসিদ্ধ তাঁহারা অধিকরণ, যোগ, হেত্বর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ অনুসারে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ-ন্যায়ের সাহায্যে এবং শব্দ ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্ক দ্বারা শাস্ত্রদুর্গের দ্বারোদ্‌ঘাটনার্থ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। কাজটা মন্দের কথা হইতেছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রোপচারে এবং ব্রণ-চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, অথচ দেশের মঙ্গলার্থী, তাঁহাদের সহায়তারও বিশেষ প্রয়োজন। আর যাঁহারা ব্রণরোগগ্রস্ত, অন্ততঃ পরীক্ষার জন্য, দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন এবং সাধারণে চিকিৎসার সাফল্য দর্শনে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রণ-চিকিৎসায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিবেন।

আমরা আয়ুর্ব্বেদে প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সর্ব্বাদৌ ব্রণ-বিষয়ক নানা কথা সংক্ষেপে লিখিতে প্রয়াস পাইব। অকিঞ্চনের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের সম্যক্ আশা করা যায় না। আশা করি কৃতবিদ্য কর্ম্মকুশল চিকিৎসকগণ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর হইবেন। অন্যান্য ভাল কাজের মত এ কাজেও বিঘ্নের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সকলে যত্নপর হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা হইবে না।

ব্রণ—ব্রণশোথ।

বাঙ্গালা ভাষায় যে ব্যাধিকে ঘা বলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ রোগ। অরুস্ প্রভৃতি আরও কয়েকটী ব্রণ-বাচী শব্দ আছে, কিন্তু সে শব্দগুলি সুপ্রচলিত নহে।

চুবাদিগণীয় ব্রণ ধাতুর অর্থ গাত্রবিচূর্ণন। প্রকুপিত দোষ শরীরের একদেশে বা স্থানে স্থানে সংশ্রিত হইয়া ত্বক্ বা তত্তদ্ দেশের ত্বক্, মাংস, সিরা এবং স্নায়ু প্রভৃতি বিচূর্ণন অর্থাৎ বিধ্বংস করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তজ্জন্য এই রোগের নাম ব্রণরোগ।

সুশ্রুতের মতে ব্রণশব্দ বৃ ধাতুমূলক। "বৃণোতি যস্মাদ্রূঢ়েঽপি ব্রণবস্তু ন নশ্যতি। আদেহধারণাৎ তস্মাদ্ ব্রণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—ঘা পুরিয়া শুকাইয়া গেলেও ব্রণবস্তু অর্থাৎ ঘায়ের দাগ দেহ ধারণকাল যাবৎ থাকিয়া যায় এইজন্য ইহার নাম ব্রণরোগ।

ব্রণরোগ দুইপ্রকার। একপ্রকারকে শারীর ব্রণ বলে; অপর প্রকারের নাম সদ্যোব্রণ। আহার বিহারের দোষে, অথবা শরীরে ব্রণারম্ভক দোষ-বীজের সংক্রমণ জন্য প্রকুপিত বায়ু পিত্ত কফ, শরীরের স্থান বিশেষে সংশ্রিত হইলে, অল্লাধিক শোথ পুরঃসর যে ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম শারীর ব্রণ। অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা স্থান বিশেষ ছিন্ন-ভিন্ন-মথিত-পিচ্ছিত হইলে যে ব্রণরোগ জন্মে তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে।

শারীর ব্রণ, শোথপূর্ব্বক ব্যাধি। দেহের কোন বা কোন কোন স্থানে, প্রকুপিত দোষের সংঘাত জন্য শোথ উৎপন্ন হয়। সেই শোথ পাকিয়া স্বয়ং ভিন্ন হইলে অথবা ভেদ করিয়া দিলে ব্রণরোগের আবির্ভাব হয়।

শরীর-ব্রণ জন্মিবার পূর্ব্বে যে শোথ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম ব্রণশোথ। ব্রণ-শোথ—রাগোষ্মতোদস্ফীতি-লক্ষণ। অর্থাৎ শোথযুক্ত স্থানের ত্বগ্‌দেশের বর্ণ বিপর্য্যায় ঘটে; হয় লাল হয়, বা কাল হয় কিম্বা পীত অথবা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে; স্থানটী অল্পাধিক পরিমাণে গরম হইয়া উঠে, নানাপ্রকার তোদ অর্থাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, সন্নিপাতজ এবং আগন্তুজ ভেদে ব্রণ-শোথ ছয় প্রকার। দ্বিদোষজ শোথও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

যে শোথের বর্ণ লাল বা কালো, শোথযুক্ত স্থানে হাত বুলাইলে পরুষ অর্থাৎ খস্‌খসে বোধ হয়, শোথ টিপিলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল খায় এবং টাটানি, শূলানি, দপ্‌দপানি প্রভৃতি যাতনা কখন বোধ হয় কখন বা হয় না, সেই শোথের নাম বাত-শোথ।

যে শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, শোথ-যুক্ত স্থানটী পীত বা লোহিতচ্ছবি ধারণ করে, ব্যাধিত স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে, এবং শোথ টিপিলে কোমল বোধ হয় কিন্তু টোল খায় না, তাহাকে পিত্তশোথ বলে।

কুপিত কফ স্থানসংশ্রয় করিলে কফজ-শোথ উৎপন্ন হয়। কফজ শোথ ধীরে ধীরে বাড়িয়া দীর্ঘকালে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শোথের বর্ণ পাণ্ডু বা শুক্ল এবং চাকৃচিক্য-যুক্ত। কফজশোথ কঠিন হয়, শোথে কণ্ডু প্রভৃতি যাতনা বিদ্যমান থাকে।

রক্তশোথ পিত্তশোথের লক্ষণযুক্ত পরন্তু অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ।

যে শোথে বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ শোথের লক্ষণ দেখা দেয়; সেই শোথকে সন্নি-পাত বা ত্রিদোষজ শোথ বলে।

আহত স্থান ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে আগন্তু শোথবলে। বোলতা, ভীমরুল এবং মৌমাছি প্রভৃতি সবিষ প্রাণীর দংশনে এবং নির্ব্বিষ প্রাণীর নখদন্তপাতেও আগন্তু-শোথ জন্মে। শরীরের কোন স্থানে সবিষ প্রাণী চলিয়া গেলে কি মূত্রত্যাগ করিলে এবং অন্যান্য বাহ্য করণে, আগন্তু শোথের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিকিৎসা প্রকরণে আগন্তু শোথের বিশেষ বিবরণ বলা যাইবে।

শোথ-সমুত্থান অনেক প্রকার রোগ মনুষ্য-শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। গ্রন্থি, অলসী এবং বিদ্রধি প্রভৃতি শোথসমুত্থান ব্যাধি। ব্রণশোথও শোথসমুত্থান রোগ। কিন্তু ব্রণশোথ অপরাপর শোথ-কারণ ব্যাধি হইতে ভিন্ন-লক্ষণ। ব্রণ-শোথ প্রায়শঃ ত্বঙ্মাংসাশ্রয়ী দোষসংঘাত। বিদ্রধি প্রভৃতি, ত্বঙ্মাংস এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ছয় প্রকার ব্রণ-শোথের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে; বিদ্রধি প্রভৃতির লক্ষণ যথাবসরে বলিব।

বল্মীক নামক দুর্জ্জয় রোগ বিশেষও এক প্রকার শোথ-সমুত্থান ব্যাধি। গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে, স্কন্ধদেশে, পৃষ্ঠে, উদরে এবং মস্তকে প্রায়শঃ এই রোগ জন্মে। কদাচিৎ হাতে ও পায়ে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম Curbuncle (কার্ব্বঙ্কল্)। বল্মীক ত্রিদোষজ ব্যাধি।

ত্বগ্‌দেশে এবং ত্বঙ্মাংস-ব্যবচ্ছেদক কলা (Subcutaneous tissue) ভাগে দোষসংশ্রিত হইয়া, বৃত্তাকার বৃহত্তর ব্রণশোথের ন্যায় শোথ উৎপাদন করে। উৎপন্ন শোথ মাংসকোথ বিশিষ্ট (Gangrinous) প্রবৃত্ত শোথ-সমুত্থান ব্যাধির নাম বল্মীক বা কার্ব্বঙ্কল্।

বল্মীকের উপরিতন দেশে একাধিক সমুচ্ছ্রায় উদ্গত হইতেও দেখা যায়। ডাক্তারেরা এই ব্যাধিকে জীবাণু-প্রভব (Bacterial origin) বলেন। বল্মীকের উপরিতন ত্বক্ অপসৃত হইলে একাধিক ছিদ্র (Opening) প্রকাশ পায়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রোগে তোদ, শূল, জ্বালা এবং অন্যান্য যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে, কখন কখন রোগের সঙ্গে জ্বরও প্রকাশ পায়।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকরণে, আমরা ব্রণ-শোথ এবং ব্রণরোগের সিদ্ধফল চিকিৎসা ক্রমে বলিব। দেশীয় ঔষধের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন এবং বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকের উপকারের নিমিত্ত, ধনিজনেরও বহুদিনের ক্লেশভোগ নিবারণার্থ, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা এইস্থানে কার্ব্বাঙ্কল্ রোগের একটী মহৌষধের প্রস্তুতি প্রণালী এবং প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ করিলাম। উপেক্ষা না করিয়া, অবৈজ্ঞানিক না ভাবিয়া, যাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা বহুব্যয়ের, ক্লোরোফরমে অভিভূত হইবার এবং বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া ভুগিবার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

বল্মীকের (কার্ব্বাঙ্কলের) মহৌষধ।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু এবং নালুকা যোগে এই ঔষধটী তৈয়ার করিতে হয়।

অনন্তমূল সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। দ্রব্যটী দুর্লভও নহে। অনেক স্থলে জঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, সহরে, বন্দরেও কিনিতে পাওয়া যায়। যে অনন্ত মূল বেশ টাট্কা আছে—গন্ধ-বর্ণ-রস বিকৃত হয় নাই, সেইরূপ অনন্তমূল কুটি কুটি করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হইবে। সুচূর্ণিত অনন্তমূল পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ গ্রহণকরতঃ স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে।

যষ্টিমধুও সুপরিচিত দ্রব্য। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যে যষ্টিমধুর বর্ণ ও আস্বাদ ঠিক থাকে, পুরাতন হয় নাই, পোকায় ধরে নাই, সেইরূপ যষ্টিমধু গুঁড়া করিয়া পৃথক্ রাখিয়া দিবে।

নালুকাও পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। পশারিরা ইহাকে 'নাল্কো' বলে ; সংস্কৃত নাম নলিকা। কবিরাজ মহাশয়েরা এই দ্রব্য তৈলের মূর্চ্ছাপাকে ব্যবহার করেন। নালুকা দেখিতে দারুচিনির ন্যায়, তবে দারুচিনির চেয়ে নালুকা স্থূল বল্কল। আস্বাদও কতকটা দারুচিনির ন্যায়।

নালুকা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পৃথক্ রাখিবে। তারপর অনন্তমূলের গুঁড়া /০ এক ছটাক, যষ্টিমধু চূর্ণ /০ এক ছটাক এবং নালুকাচূর্ণ /৴০ আধপোয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া উপযুক্ত আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। আবশ্যক হইলে উক্ত পরিমাণের বেশী গুঁড়াও করিয়া লইতে হয়।

প্রয়োজনানুরূপ, ২ আঙ্গুল পুরু, ব্রণক্ষেত্র যুড়িয়া প্রলেপ লাগান যাইতে পারে. এরূপ পরিমাণের ঐ মিশ্রিত চূর্ণ গ্রহণ করিয়া শীতল জলে গুলিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া কার্ব্বাঙ্কলটী আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ বসাইবে। তদুপরি এক খণ্ড কচি কলার পাত দিয়া, যেখানে যেরূপ ব্রণ-বন্ধন করিতে হয়, অর্থাৎ প্রলেপটী স্থান ভ্রষ্ট না হয়, সেইরূপভাবে বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপে দিবসে ৩।৪টী প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপটী শুকাইতে আরম্ভ করিলেই বদলাইয়া দিবে। চারি

পাঁচটী প্রলেপ লাগাইলেই জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। পরদিনেও এই প্রলেপ ঐ ভাবে যোজনা করিবে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিনে কচিৎ তৃতীয় দিবসে, শোথ বসিয়া যায় এবং শোথের উপরিতন শীর্ণত্বক্ উঠিয়া গিয়া ব্রণচ্ছিদ্র প্রকাশ পায়। ব্রণচ্ছিদ্র প্রকটিত হইলেও তদুপরি প্রলেপ যোজনা করিবে। ক্রমশঃ শোথ লীন হইতে থাকিবে এবং ছিদ্র সকল দিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইবে। *এই সময় নিমের পাতা দিয়া সিদ্ধ করা জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। ক্ষতবিশুদ্ধ হইলে নিমের পাতা দিয়া গব্যঘৃত পাক করিয়া লাগাইলে অচিরে ঘা শুকাইয়া যাইবে।

যে কোন ব্রণশোথে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ
ও
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদ, আট ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গের নাম—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ণ ও বাজীকরণ তন্ত্র।

প্রাচীনভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা ও উন্নতি।

আয়ুর্ব্বেদের এই অষ্টাঙ্গ বিভাগ কেবল পুঁথিগত নহে। আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম মাত্রেই অবগত আছেন, প্রাচীন ভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদর প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া বহু আলোচনা, বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ ও নানা পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। শল্যতন্ত্রবিদ্‌গণ, যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা যে সকল উৎকট ব্যাধির প্রতীকার করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া, আধুনিক সার্জ্জেনগণ ও বিস্মিত হইতেছেন। শালাক্য তন্ত্রবিদ্‌গণ, চক্ষুকর্ণাদি রোগ চিকিৎসায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, সুশ্রুত সংহিতা পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস পাওয়া যায়। কৌমার-ভৃত্য অর্থাৎ শিশুর পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে এদেশে বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমরা অদ্যাপি আয়ুর্গ্রন্থে পর্ব্বতক, জীবক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিশু চিকিৎসকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। অগদতন্ত্র অর্থাৎ বিষচিকিৎসার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ অধুনা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমরা সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থান পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, সর্প, শৃগাল, মুষিক ও বিবিধ কীটাদির সংখ্যা, জাতি-বিভাগ, দষ্টলক্ষণ ও বিষবেগ বিষয়ক বিবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। সর্পদেহে বিষের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য, বিষধর ও নির্বিষ সর্পের বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করা হইত। সর্পাদি বিষের সফল চিকিৎসা ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রসায়ণ ও বাজীকরণ চিকিৎসা-

বিস্তার প্রভাবে ভারতবাসিগণ অকাল জরার আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া, অমিত বল ও সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া ছিলেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অনালোচনা ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অবনতি।

গ্রন্থলোপ, সদ্গুরুর অভাব, অনুৎসাহ, পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অন্যান্য কারণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনায় বিঘ্ন ঘটিলে, ক্রমশঃ যোগ্য চিকিৎসকের অভাব হইতে লাগিল। জীবের পরম হিতকারী, আচার্য্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, অবশেষে শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। পরিতাপের বিষয়—কুশাগ্রধী, জিতহস্ত, ধন্বন্তরিশিষ্যগণ যে ব্রণপাটনাদি কর্ম্ম সযত্নে নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা অনভিজ্ঞ ক্ষৌরকারগণের কুলাগত কর্ম্ম হইল। শাস্ত্রদর্শী সুশ্রুত-সতীর্থগণের বিশেষ যত্নানুষ্ঠিত মূঢ়গর্ভ-শল্যোদ্ধরণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বিবিধ-বিচিত্রভাবে স্থিত শিশুর বহিষ্করণ কার্য্য, শাস্ত্রবহিষ্কৃত নীচ জাতীয় অবলাজনের অবলম্বনীয় হইল। আচার্য্য পর্ব্বতক, জীবকের সম্পাদিত শিশু চিকিৎসা মূর্খ "ছেলের রোজার" হস্তে সমর্পণ করা হইল। অগদতন্ত্রবিদ্ গণের অনুষ্ঠিত বিষ চিকিৎসার ভার অজ্ঞানান্ধ "মালবৈদ্যের" হাতে গেল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভারতে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অধুনা যুক্তি তর্কদ্বারাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে!

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনার আবশ্যকতা।

যে আয়ুর্ব্বেদ কতকাল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আমাদের দোষেই অজ্ঞলোকের হাতে পড়িয়া তাহা অধুনা বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের এই দুর্দ্দশা কখনই আমরা উপেক্ষা করিতে পারিনা। পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা না থাকায়, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসগণ বিড়ম্বিত ও অবজ্ঞাত হইতেছেন। ইহাও কদাপি স্পৃহণীয় নহে। অতএব অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের আধুনিক অধ্যাপনা-প্রণালী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অধুনা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইতেছেনা। এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কেবল মাত্র কায়-চিকিৎসার অধ্যাপনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাও সম্যক্ উপদিষ্ট হয় না। যে দ্রব্য-পরিচয় চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাযথ ভাবে শিক্ষা না দেওয়ায়, অজ্ঞ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যে বস্তিকর্ম্ম কায়চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, আধুনিক কবিরাজগণ তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ না করায় তাঁহাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। শিক্ষার অভাবেই ধন্বন্তরি-শিষ্যসন্ততি শস্ত্রচিকিৎসায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। সদ্গুরুর অভাবে নাড়ীজ্ঞান ক্রমে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং

কায়চিকিৎসকেরও যোগ্যতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনার জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা।

আয়ুর্ব্বেদ কাব্যশাস্ত্র নহে—চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহার অধ্যাপনা প্রণালী প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক ও যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক হওয়া উচিত। পূর্ব্বে এদেশে ঐভাবেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইত। কি আত্রেয় সম্প্রদায়, কি ধন্বন্তরীয় সম্প্রদায় উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থী, শাস্ত্রোক্ত বিষয় যদি "হাতে হেতেড়ে" না করিয়া কেবলই পুঁথিগত বিদ্যায় তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে চিকিৎসা করিবার যোগ্য নহে। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি—মনে করুন, ছাত্র দ্রব্য-গুণ পড়িতেছে। সে সেই দ্রব্যটীর শাস্ত্রোক্ত রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাব প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব বেশ আয়ত্ত করিল, কিন্তু দ্রব্যটী চক্ষে দেখিল না—চিনিল না। বলুন দেখি এজ্ঞান তাহার কি কাজে লাগিবে? এইরূপ শারীরস্থানের শাস্ত্রীয় উপদেশ যদি নরশরীরে দর্শন না করাইয়া, কেবল পুঁথিগত বিষয়ের মৌখিক শিক্ষা হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা কি ছাত্রের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে? না তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান জন্মিবে? আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার এই কুপ্রণালীর জন্যই সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইতেছে, সুতরাং সাম্প্রদায়িক অবনতি ঘটিতেছে। নচেৎ দেশে বুদ্ধিমান্ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর কিছু অভাব নাই। অধ্যাপনাগত এই সকল অনর্থপরম্পরা দূর করিবার জন্য, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা শ্যামবাজারের অন্তর্গত ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের ২৯ সংখ্যক ভবনে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিভাগ।

দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় সুচিকিৎসকের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে সংস্কৃত-ভাষার তাদৃশী চর্চ্চা নাই; সুতরাং অনেকে সামান্য সংস্কৃত জ্ঞান লাভ করিয়া বা সংস্কৃত না জানিয়াই, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে আসেন। দেশের অবস্থানুসারে অল্পশিক্ষিত ও সংস্কৃত অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণকে প্রত্যাখ্যান করাও এখন চলেনা; সুতরাং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ পৃথক্ করিতে হইয়াছে। অধ্যাপনার বিষয় উভয় বিভাগেই এক, কেবল ভাষায় পার্থক্য। সংস্কৃত বিভাগে তাবৎ বিষয় সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালা বিভাগে যাবতীয় বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রেরা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য হয়েন ইহাই আমাদের অধিকতর স্পৃহনীয়, এজন্য ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য একটী পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে। ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ এই বিভাগের অধ্যাপনা করিবেন। ছাত্রগণ এই বিভাগ হইতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া পশ্চাৎ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বিষয়ক স্থূল বিবরণ—

(ক) **রসনশালায়** - ঔষধ নির্ম্মাণের বিবিধ যন্ত্র পাত্রাদি।

(খ) ভেষজ পরিচয়াগারে—৫০০ শতাধিক বণিক্ দ্রব্য, বিবিধ ধাতূপধাতু এবং ২০০ শতাধিক সজীব উদ্ভিদ্।

(গ) যন্ত্রশস্ত্রাগারে—শস্ত্রকর্ম্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র।

(ঘ) বিকৃত শারীর-দ্রব্য-সম্ভারে—পীড়া বিশেষে বিকৃতি প্রাপ্ত নর-শরীরের আশয়াদি।

(ঙ) গবেষণামন্দিরে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান ও পরীক্ষার জন্য নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) শারীরপরিচয়াগারে—নরকঙ্কাল, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরঞ্জিত চিত্র ও মৃত্তিকা-রচিত, রঞ্জিত আশয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কবীন্দ্র।
" " যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।
" " সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি, এ, এল্, এম্, এস্।
" " বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।
" " সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি-বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ রসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল অধীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা (তদ্বিষয়সম্ভাষা [পাঠ চাওয়া] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক মৃতশরীরপরীক্ষা সহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, প্রসূতি-তন্ত্র, (ধাত্রীবিদ্যা), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কৌমারভৃত্য। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তদ্বিষয়সম্ভাষা, ব্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বস্থ-তত্ত্ব, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের ব্যুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম-পরীক্ষা।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশ মাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্যশালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধ-বৈদ্যোপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫। মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০। শার্ঙ্গধর ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্ট ১৫। রাজনিঘণ্ট ১৬। বনৌষধি-দর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষা-প্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

মুদ্রিত, অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ-সংগ্রহ—গ্রন্থাগার।

মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণের প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধন্বন্তুরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপর এক সুশ্রুতসংহিতারই কত ভাষ্য, টিপ্পনী টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নামমাত্র আমরা শ্রুত আছি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত নিঘণ্টু, "দ্রব্যচিহ্নের" মত কত দ্রব্য পরিচায়ক গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সূদশাস্ত্র, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মদিরাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত যে ধাতু-মণি রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অদ্যাপি বৈদ্যক গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষব্যাপী, কোন আন্তরিক প্রযত্ন অনুষ্ঠিত হয় নাই! দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টার পূর্ব্বে কে জানিত বাঙ্গালা ভাষায় এত বিচিত্র গ্রন্থরাশি আছে? সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা হইবে এবং প্রাপ্ত গ্রন্থ বা তৎপ্রতি-লিপি সংগ্রহ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। একার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থের ও প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন। আশা করি আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিগণ গ্রন্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও পরামর্শ দানে বাধিত করিবেন।

বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকা।

যোদ্ধার যেমন অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তদ্রূপ দ্রব্য-যোজনা-কুশল হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার, দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক পরীক্ষা সাপেক্ষ। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক, সুতরাং বৈদ্যকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, মহার্ঘ ভৈষজ্য-রত্নে পরিপূর্ণ। অন্য কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এরূপ ভৈষজ্য-সম্পদের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দেশীয় ঔষধের গুণে, কত অনভিজ্ঞ লোকও কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেছে, ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন কত মহোপকারী দ্রব্য হারাইতেছি। চরক সুশ্রুতোক্ত সন্দিগ্ধ বা অপরিচিত দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভাব-

প্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাডুমুরকে ত্রায়মাণা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাষ্ঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। আজকাল কৃষি-কার্য্যের বিস্তার হেতু, বৃক্ষ গুল্মাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপরিচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব দ্রব্যের লোপাপত্তি নিরাশার্থ বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠা নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্য ও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের সহিত জীবনসংগ্রামে তাহারা হীন-বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল হীনবীর্য্য ওষধি উদ্যানে সযত্ন-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ব্ব-বীর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ্ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তত্তৎ দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে রক্ষাপূর্ব্বক ভৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা, বহু ব্যয় ও আয়াস-সাধ্য। আশা করি আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী সহৃদয়-গণ আয়ুর্ব্বেদের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে আমাদের সহায় হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যেমন সুচিকিৎসকের প্রয়োজন, লোকো-পকার, সুশিক্ষা ও চিকিৎসার প্রসারের জন্য তদ্রূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও আতুরালয় (In-door Hospital) আবশ্যক। এই কলিকাতা মহানগরীতে কার্য্যোপলক্ষ্যে কত দেশের লোক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ও অল্প নহে। যে কএকটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় আছে, লোক সংখ্যার তুলনায় সে গুলি কোন মতেই প্রচুর নহে। বিশেষতঃ ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি সহরের দক্ষিণ ভাগেই প্রতিষ্ঠিত; অতএব সহরের উত্তরাংশের লোকের উপকারার্থ ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে, বিগত ২৭ মাঘ হইতে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃ ৮৷৷০—১০৷৷ পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল, সমাগত রোগিগণের, যোগ্য চিকিৎসক কর্তৃক রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক ঔষধ বিতরিত হইতেছে এবং আতুরালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যোগ-দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি।
,, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
,, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
,, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
,, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।
,, মহারাজা রণজিৎ সিং (নসীপুর)।
,, জষ্টিস্ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
,, রাজা হৃষীকেশ লাহা।
,, রাজা বাসুদেব (কলেঙ্গড, মালাবার)
,, গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা)
,, বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
,, পি, সি, লাল জমিদার (পূর্ণিয়া)।
,, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর)

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর)
,, হেমেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল,
,, মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } জমিদার
,, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } (নিমতিতা)
,, রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
,, রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা।
,, অনরেবল মহেন্দ্রনাথ রায় সি, আই, ই,
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল
,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল
,, অনরেবল নিশিকান্ত সেন রায়বাহাদুর
,, সি, আর, দাস ব্যর-এট্-ল
,, এন্, সি, সেন বার-এট্ ল
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি, এল
,, এস্. কে, অগস্তি এম, এ, আর, পি,এস,
,, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি এল জমিদার (টাকী)
নবাব সিরাজ-উল্-ঈশলাম।
আমীন্ উল্ ঈশলাম খাঁ বাহাদুর
অনঃ ফজলুল্ হক এম, এ, বি, এল,
নুর উদ্দীন আহাম্মদ এম, এ, বি, এল।
অধ্যাপক আবদুল হাকিম।
শ্রীযুক্ত ডাঃ অমিয়মাধব মল্লিক এম, বি,
,, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,
,, ডাঃ সার কৈলাসচন্দ্র বসু
ডাঃ ই, হেরল্ড ব্রাউন্ এম, ডি, এম, আর, সি, পি, লেঃ কর্ণাল, আই, এম, এস, (রিঃ)
ডাঃ আর, এল, দত্ত লেঃ কর্ণাল, আই, এম, এস, (রিঃ)
ডব্লিউ, সি, গ্রেহাম্ বারএট্-ল।
,, পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
,, ,, যাদবেশ্বর তর্করত্ন
,, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন।
,, কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন
,, ,, শ্যামাদাস বাচস্পতি
,, ,, নগেন্দ্রনাথ সেন
,, ,, কালীশচন্দ্র সেন
,, ,, অমৃতলাল গুপ্ত
,, ,, হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ
,, ,, অধ্যাপক লাহোর আঃ কালেজ
,, ,, সারদাকান্ত সেন (ভূতপূর্ব্ব নেপাল রাজবৈদ্য)
,, ,, হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন
,, ,, বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন
,, ,, কালীভূষণ সেন
,, ,, যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন
,, ,, অমুতোষ সেন কবিরত্ন
,, ,, অশ্বিনীকুমার সেন কবিরঞ্জন
,, ,, নিশিভূষণ রায় কবিরঞ্জন
,, ,, রাধাকিশোর সেন
,, ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন
,, ,, গিরীন্দ্রনাথ কবিভূষণ
,, ,, শরচন্দ্র সেন ব্যাকরণতীর্থ
,, ,, সতীশরঞ্জন দাসগুপ্ত
,, ,, করুণাকুমার সেন ভিষক্‌রত্ন
,, ,, আদিত্য নারায়ণ সেন
শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ,
,, ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ,
,, হরিহর বিদ্যারত্ন এম, এ,
,, কেশবলাল গুপ্ত বি, এল,
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ,
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী
,, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র
,, ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়
,, ডাঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
,, ডাঃ নলিনীরঞ্জন গুপ্ত এম, ডি,
,, ডাঃ শিবচন্দ্র মল্লিক
,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল,
,, সত্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়
,, হিরণ্ময় রায়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,
,, গিরিজানাথ রায় চৌধুরি
,, শৈলজানাথ রায় চৌধুরি
,, যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি
(জমিদার সাতক্ষীরা)
,, লক্ষণচন্দ্র রায়
,, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার
,, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
,, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী)
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(ক্রমশঃ)

উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষ লক্ষণ ও চিকিৎসা।

মাধবনিদান পাঠ করিয়া যাঁহারা মনে করেন আয়ুর্ব্বেদে ক্ষেপা কুকুর শৃগালে কাম ড়ানর লক্ষণ ও অরিষ্ট বর্ণিত হয় নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য প্রথমেই আমরা সুশ্রুত-সংহিতার কল্পস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"শৃগালশ্বতরক্ষ্বৃক্ষ-ব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ।
তদা প্রস্রস্তলাঙ্গূলহনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।
অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্য মভিধাবতি।
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু।
সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্।
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ।
(১) যেন চাপি ভবেদ্ দষ্টস্তস্য চেষ্টাং কুর্ত্তং নরঃ।
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি।
(২) দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টশ্চ তদ্রূপং যদি পশ্যতি।
অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
(৩)ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোঽভীক্ষ্ণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাপি বা জলম্
জলত্রাসন্তু বিদ্যাত্তং রিষ্টং তমপি কীর্ত্তিতম্।
অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।"

শৃগাল, কুকুর, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ও ব্যাঘ্রের শরীরস্থিত বায়ু, শ্লেষ্মার দ্বারা দুষ্ট হইয়া, শরীরের জ্ঞানবহা নাড়ী আশ্রয় করিলে উহারা উন্মত্ত হইয়া থাকে। ইহারা উন্মত্ত হইলে, লাঙ্গুল সোজা, মুখ লম্বা এবং ঘাড় বড় দেখায়। মুখ হইতে অতিরিক্ত লালাস্রাব হয়। তখন ইহারা কর্ণে শুনিতে ও চক্ষুতে দেখিতে পায় না। উন্মত্ত হইলে শৃগালাদি আর পরস্পর সম্প্রীতিপূর্ব্বক বাস করে না। তখন তাহারা একে অন্যকে আক্রমণ করে এবং মনুষ্যাদিকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। উন্মত্ত শৃগালাদির শরীরে বিষ সঞ্চার হয়। তখন ইহারা যাহাকে দংশন করে তাহার শরীরেও বিষ সঞ্চার হয়। দষ্টস্থানে

স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগাল বা কুকুরাদি যাহাকে দংশন করে সে যদি শৃগাল বা কুকুরাদির মত ডাকে, কিম্বা উহাদের স্বভাব অনুকরণ করে, তাহা হইলে তাহার আর আরোগ্যের আশা নাই—সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে জন্তু কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, রোগী যদি জলে কিম্বা আর্শিতে সেই জন্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা নাই জানিবে। রোগী কেবল জল দেখিয়া বা জলের নাম মাত্র শুনিয়াই যদি বিনা কারণে ভয় পায়, তাহা হইলে তাহার এই জলত্রাস অরিষ্ট (মরণজ্ঞাপক লক্ষণ) বলিয়া বুঝিতে হইবে। অল্পমাত্র দংশন করিলেও যদি জল দেখিলে ভয় পায়, তাহা হইলে সেই বিষদোষও নিবৃত্তি পায় না।

আমরা সুশ্রুতের উক্তির স্থূল অর্থ করিলাম। এস্থলে বক্তব্য এই যে উপরি লিখিত দষ্টশব্দের অর্থ কেবল দন্তদ্বারা দংশন নহে নখাঘাতও বুঝিতে হইবে।* আমরা প্রত্যক্ষ করিযাছি যে ক্ষিপ্ত কুকুরের সামান্য নখাঘাতেও কাহার কাহার জল ত্রাস প্রকাশ পাইয়া, মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের কোন চিকিৎসক বন্ধুর প্রত্যক্ষীকৃত একটী রোগীর বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি—"রোগী দেখিতে গেলাম, রোগের ইতিহাস এই—রোগীর বয়স ২৩।২৪ বৎসর, স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, রীতিমত কাজ কর্ম্ম করিতে ছিলেন। আজ হঠাৎ কয়েকবার মূর্চ্ছা (ফিট্) হইয়াছে। আমি রোগীর নিকট থাকিতে থাকিতেই মুখের খিচুনি ও ফিট্ হইল। শীতল জল প্রচুর পরিমাণে মাথায় দিতে দিতে মোহ ভাঙ্গিল। রোগী জ্ঞান পাইয়াই বলিল "জল দিবেন না জল দিবেন না" আমি বলিলাম "কেন শীত করে কি? রোগী বলিল 'না" "না"। তারপর আমি বলিলাম এতবার ফিট্ হওয়ায় তোমার খুব ক্লান্তি হইয়াছে - জল খাবে কি? রোগী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে না না বলিল। ক্ষুধা পায় না? কিছু খাবে না? রোগী বলিল তা খেতে পারি। খাবার আসিল, রোগী খাইলও মন্দ নয়, কিন্তু জল খাইতে চায় না। জলের উপর মহাবিরক্ত। পানীয় জল আনিবা মাত্র মহাবিরক্তি সহকারে উত্তেজিত ভাবে বারম্বার বলিল—"জল চাহি না" "জল লইয়া যাও"। তখন আমার সন্দেহ হইল। আমি আরও নিশ্চয় বুঝিবার জন্য গোপনে চাকরকে বলিলাম এক বাল্‌তি জল আনিয়া এই ঘরে রাখ। জল আনিল - রোগী জল দেখিয়াই মহাত্রস্ত ভাবে "জল লইয়া যাও" "জল লইয়া যাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন দিন তোমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল কি? রোগীর তখন বেশী জ্ঞান রহিয়াছে—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আমার বাড়ীতে কয়েকটী কুকুর আছে। ২।২½ মাস পূর্ব্বে আমি একদিন বাইসাইকেলে চড়িয়া বাহিরে যাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর কুকুরগুলির মধ্যে একটী কুকুর আমার পিছু পিছু

---

* কল্পস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে প্রকৃতিস্থ কুকুরাদির নখদন্তকৃত ক্ষতের চিকিৎসায় সুশ্রুত যখন বলিয়াছেন—

"নখদন্তক্ষতং ব্যালৈ র্যৎ কৃতং তদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সিঞ্চেৎ তৈলেন কোষ্ণেণ তে হি বাতপ্রকোপজাঃ॥

তখন উন্মত্তের নখক্ষতে যে বিষসঞ্চার হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

আসিতে লাগিল এবং নিষেধ করিলেও বারম্বার লাফাইয়া লাফাইয়া আমার পা ধরিতেছিল—এরূপ তো কখন করে না। আমি বারম্বার তাড়া করায় শেষে ঘরে ফিরিয়া গেল, কিন্তু তার নখ আমার পায়ে মোজা ফুটিয়া একটুকু লাগিয়াছিল—অতি সামান্য আঁচড় গিয়াছিল, কিছুমাত্র রক্ত পড়ে নাই—অতি সামান্য আঁচড়। তাহা আমি গ্রাহ্যই করি নাই—কোন দিন এ কথা ভাবিও নাই। আজ আপনি জিজ্ঞাসা করায় মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই কুকুরটী কোথায়? রোগী বলিল—তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল, কিছু না খাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া আঁচড়ানর একমাসের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। আবার সেই মুখমণ্ডলের আক্ষেপের সহিত ফিট্ হইল। আমি গৃহস্থকে বলিলাম রোগীর জল-ত্রাস (হাইড্রোফোবিয়া) হইয়াছে। রোগ কঠিন—আপনারা অন্য কোন চিকিৎসককে দেখাইতে পারেন। পরে শুনিলাম অনেক সাহেব ডাক্তার আসিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই রাত্রিতেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।"

এই বাস্তব ব্যাপার হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটী তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি।

(১) উন্মত্ত কুকুরের বিষ অতি গুপ্তভাবে কিয়ৎকাল শরীরে অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞানাশ জন্মাই প্রাণবিনাশ করিতে পারে।

(২) অতি ঈষৎ দষ্ট হইলেও জলত্রাস জন্মিতে পারে এবং জলত্রাস প্রকাশ পাইলে মরণ নিশ্চিত।

প্রথমোক্ত তত্ত্বটী অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্রে কেন কাব্যে পর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বণ কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে সারাদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

অত্রার্থে তন্ত্রান্তরম্—"ব্যাধিতৈর্শ্বাদিনা দষ্টস্য শ্লেষ্মা প্রকুপিতঃ সংজ্ঞাবাহিনীধমনী রন্ধ্রপ্রবিশ্য সংজ্ঞানাশ মাপাদয়তি সদ্যঃ কালান্তরাদ্বা ইতি বিশেষঃ। ততোনরঃ স্পৃষ্ট্বা, দৃষ্ট্বা, শ্রুত্বা জলাৎ ত্রস্যতি। তস্যাপি তদরিষ্টং জানীয়াৎ" (সুশ্রুত টীকা—কল্পস্থান ৬ অঃ ৯০২ পৃঃ জীবানন্দের সংস্করণ)।

ডল্বণোক্তির মর্ম্ম এই—রোগগ্রস্ত কুক্কুরাদি প্রাণিকর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া সংজ্ঞাবাহিণী ধমনীগণের ভিতর প্রবেশ করিয়া দষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞানাশ (মোহ বা মূর্চ্ছা) জন্মাইয়া থাকে। এই সংজ্ঞানাশ, দংশন মাত্রেই কিম্বা কিছুকাল পরেও জন্মিতে পারে। কুক্কুরাদির বিষের এই বিশেষত্ব। ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কথা। কাব্যেও দেখি—সীতা রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র লঙ্কায় সীতা চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন; কিন্তু তথাপি অযোধ্যার প্রজারা, সীতাচরিত্রের প্রতি পরগৃহবাস-দূষণোপলক্ষ্যে কটাক্ষ করিলে, মহাকবি ভবভূতি দীর্ঘকাল পরে পুনর্নবীভূত এই সীতাচরিত্রগত দূষণকে উন্মত্ত কুক্কুরের বিষের সহিত তুলনা করিয়াছেন *।

দ্বিতীয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বক্তব্য—যে রোগের যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর মরণ হইতে দেখা যায়, সেই লক্ষণকে

---

* হাহা ধিক্‌পরগৃহবাসদূষণংযদ্
বৈদেহ্যাঃ প্রশমিতমদ্ভুতৈরুপায়ৈঃ
এতত্তৎ পুনরপি দৈবদুর্ব্বিপাকা-
দালর্কবিষমিব সর্ব্বতঃ প্রসৃপ্তম্ (উঃ চঃ ১মঃ অঙ্কঃ)

সেই রোগের অরিষ্ট লক্ষণ বলে। সুশ্রুত, উন্মত্ত কুকুরাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির যে তিনটী অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন আমরা উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে তাহাতে একাদিক্রমে অঙ্কপাত করিয়াছি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিতেছি। কুকুর শৃগালে কামড়াইলে প্রথম অরিষ্ট লক্ষণ—যে প্রাণি কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছে দষ্ট ব্যক্তি তাহার তুল্য আচরণ ও শব্দ করিবে অর্থাৎ কুকুরে কামড়াইলে কুকুরের মত ডাকিবে, কুকুরের মত চলিবে, কুকুরের মত কামড়াইতে যাইবে, ক্লান্ত হইলে কুকুরের মত জিহ্বা বাহির করিয়া ঘন ঘন শ্বাস লইবে ইত্যাদি। দ্বিতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—রোগী জলে বা আয়নাতে দংশনকারী প্রাণীর মূর্ত্তি দেখিবে। তৃতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—জল দেখিয়া কিম্বা জলের নাম শুনিয়াই ভয় পাইবে, ইহার নাম জলত্রাস। এই তিনটী অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া, মহামতি সুশ্রুত বলিতেছেন—

"অদষ্টোঽপি জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।"

এখানে ঈষদর্থে নঞ্ অর্থাৎ অদষ্ট পদের অর্থ অল্প দষ্ট—ঈষৎ দষ্ট। ঈষৎ দংশন করিলেও যদি দষ্ট ব্যক্তি জল দেখিয়া ভয় পায় তাহা হইলে তাহার বিষদোষ কদাপি আরাম হইবে না—মরণ নিশ্চিত জানিবে। এখন সুশ্রুতোক্তির সহিত উপরি লিখিত বাস্তব ঘটনা মিলাইয়া দেখুন।

চিকিৎসা।

"বিস্রাব্য দংশং তৈর্দষ্টং সর্পিষা পরিদাহিতম্।
প্রতিহ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ।
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছোধবিরেচনম্"।

(সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ)

উন্মত্ত কুকুরাদি কামড়াইবমাত্র যে স্থানে দংশন করিয়াছে সেই স্থানের উপরিভাগ হইতে দংশন স্থান পর্য্যন্ত টিপিতে টিপিতে যত পারা যায় রক্তস্রাব করাইয়া পরে অত্যুষ্ণ গব্যঘৃতে তুলা ভিজাইয়া দষ্ট স্থানের উপরি স্থাপন করিবে। ইহাতে ঐ স্থান দগ্ধ হইয়া বিষাবশেষ নষ্ট হইবে। অতঃপর সুশ্রুত সংহিতার কল্প স্থানের ৭ম অধ্যায়োক্ত "মহা সুগন্ধি অগদ" রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ যে অঙ্গে দংশন করিয়াছে তদঙ্গে লেপন করিবে। রোগীকে অন্ততঃ দশ বৎসরের পুরাণ গব্যঘৃত ১ তোলা পান করাইবে। অপরাজিতার মূলের রসে আকন্দের আঠা ২।১ ফোঁটা মিশাইয়া নস্য করাইবে। সেবন জন্য, সুশ্রুত নিম্নলিখিত কয়েকটী যোগের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তুরকাযুতাম্।
(২) "পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়োগুড়ঃ।
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ।"
(৩) "মূলস্য শরপুঙ্খায়াঃ কর্ষং ধুস্তুরকার্দ্ধিকম্।
তণ্ডুলোদকমাদায় পেষয়ে তণ্ডুলৈঃ সহ।
উন্মত্তকস্য পত্রৈস্তু সংবেষ্ট্যাপূপকং পচেৎ।
খাদেদোষধকালে তদলর্ক-বিষদূষিতঃ।"

(সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ)

(১) "কনকোড়ুম্বর ফলমিব
তণ্ডুলজলপিষ্টং শীতমপহরতি"।
(২) "কনকদলদ্রবঘৃতগুড়দুগ্ধপলৈকং
শুনাং গরলম্"।

(চক্রসংগ্রহ—বিষ চিঃ)

সুশ্রুতে ও চক্রদত্তে মাত্রার উল্লেখ নাই; অতএব আমরা বৃদ্ধবৈদ্য সম্মত পূর্ণবয়স্কের মাত্রার উল্লেখ করিতেছি।

(১) কাঁচা শ্বেতপুনর্নবামূল ১ তোলা, ধুতুরার কাঁচা মূল এক তোলা লইয়া

গব্যদুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে হইবে।

(২) তিলবাটা ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, আকন্দের আঠা ৬ রতি, আকের গুড় ২ তোলা মিশাইয়া সেব্য।

(৩) শরপুঙ্খার কাঁচা মূল ২ তোলা ধুতুরার কাঁচা মূল এক তোলা, আতপ চাউল ২ তোলা. নূতন আতপ চাউলের চেলোনির সহিত পিষিয়া যতগুলি পত্র আবৃত করিবার জন্য প্রয়োজন ততগুলি ধুতুরার পত্রে পিঠা প্রস্তুত করিয়া সেব্য।

(১) যজ্ঞডুমুরের পুষ্ট ফল ২টী কনক ধুতুরার পরিপুষ্ট বীজ ১৬টী একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

(২) ধুতুরা পাতার রস ২ তোলা, উত্তম গব্যঘৃত ২ তোলা, আকের গুড় ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ ২ তোলা—একত্র সেব্য।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া চিকিৎসার প্রণালী দেখাইলাম, অতঃপর চিকিৎসা প্রণালীর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

সুশ্রুতোক্ত ঔষধ তিনটী এবং চক্রোক্ত ঔষধ ২ টীকে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও তৃতীয় ঔষধে এবং চক্রোক্ত দুইটী ঔষধেই অধিক মাত্রায় ধুতুরা আছে। ধুতুরার একটী নাম "উন্মত্ত" এবং দ্রব্যগুণ-বেত্তারা সকলেই একবাক্যে অধিক মাত্রায় সেবিত ধুতুরার মূল, পত্র ও বীজের মত্ততা, ভ্রম ও মূর্চ্ছাকারিতা গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আর সুশ্রুতোক্ত দ্বিতীয় ঔষধে যে সমস্ত দ্রব্য রহিয়াছে সকলই বিরেচক, কেবল আকন্দের আঠা বামক ও বিরেচক উভয়ই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও তৃতীয় যোগ এবং চক্রোক্ত ২টী যোগ সংজ্ঞা নাশ ও উন্মত্ততা জন্মাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইছি যে উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষ, দষ্ট-ব্যক্তির শরীরে থাকিয়া শীঘ্র বা কালান্তরে সংজ্ঞানাশ করিয়া থাকে। যাহা বিষের কার্য্য, ঔষধের দ্বারা তাহা উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি? একথা বুঝিতে গেলে সুশ্রুত-কথিত উন্মত্ত কুক্কুরাদি বিষ চিকিৎসার মূল-সূত্র বুঝিতে হইবে। সুশ্রুত উপদেশ দিয়াছেন—

"কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষং যস্য ন স জীবতি মানবঃ।
তস্মাৎ প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি॥
(সুশ্রুত কল্প ৬ অঃ)

ইহার অর্থ—এই কুকুরের বিষ দষ্ট-ব্যক্তির দেহে স্বয়ং প্রকুপিত হইবার পূর্ব্বেই ঔষধ দ্বারা সেই গুপ্ত বিষের প্রকোপ জন্মাইবে। কেন না, বিষ স্বয়ং কুপিত হইলে রোগী বাঁচে না। অতএব শাস্ত্রকার, অতিরিক্ত মাত্রায় ধুতুরা সেবন করাইয়া, বিষ স্বয়ং কুপিত হইয়া যাহা করিত, ঔষধ দ্বারা তাহাই করাইতে বলিলেন। ঈষৎ দষ্ট হইলে, সাধারণতঃ জল-ত্রাসের লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের উল্লিখিত রোগীর মত, লোকে কোন চিকিৎসাই করায় না—উপেক্ষা করে। পরে বিষ যখন স্বয়ং কুপিত হইয়া মূর্চ্ছা ও জলত্রাস জন্মাইয়া থাকে তখনই চিকিৎসা করান হয়, সুতরাং আধুনিক চিকিৎসকগণ জলত্রাসকে (হাইড্রোফোবিয়া) যে অসাধ্য বলিয়া জানেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি সুশ্রুতের উপদেশানুসারে বিষ প্রকোপের লক্ষণ মূর্চ্ছাদি প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, বিষ-প্রকোপকারী উপরি লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। (ক্রমশঃ)

সূচী।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়া গ্রন্থাগারের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন—

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—(১) সুশ্রুত-সংহিতা (২) চরকসংহিতা (৩) আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (৪) মাধবনিদান (সটীক সানুবাদ) (৫) চক্রদত্ত (৬) রসেন্দ্রসার সংগ্রহ (৭) অষ্টাঙ্গহৃদয় (সটীক) (৮) দ্রব্যগুণ (৯) পাচন সংগ্রহ (১০) শার্ঙ্গধর।

২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—(১) যোগবল (আশ্বিন-শ্রাবণ) (২) প্রাচ্য বিজ্ঞান (৩) আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (৫খণ্ড) (৪) দ্রব্যগুণ পরিচয় (৫) পথ্যাপথ্য শিক্ষা (৬) অনুপান দর্পণ।

৩। স্বর্গীয় হরলাল গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত ও তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত পুস্তক—(১) আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্রিকা (২) ভৈষজ্য-রত্নাবলী (৩) পরিভাষা প্রদীপ (৪) পাচন সংগ্রহ (৫) আয়ুর্ব্বেদ ভাষাভিধান (৬) নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা (৭) সিদ্ধ মুষ্টিযোগ।

৪। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—(১) গোধন।

(ক্রমশঃ)

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। ১৫ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই	কলম	৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক	,,	৪॥০
,,	সিকি ,,	,,	আধ	,,	২৷৹
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি	,,	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক, ১৩২৩
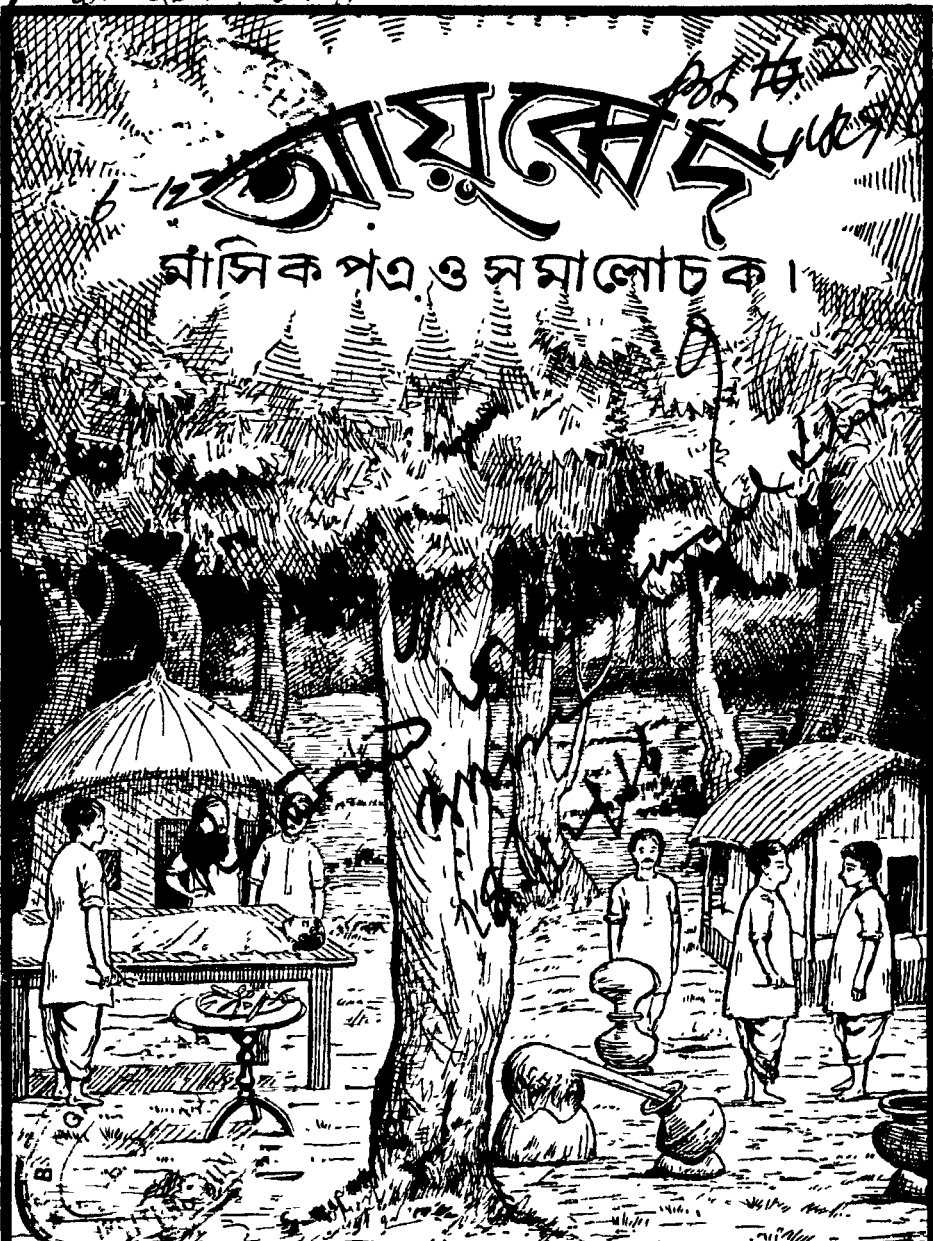
আয়ুর্ব্বেদ
মাসিক পত্র ও সমালোচক।
সম্পাদক—
কবিরাজ-শ্রীবিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ
„ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন-
এম.এ, এম.বি।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা, মাশুল।/০
প্রতি সংখ্যার মূল্য।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
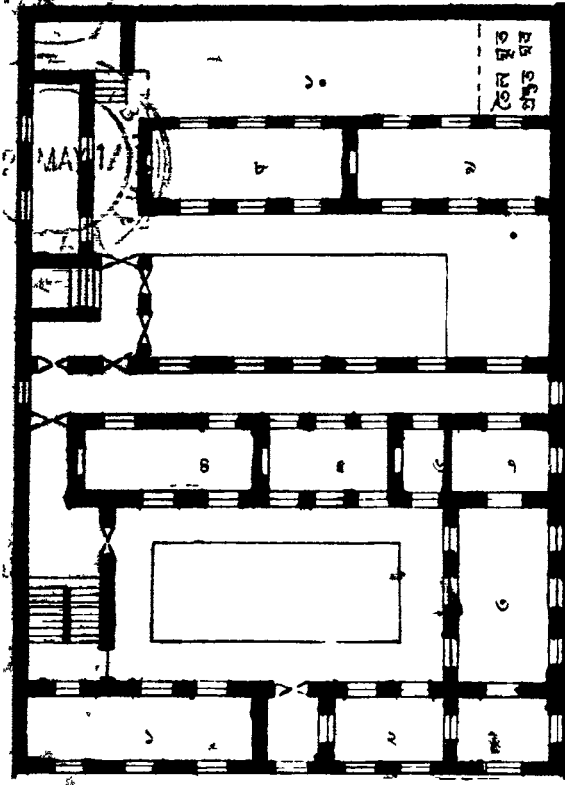
এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।
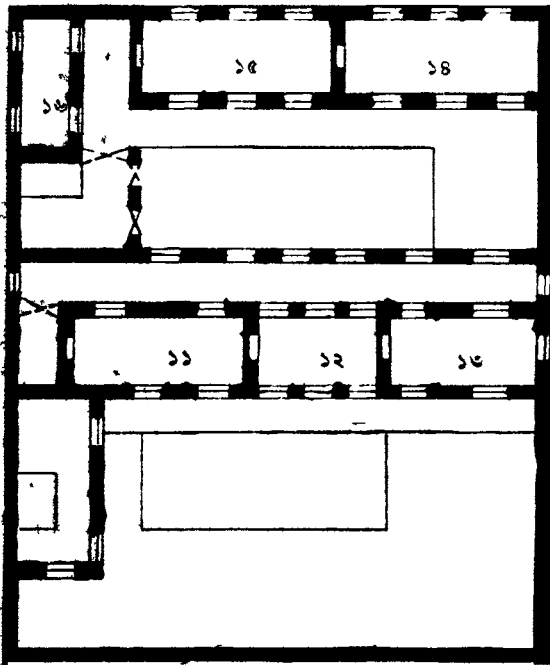
দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৩—কার্ত্তিক। ২য় সংখ্যা।

শরচ্চর্য্যা।

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যের যেরূপ অবনতি ঘটিয়াছে তাহাতে সকলেরই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে এতদ্দেশের উপযোগী যাবতীয় নিয়ম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পাঠকদিগের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করেন এবং আত্মীয় স্বজনগণকে পালন করিতে উপদেশ দেন। তাহা হইলে আশা করি আবার দেশের লোক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ শীতোষ্ণ-বর্ষণ লক্ষণাক্রান্ত তিনটী ঋতু বর্ত্তমান দেখা যায়। এই তিনটী ঋতুর তিনটী অন্তর্বিভাগ করিয়া ছয়টী ঋতু কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও শীতের অন্তর্ভুক্ত হেমন্ত, গ্রীষ্মের অন্তর্গত বসন্ত এবং বর্ষার শরৎ। আয়ুর্ব্বেদে বমন বিরেচনাদি শোধনকার্য্যের জন্য আর এক-প্রকার ঋতুবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থলে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জগতে এবং আমাদের দেহে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ রবিকরে পৃথিবী উত্তপ্ত ও বর্ষার জল ধারায় সিক্ত এবং শীতে তুষারপাতে শীতল হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের উত্তাপে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আমরা সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিতেও কষ্ট বোধ করি, কিন্তু শীতে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া স্থূল উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াও সুখী হইতে পারি না। শীতে আমরা পায়সপিষ্টকাদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে পারি, কিন্তু গ্রীষ্মে অতিরিক্ত শীতল জলপান বশতঃ দুর্ব্বল অগ্নি, গুরুপাক খাদ্য জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবিধ পুষ্পাভরণ ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে, নিম্ব-কিসলয় আমাদের রুচিজনক হয়, কিন্তু অন্য ঋতুতে তাহা রসনার তাদৃশ তৃপ্তিকর হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর এইরূপ পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আমাদের আহার বিহারও পৃথক্ হওয়া উচিত। আয়ুর্ব্বেদে ঋতুভেদে আহার বিহার সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তাহা

ঋতুচর্য্যা নামে কথিত। সম্প্রতি শরৎ কাল উপস্থিত। তজ্জন্য এই প্রবন্ধে আমরা শরৎকালে কিরূপ আহার বিহার করা উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই মাসে শীতাদি ছয়টী ঋতু ধরা হইয়াছে—যথা, মাঘ ও ফাল্গুন শীত বা শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু। সাধারণ ঋতু বিভাগের সহিত আয়ুর্ব্বেদের এই ঋতু বিভাগের পার্থক্য পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন প্রকার আহার বিহার করিতে হয় বটে, কিন্তু ভাদ্র মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত বর্ষা ঋতুর নিয়ম পালন করিয়া যদি আশ্বিন মাসের প্রথম তারিখ হইতে শরৎ ঋতুর নিয়ম পালন করা যায়, তাহা হইলে সহসা আহার বিহারের নিয়ম পরিবর্ত্তন জন্য শরীর অসুস্থ হইতে পারে। সেই জন্য এক ঋতুর নিয়ম ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুর নিয়ম পালন করা উচিত, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক ঋতুর শেষ সপ্তাহ এবং পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহকে ঋতুসন্ধি বলে। এই ঋতুসন্ধির সময় ক্রমশঃ এক ঋতুর নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুর নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়।

ছয়টী ঋতুসন্ধির মধ্যে শরৎ ও হেমন্তের মধ্যবর্ত্তী ঋতুসন্ধির একটু অপবাদ আছে। যথা—

কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টৌ অষ্টাবগ্রহায়ণস্য চ।
যমদংষ্ট্রা সমাখ্যাতা বহ্বাহারো ন জীবতি॥

অর্থাৎ—কার্ত্তিকের শেষ আটদিন এবং অগ্রহায়ণের প্রথম আট দিন—এই সময়টুকু যমদংষ্ট্রা (যমের দাড়া) বলিয়া সমাখ্যাত। এ সময়ে যে ব্যক্তি বহুভোজন করে সে দীর্ঘজীবী হয় না। "বহ্বাহারো ন জীবতি" স্থলে "লঘ্বাহারস্তু জীবতি" পাঠও দেখা যায়। ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি লঘু আহার করে সেই দীর্ঘজীবী হয়।

শরচ্চর্য্যার বিষয় বলিবার পূর্ব্বে এইস্থলে আর একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। ঋতুচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

উপশেতে যদৌচিত্যাদোকসাত্ম্যং তদুচ্যতে।
দেশানামাময়ানাঞ্চ বিপরীতগুণং গুণৈঃ॥
সাত্ম্যমিচ্ছন্তি সাত্ম্যজ্ঞাশ্চেষ্টিতং চাদ্যমেব চ।

অর্থাৎ—এমন দেখা যায় যে কোন নির্দ্দিষ্ট আহার বিহার, অপথ্য হইলেও নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পীড়াকর না হইয়া বরং সুখজনক হইয়া থাকে। এইরূপ আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে। যে ব্যক্তি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আহার বিহার দ্বারা ভাল থাকে, তাহার পক্ষে ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন তাহার ওকসাত্ম্যের বিরুদ্ধ না হয় দেখিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছি—শরৎকালে দধি সেবন নিষেধ, কিন্তু নিরন্তর দধি সেবন করিয়া দধি যাহার ওকসাত্ম্য হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে শরৎকালেও দধি সেবন বিশেষ অহিতকর হইবে না। বিহার সম্বন্ধে তেমনি—দিবানিদ্রা যাহার ওকসাত্ম্য শরৎকালে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহার পক্ষে উহা পীড়াকর হইবে না। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে - যদি কাহার শরীরে অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপ থাকে, শরচ্চর্য্যায় কথিত শীতল ও তিক্ত দ্রব সেবন করিলে সেই বায়ু আরও কুপিত হইতে পারে। সেইজন্য ঋতুসাত্ম্য হইলেও শীতল ও তিক্ত

দ্রব্য তাহার পক্ষে সাত্ম্য (হিতকর) নহে। অন্ধের ন্যায় ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন না করিয়া, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন করিতে হইবে।

ঋতুভেদে অম্লমধুরাদি রস সেবনের উপদেশ আছে। তথাপি শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন :—

নিত্যংসর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ।

অর্থাৎ ;—নিত্য সর্ব্ব প্রকার রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়) সেবন করা উচিত। তবে যে ঋতুতে যে রস সেবন করিবার উপদেশ আছে, সেই ঋতুতে সেই রস বহুল পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য। অন্যরস অল্প পরিমাণে সেবন করা উচিত।

শরৎ কালের লক্ষণ।

বভ্রু রুক্ষঃ শরদর্কঃ শ্বেতাভ্র-বিমলং নভঃ।
তথা সরাংস্যম্বুরুহৈর্ভান্তি হংসাংসঘট্টিতৈঃ॥
পঙ্কশুষ্কক্রমাকীর্ণা নিম্নোন্নতসমেষু ভূঃ।
বাণসপ্তাহ্ব-বন্ধুক-কাশাসন-বিরাজিতা॥

অর্থ—শরৎ কালে মেঘমুক্ত সূর্য্য কপিল-পিঙ্গলবর্ণ ও উষ্ণতর হয়। আকাশ নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ মেঘব্যাপ্ত হয়, সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিস্তার করে, হংস সকল সরোবর-জলে আনন্দে সন্তরণ করে, নিম্নভূমি কর্দ্দমযুক্ত, উচ্চ ভূমি শুষ্ক, ও সমভূমি বৃক্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে এবং ঝিণ্টী, ছাতিম, বাঁধুলি কেশে ও শালবৃক্ষ পুষ্পিত হয়।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস শরৎকাল। তবে শরৎ ঋতুর লক্ষণ লিখিবার সার্থকতা কি? সার্থকতা অবশ্যই আছে। যে ঋতু যেরূপ লক্ষণান্বিত হয় সেই সমস্ত লক্ষণ সেই ঋতুতে যথাযথরূপে প্রকাশ পাইলেই তাহাকে অব্যাপন্ন (অবিকৃত) ঋতু বলা যায়। আর সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তাহাকে ব্যাপন্ন (বিকৃত) ঋতু বলা যায়। ব্যাপন্ন ও অব্যাপন্ন ঋতুর বিষয় পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে শরচ্চর্য্যার বিষয় বলা যাইতেছে।

ঋতুভেদে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়। বর্ষাকালের কুপিত বায়ু, শরৎকালে প্রশমিত হইয়া থাকে, আর বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত, শরৎকালীন সূর্য্যসন্তাপ হেতু কুপিত হয়। এইজন্য শরৎকালে মধুর, লঘু, শীতল, কষায় এবং তিক্ত অন্ন পান—যাহা পিত্তনাশক, তাহাই সেবন করা উচিত। তিক্তদ্রব্যের মধ্যে এই সময়ে পল্‌তা, উচ্ছে ও হিঞ্চে শাক পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত তিক্তই শরৎকালে যথেষ্ট সেবন করা কর্ত্তব্য। শিউলীপাতা পলতার ন্যায় ভাজিয়া বা দালের সহিত খাওয়ার রীতি স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। উহা শরৎকালে বিশেষ হিতকর সন্দেহ নাই। যে দেশে এই প্রথা প্রচলিত নাই, সে দেশের অধিবাসিগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শরৎকালে লঘু দ্রব্য লঘু মাত্রায় (পেট ভরিয়া নহে) সেবন করা উচিত। শালি তণ্ডুলের অন্ন (পুরাণ হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল) এবং যব ও গোধূমকৃত লঘুপাক খাদ্য প্রশস্ত। দালের মধ্যে মুগের দালই শ্রেষ্ঠ। ছোলা, মসুর, মটর ও অড়হরের যূষও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দাল, ঘৃত ও বহু মসলা সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত নহে। কারণ তাহাতে গুরুপাক হইয়া থাকে। পটোল, বেগুণ, ডুমুর, মোচা, থোড়, চিচিঙ্গে (হোপা), দেশী কুমড়া প্রভৃতি তরকারী অল্প মাত্রায় সেবন করা উচিত।

আলু, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ব্যবহার না করা, বা খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মৎস্য, অন্য জলজ প্রাণীর মাংস (কচ্ছপ, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি), নানাপ্রকার হংস, বক প্রভৃতি জলচর-প্রাণীর মাংস এবং মহিষ শূকরাদি আনূপ (জলাশয়সমীপ-চর প্রাণীর মাংস প্রশস্ত নহে। বটের, চাতক প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, হরিণের মাংস, মেষ মাংস এবং শশকের মাংস, লঘুপাক করিয়া আহার করা উচিত। ইক্ষু, গুড়, চিনি, মিছরী, দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য। কাঁচা ঘৃত সেবন করা প্রশস্ত নহে।

বেদানা, আপেল, মিষ্ট নাসপাতি, পেঁপে, মিষ্ট বাতাবী লেবু, আতা, খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, আঙ্গুর, আমলকী প্রভৃতি ফল শরৎকালে সুপথ্য।

বসা (চর্ব্বি) তৈল, পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ মাংস, দধি, ক্ষার দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ মদ্য শরৎকালে সেবন করিবে না। শরতের রৌদ্র এবং হিম অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই ঋতুতে দিবানিদ্রা সেবন করিবে না। শরতে পূর্ব্ব-বায়ু বর্জ্জনীয়।

শরৎকালে বিরেচন বিশেষ হিতকর। এই সময়ে সুস্থ শরীরে, সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন করিয়া জোলাপ লইলে, বহু রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং শরীর সুস্থ থাকে।

শরৎ কালে জল, দিবাভাগে মেঘমুক্ত-তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সন্তপ্ত ও রাত্রিকালে চন্দ্র-কিরণে সোম-গুণান্বিত হয়, অপিচ অগস্ত্যের উদয় হেতু উহার বিষদোষ নষ্ট হয়। সেই জন্য শরৎ কালের জল নির্ম্মল, পবিত্র, এবং স্নান, পান ও অবগাহনে অমৃতের ন্যায় হিত-কর। ইহা রুক্ষ বা অভিষ্যন্দি নহে।

শরৎকালে শারদীয় পুষ্পের মাল্য ধারণ, নির্ম্মল বস্ত্রপরিধান এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র-করণ সেবন করা হিতকর। কিন্তু হিমের জন্য অধিকক্ষণ বাহিরে থাকা উচিত নহে। এই ঋতুতে তিন দিন অন্তর স্ত্রীগমন করিবার উপদেশ আছে।

শরৎকালে পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর হয়। পিত্ত প্রধান থাকে এবং কফ তাহার অনুবল হয়। কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু বলিয়া উক্ত জ্বরে যথেষ্ট লঙ্ঘন সহ্য হয়। সেই জন্য সাধারণতঃ শরৎ কালের জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। তবে প্রধানতঃ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর হইলেও, অন্য জ্বর যে একেবারে হয় না তাহা নহে। অন্য জ্বর হইলে অবস্থা বিবেচনায় লঙ্ঘন প্রযোজ্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদ শব্দটী সকলের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিলেও, আয়ুর্ব্বেদে কি আছে' তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অভিধেয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে, আয়ুর্ব্বেদ শব্দে কি বুঝায়।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে —

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নির্দানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

অর্থাৎ যাহাতে কিসে আয়ুর হিত হয় এবং কিসে অহিত হয় লিখিত আছে, যাহাতে রোগ জন্মিবার কারণ ও তাহার প্রশমনের উপায় কথিত আছে, তাহাকেই বিদ্বদ্বর্গ আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন। সুশ্রুতে লিখিত আছে;—

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ। আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে হনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।

অর্থাৎ ব্যাধিত ব্যক্তিকে ব্যাধিমুক্ত করা এবং সুস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যাহাতে আয়ু আছে, যদ্দ্বারা আয়ুর বিষয় জানা যায়, যদ্দ্বারা আয়ুর বিচার করা যায় অথবা যদ্দ্বারা আয়ু লাভ করা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে—

ভগবন্! "শারীরমানসাগন্তুস্বাভাবিকৈর্ব্যাধিভির্ব্বিবিধবেদনাভিঘাতোপক্রুতান্ সনাথানপ্যানাথবদ্বিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি নঃ পীড়া ভবতি। তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামি ইহোপদিশ্যমানম্। অত্রায়ত্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ শ্রেয়ঃ।"

ঔপধেনব প্রমুখ ঋষিগণ ধন্বন্তরিকে কহিলেন, হে ভগবন্! শারীরিক, মানসিক আগন্তু ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত, বিবিধ বেদনায় নিতান্ত কাতর, সনাথ হইলেও অনাথের ন্যায় বিপরীত ক্রিয়াকারী, করুণ-ক্রন্দন-পরায়ণ মানবদিগকে দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনঃপীড়া হইয়াছে। তাহাদের সুখের জন্য, রোগ নিবারণের জন্য, স্বীয় জীবন-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহের জন্য এবং প্রজাগণের হিতের জন্য, আমরা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোক এবং পরলোকের শ্রেয়ঃ আয়ুর্ব্বেদেরই আয়ত্ত।

এইখানে আমরা অন্যান্য জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রের তুলনায় আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই। রোগের নিদান ও প্রশমনোপায় এবং সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির বিষয় সকল জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকলত আছেই, তদ্ব্যতীত ইহ ও পরলোকে শ্রেয়স্কর যাবতীয় নীতি অথাৎ ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বশাস্ত্রময়।

সহজেই মনে হইতে পারে যে আয়ুর হিতাহিত (অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবন

লাভ সম্বন্ধে উপদেশ এবং রোগের কারণ নির্দ্দেশ ও প্রশমনোপায়) যখন আয়ুর্ব্বেদের আলোচ্য বিষয়, তখন অন্যান্য নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ কি অনধিকার চর্চ্চা করেন নাই। এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু স্বাধীন ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? কিত ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যাধিতকে রোগমুক্ত করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাহাই যদি হইল, তবে সুস্থব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপদেশ কেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মানবগণ যাহাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, মানব জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ সাধনই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, সুখের জন্য মানবের কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন। কেবল অব্যাহত স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন পাইলেই মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। মানবের সুখ দুঃখের সহিত ধর্ম্ম, অর্থ, লোকাচার সকলেরই বিশেষ সম্বন্ধ। আর সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় নীতি কথিত, হইয়াছে। বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ আয়ুর্ব্বেদকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে দিগ্‌দর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখং চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ সুখের জন্যই সকলের চেষ্টা। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না। সুতরাং ধর্ম্মপর হইবে।

তারপর অর্থ নীতি। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের দিকেই আর্য্যজাতীর অধিকতর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহ জীবনের অতি প্রয়োজনীয় যে অর্থ—তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে আয়ুর্ব্বেদকার বিস্মৃত হয়েন নাই। পরলোকত আছেই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহলোকটা কি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে বুদ্ধিত প্রশংসনীয় নহে। কারণ—"যা লোকদ্বয়সাধনী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী।"

অর্থাৎ যাহা ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করাইতে পারে, সেই চতুরতাই চতুরতা।

সেইজন্য ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ-দেবতা অর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

তিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি। তদ্‌ যথা প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি।

অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা তিন প্রকার। প্রথমেই প্রাণরক্ষার চেষ্টা। কেননা প্রাণ না থাকিলে ধন লইয়া কি করিবে। তারপর প্রাণ বাঁচাইয়া ধনলাভের চেষ্টা করিবে। কেননা ধন ব্যতীত ইহ লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না, পরলোকেও কতকটা বটে। তারপর পরলোকোপকারক ধর্ম্মার্জ্জনের চেষ্টা।

কূপমণ্ডূক জলের বিস্তৃতি কেবল কূপেই সীমাবদ্ধ দেখে। দুঃখের সহিত বলিতে

হইতেছে, যে অনেক আধুনিক তথাকথিত উন্নত জাতির জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান, কূপমণ্ডুকের ন্যায় ইহলোকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ জানেন যে জীবন অনন্ত—ইহলোকের কয়েক দিন, জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। পরলোক লইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক বিচার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে এবং দ্বিতীয়তঃ, উহা দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য।

ইন্দ্রিয় লইয়া মানুষকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব সদৃশ ইন্দ্রিয়-গুলিকে লইয়া কিরূপে চলা যায়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এই দুর্বৃত্ত অশ্বগুলিই অনেক সময় মানবের অধঃপতনের মূল স্বরূপ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতি-লালয়েৎ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়িত করিবে না কিম্বা অতিরিক্ত লালিতও করিবে না। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের এই উপদেশ ইহ এবং পর—উভয় লোকের পক্ষেই শ্রেয়স্কর। ইহ-লোকের পক্ষে উহা শ্রেয়স্কর বলিয়া স্বীকার করিলেও, পরলোকের পক্ষে উহা শ্রেয়স্কর কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সংশয় হইতে পারে। সেই সংশয় নিরাশার্থ ঠিক অনুরূপ না হইলেও এক উদ্দেশ্যবাচক দুইটী শ্লোক সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রসার গীতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অত্যধিক আহার করে বা একবারে আহার করে না, যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রা যায় অথবা একবারে নিদ্রা সেবন করে না, তাহার সমাধি হয় না। যিনি পরিমিতরূপ আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে পরিমিতরূপ চেষ্টা করেন, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রা সেবন করেন এবং জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবারক হইয়া থাকে।

সদাচার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর লিখিত হইয়াছে—

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥

এই সকল আচার পালন করিলে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, যশ এবং নিত্য-লোক লাভ করা যায়। উপদেশগুলি যেরূপ সুন্দর তাহাতে ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সংসারে থাকিতে হইলে নানা প্রকৃতির নানা লোকের সহিত সংসর্গ ঘটে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সন্তুষ্ট রাখিবার উপায় কি? সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন--

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধন-পণ্ডিতঃ॥

লোকের প্রকৃতি দেখিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহাকে সেইরূপ আচরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে।

নাধীরো নাত্যুচ্ছ্রিতসত্ত্বঃ স্যাৎ। নাভৃত-ভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী। ন দুঃখশীলাচারোপচারো ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী ন সর্ব্বাভিশঙ্কী। ন সর্ব্বকাল-বিচারী। ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নাপরীক্ষিতমভি-নিবিশেৎ। নেন্দ্রিয়বশগঃ স্যাৎ।

অধীর কিম্বা উদ্ধত স্বভাব হইবে না।

ভরণীয় ব্যক্তিগণের ভরণপোষণ করিবে। আত্মীয়গণকে অবিশ্বাস করিবে না। একাকী সুখভোগ করিবে না। দুঃখপ্রদ চরিত্র বা আহার ব্যবহার পরায়ণ হইবে না। সকলকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না বা সকলের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিচার করিয়া কার্য্যকাল নষ্ট করিবে না। অপরীক্ষিত বিষয়ে অভিনিবেশ করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হইবে না।

"সম্পদ্বিপদ্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে নতু।"

সম্পদ বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষা করিবে না। অর্থাৎ অমুক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট ধন ও যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছে, সুতরাং আমিও বিদ্যা শিক্ষা করিব—এইরূপ ভাবিবে। কিন্তু উহার এত ধন ও যশঃ কেন হইল, এরূপ ঈর্ষা করিবে না।

আয়ুর্ব্বেদ এতই উদার যে বিদ্যাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই সদাচার বিধির শেষে বলা হইয়াছে।

যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্যাদনুক্তমিহ পূজিতম্।
বৃত্তং তদপি চাত্রেয়ঃ সদৈবাভ্যনুমন্যতে॥

অর্থাৎ—অন্যত্র যে উত্তম সদাচার দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা এথানে উল্লিখিত হয় নাই, তাহাও পালন করা আত্রেয় ঋষির অনুমোদিত।

বাহুল্য ভয়ে আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত অন্যান্য শাস্ত্রের কথা না বলিয়া এক্ষণে আমরা চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলিতে হইতেছে যে—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ" আয়ুর্ব্বেদের এই গর্ব্বোক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আয়ুর্ব্বেদে নাই কি? আজ ঐ যে সুদূর য়ুরোপে বলদর্পিত মদোদ্ধত পাশ্চাত্য জাতিগণ ক্রূরভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া হতাহত করিতেছে, ঐ যে জলস্থল ব্যোমচারী নরহত্যার নিমিত্ত অসংখ্য রণসম্ভার সৃষ্টিসংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ঐ যে বিবিধ নরঘাতম যন্ত্র ভীষণ গর্জ্জন করিয়া পলকে পলকে সহস্র সহস্র নরের বিনাশসাধন করিতেছে, সে বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধ পৃথিবীর চতুষ্খণ্ডস্থিত মনুষ্যকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, যে যুদ্ধ কোটি কোটি মনুষ্যের অন্নাভাবের কারণ স্বরূপ, যে যুদ্ধ পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, সে যুদ্ধের বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধে আমাদের পরম কারুণিক সম্রাট দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য অনিচ্ছাস্বত্বেও যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে যুদ্ধে বহু জাতি অজস্র বক্ষঃশোণিতপাত করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, যে যুদ্ধে নগরের পর নগর দেশের পর দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছে, সে যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়।

চরকে লিখিত হইয়াছে :—

"তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপি জনপদোধ্বংসস্যাধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। তে অতিপ্রবৃদ্ধ লোভ-রোষ-ক্রোধমানাঃ দুর্ব্বলানবমত্যাত্মস্বজনপরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি পরৈর্ব্বাভিক্রাম্যন্তে রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মমন্যদ্বাপ্যপচারান্তরমুপলভ্যাভিহন্যন্তে।"

শস্ত্রপ্রভব জনপদধ্বংসের ও কারণ অধর্ম্ম। যাহাদের লোভ, ক্রোধ ও অভিমান অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অবমান করিয়া আত্মীয়স্বজন ও পরের উপঘাতের জন্য পরস্পর শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা অপর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে পরিপাক ক্রিয়া।

পরিপাক ক্রিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে একটী প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মানব দেহের হ্রাস বৃদ্ধি—এমন কি উৎপত্তি স্থিতি লয় পর্য্যন্ত সমস্তই এই পরিপাক ক্রিয়ার অধীন। যদিও মানবদেহের উৎপত্তি, শুক্র শোণিতের সংযোগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি দেখা যায় যে, সেই শুক্র শোণিতও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া এই দেহের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পরিপাক ক্রিয়া কি এবং কি ভাবেই বা এই দেহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ ভাবে জানা আবশুক। মানবদেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ক্ষয় হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য ও শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্যই আহারের আবশুক। যে ক্রিয়া দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া রস রক্তাদি রূপে পরিণত হয়, তাহাই পরিপাক ক্রিয়া। এই পরিপাক ক্রিয়া সর্ব্বদেহব্যাপী, কারণ সর্ব্বদেহেই এই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি প্রথমতঃ ও প্রধানরূপে আমাশয়েই এই কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া, আমাশয়ের ক্রিয়াকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া বলা হইয়াছে। মানবদেহ যেমন ভূতময়; অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত, আহার্য্য দ্রব্যও তদ্রূপ। সুতরাং আহার্য্য দ্রব্য, রস রক্তাদি রূপে পরিণত হইয়া, সমানু জাতীয় অংশ দ্বারা; রস রক্তাদি ধাতু সমূহের পুষ্টি বিধান করিতে পারে। আহার্য্য দ্রব্য সকল পরমাণু ও প্রকৃতিভেদে অংসখ্য প্রকার এবং রসভেদে ঐ সমস্ত দ্রব্য ষড়বিধ। কিন্তু ভক্ষণ ক্রিয়া ভেদে উহারা চতুর্ব্বিধ—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয়। মানবগণ মুখ দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য বাতাতপাদি বাহ্য দ্রব্য, ত্বক্ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শারীরিক পুষ্টি বিধান করিলেও তাহা আহার সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। সুতরাং আহার্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীর অতিরিক্ত নহে। যে সকল দ্রব্য মুখ-কুহরে পতিত হইলে দন্ত সাহায্যে চর্ব্বিত হইয়া অধঃকৃত হয়, তাহারা চর্ব্ব্য, যে সকল দ্রব্য জিহ্বা, কপোল ও ওষ্ঠ সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া অধঃকৃত করা হয় তাহাদিগকে চূষ্য এবং যে সকল দ্রব্য জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া তালু, কপোল প্রভৃতির সাহায্যে অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে লেহ্য ও যেসকল দ্রব্য মুখে পতিত হইবামাত্র অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে পেয় বলে। এই চারিটী উপায় ভিন্ন মানবগণ অন্য কোন উপায়ে আহার গ্রহণ করে না। সুতরাং এই চারি প্রকার উপায় বা ক্রিয়া ভেদেই আহার্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

মুখগহ্বর—ইহা ভুক্ত দ্রব্য মুখে কিয়ৎকাল স্থাপন করিবার নিমিত্ত একটী বিবর বিশেষ। ইহা বদন মণ্ডলের বক্রতালাস্থি ও হন্বাস্থি দ্বারা একটী পুটকের ন্যায় নির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে একটী বড় জিহ্বা আছে, তাহার নাম গোজিহ্বা। গোশব্দের অর্থ রস, মধুরাদি রস জানিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার চরকোক্ত নাম গোজিহ্বা বা রসনেন্দ্রিয় বলা হয়। এই জিহ্বার মূল ভাগে আরও একটী ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে

এবং ইহার ঊর্দ্ধদেশে তালু প্রান্তে অঙ্কুরাকৃতি একটী মাংস খণ্ড দৃষ্ট হয়, এই উভয়কেই উপজিহ্বিকা বলে। এতদ্ভিন্ন মুখ গহ্বরের সম্মুখভাগে ঊর্দ্ধদেশে ও নিম্নদেশে দুই পংক্তি দন্ত আছে। চর্ব্বণোপযোগী দ্রব্য, মুখে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র জিহ্বা সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং দন্ত পংক্তিদ্বয় চর্ব্বণ করিতে থাকে। এই সময় জিহ্বা, কপোল এবং দন্তমূল হইতে চুয়াইয়া অজস্র রস নির্গত হইতে থাকে। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ভুক্ত দ্রব্য কোমলতা এবং পিচ্ছিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং তখনই উহা অধঃকরণোপযোগী হয়। যতক্ষণ উক্ত অবস্থাপন্ন না হইবে ততক্ষণ জিহ্বা ভুক্ত দ্রব্যকে মুখ বিবরে ধরিয়া রাখে। এইরূপে আহার্য্য দ্রব্য সকল অধঃকরণোপযোগী হইয়া জিহ্বা-সাহায্যে কণ্ঠোপরি নীত হয়। পূর্ব্বোক্ত জিহ্বা, কপোল ও দন্ত নিঃসৃত রস, কেবল ভুক্ত দ্রব্যের কোমলতা সাধন করে—তাহা নহে, উহা পরিপাক ক্রিয়ারও বিশেষ সাহায্য করে। এই রস-নিঃসরণ ক্রিয়া স্বাভাবিক। কারণ কোন দ্রব্য মুখে প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই এই রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, ইচ্ছা করিয়া ইহার নিঃসরণ বন্ধ করা যায় না। উপবাস করিলে এই রসের পরিমাণ কমিয়া যায়। আবার অপ্রিয় দ্রব্য কিম্বা ক্রুদ্ধ অথবা ভীত হইয়া আহার করিলেও অল্প পরিমাণে ইহার স্রাব হয়। কিন্তু শীতল, পিচ্ছিল, মধুর, অম্ল ও লবণ রস দ্রব্য সেবনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা কি পরিমাণ নির্গত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে, যে পরিমাণ দ্রব্যই মুখে ক্ষিপ্ত হউক না কেন এই রস সমস্তই সিক্ত করিবে। প্রথমাবস্থায় ইহা স্বচ্ছ জলের ন্যায় এবং কিয়ৎকাল পরে ইহা কিঞ্চিৎ ঘন হইতে দেখা যায়। লোভনীয় কোন দ্রব্য অথবা অম্ল দ্রব্য দর্শন করিলেও এই রস আপনা আপনি নির্গত হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য মুখে না থাকিলে এই রস অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া মুখকে রসাল রাখে মাত্র। এই রসের নাম লালা। ইহা মধুররস, শীতল, পিচ্ছিল, শ্বেত বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং অতিশয় পাতলা। ইহা শোণিতের শ্বেতাংশ হইতে উৎপন্ন মলভাগ দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। কণ্ঠ প্রদেশ, জিহ্বামূল, কর্ণমূল প্রভৃতি ইহার প্রধান স্থান। ঐ সকল স্থানের বিবিধ গ্রন্থি হইতে লালা নির্গত হইয়া মুখ গহ্বরে পতিত হয়। ইহা সৌম্য ধাতু বা শ্লেষ্মা। ইহারা শ্লেষ্ম জাতীয় হইলেও ইহাদের স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম একরূপ নহে। অধিষ্ঠান ভেদে ইহারা বিভিন্ন গুণ ও প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যেমন কণ্ঠগত গ্রন্থির স্রাব ঘন এবং কর্ণমূলগত গ্রন্থির স্রাব ঠিক সেরূপ নহে। উহা তনুদ্রব এবং অল্প পিচ্ছিল। পরিপাক কার্য্যে ইহারা মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। সুতরাং ইহাদের আর পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্তরূপে চর্ব্বিত দ্রব্য এই লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পিচ্ছিল এবং কোমলতা প্রাপ্ত হইলে, জিহ্বা আহার্য্য দ্রব্যকে কণ্ঠ নাড়ীর উপরিভাগে জিহ্বামূলে স্থাপন করে। কণ্ঠদেশের উপরিভাগ একটী মহাবিপজ্জনক স্থান। ইহার ঊর্দ্ধদেশে নাসারন্ধ্র এবং সম্মুখ ভাগে শ্বাস নাড়ী। ভুক্ত দ্রব্যকে এই দুইটী মার্গ অতিক্রম করিয়া কণ্ঠ নাড়ীতে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু ভগবানের এমনই কৌশল যে, এই স্থানে ভুক্তদ্রব্য আসিবা মাত্র যখনই জিহ্বা, কপোল এবং তালু একত্রিত হইয়া উহা কণ্ঠদেশে প্রেরণ করে ঠিক সেই

মুহূর্ত্তে কণ্ঠগত মাংসপেশী উপজিহ্বিকার সহিত কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্বাস নাড়ীর উপর পতিত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই উর্দ্ধভাগেও কোমল তালুর সহিত উর্দ্ধস্থিত উপজিহ্বিকা নাসারন্ধ্রের উপরে পতিত হয়। এবং ভুক্ত দ্রব্য নিরাপদে কণ্ঠনাড়ীতে গড়াইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর ক্রমে অন্নবহা নাড়ী দ্বারা আমাশয়ে প্রবেশ করে। জিহ্বা-মূল, তালু ও কণ্ঠপেশীর সংকোচনকালে প্রাণ-বায়ুতে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাও ভুক্ত দ্রব্যের আমাশয় গমনে সাহায্য করে। ভুক্ত-দ্রব্য যতক্ষণ জিহ্বামূলে অবস্থিতি করে ততক্ষণ মানবের ইচ্ছাধীন থাকে। কিন্তু কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে আর মানবের ইচ্ছাধীন থাকে না। ভুক্ত দ্রব্যের প্রেরণ ক্রিয়া জিহ্বা তালু ও কণ্ঠপেশীর ক্রিয়াধীন হইলেও ইহা অন্য কৌশলে সম্পাদিত হয়। ভুক্তদ্রব্য প্রেরণকালে রসনেন্দ্রিয় এই সংবাদ মনের নিকট উপস্থিত করে। অনন্তর উহা গ্রহণ করা উচিত কি না বিবেচনা করিবার জন্য মন উহা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। তৎপর বুদ্ধি বিচারপূর্ব্বক গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা চৈতন্যের নিকট বিজ্ঞাপিত করে। এবং চৈতন্যময়ের ইচ্ছা দ্বারা, অর্থাৎ যখন প্রেরণ করিবার জন্য চৈতন্যময় পুরুষ আদেশ করেন, ঠিক সেই সময় জিহ্বা, কণ্ঠপেশী ও তালু প্রভৃতির ক্রিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি নিমেষ অপেক্ষাও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অনন্তর ভুক্ত-দ্রব্য কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রাণবায়ুর বেগে এবং কণ্ঠনাড়ী ও আমাশয়ের কুঞ্চনে ক্রমে আমাশয়ে উপস্থিত হয়।

যাহাতে অপক্ক ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য অবস্থিতি করে তাহার নাম আমাশয় পাকস্থলী। ইহার উর্দ্ধাধোভাগ নলকাকৃতি এবং মধ্যভাগ একটী থলের মত। আমা-শয়ের তিনটী আবরণ আছে, বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর। মধ্যআবরণ মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং কলাব্যাপ্ত। এই আবরণেই সিরা, স্নায়ু ধমনী এবং অসংখ্য গ্রন্থি স্রোত দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তরভাগে শ্লৈষ্মিক আবরণ। ইহা জরায়ু নির্ম্মিত। ইহাতে যে সমস্ত শ্লেষ্মবাহি স্রোত দৃষ্ট হয় তাহারা উরঃ কণ্ঠপ্রদেশ হইতে সমাগত। আমাশয়ের উর্দ্ধ ভাগে অর্থাৎ নলকাকার প্রদেশের মধ্য-আবরণে বহু শ্লেষ্ম-গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে আসিবা-মাত্র এই সকল গ্রন্থি হইতেও লালার ন্যায় শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় এবং ক্রমে ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার নাম ঔদক শ্লেষ্মা। ঔদক শ্লেষ্মা স্বচ্ছ জলের ন্যায় মধুর, রস, পিচ্ছিল এবং শীত গুণযুক্ত। ইহাতেও ক্ষার জাতীয় আগ্নেয়াংশ দৃষ্ট হয়। ইহারা অনেকটা লালা সদৃশ। পূর্ব্বোক্ত লালা ও আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক রসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাই আমাশয়ের প্রথম পরিপাক ক্রিয়া। এই প্রথম পরিপাককালে আমাশয়ের ভুক্তদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে উহারা অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং ফেনযুক্ত হইয়াছে। এবং আরও দেখা যাইবে যে মধুর রস, লবণ রস, শীতল, পিচ্ছিল দ্রব্য বা অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল দ্রব্য বা দ্রব্যের অংশ-গুলি মধুর রসে (শর্করায়) পরিণত হইয়াছে। এবং কটুতিক্ত প্রভৃতি রসপ্রধান দ্রব্যগুলিও সম্পূর্ণ না হইলেও কিঞ্চিৎ মধুরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্য-গুলি আমাশয়ের গাত্র ঘেসিয়া ওলট পালট

করিতে থাকে। একবার গ্রহণীর মুখ পর্য্যন্ত যায়, আবার ফিরিয়া আমাশয়ের মধ্যস্থলে আসে এবং আমাশয় আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। ঠিক এই সময়েই আমাশয়ের নিম্ন গাত্র হইতে একপ্রকার রস ক্ষরিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা অম্লরস, এবং ঔদক শ্লেষ্মা অপেক্ষা অধিকতর আগ্নেয়। এই রস অত্যধিক অম্লযুক্ত হইলেও কিঞ্চিৎ লবণাক্ত বা লবণাম্লরস। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই ভুক্তদ্রব্য ফেনযুক্ত হয়। এবং দেখা যায় যে ভুক্তদ্রব্যগুলি ক্রমে অম্লরস হইয়াছে। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইলে ভুক্তদ্রব্য অধিকাংশই গলিয়া যায়। কিন্তু অতিশয় রুক্ষ ও কঠিন দ্রব্যগুলির এখানেও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। স্নেহজাতীয় পদার্থের উপর ইহার বিশেষ কিছু ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তবে স্থূলাংশগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সময় ভুক্ত দ্রব্যগুলি অম্লরস হইলেও পূর্ব্বোক্ত মধুর রসকে ইহারা নষ্ট করে না অর্থাৎ মধুর রসের উপর ইহাদের কোন ক্রিয়া হয় না। এই সময় আমাশয়ের নিম্নমুখ—আমাশয় এবং গ্রহণী উভয়ের মধ্যস্থল সম্পূর্ণরূপে কুঞ্চিত থাকে, তজ্জন্যই ভুক্তদ্রব্য সহসা গ্রহণীতে প্রবেশ করিতে পারে না। ভুক্তদ্রব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গেলে গ্রহণী-মুখ প্রসারিত হয়, তখন ক্রমে উহা গ্রহণীতে প্রবেশ করে।

গ্রহণী আমাশয়েরই একটী অংশ। আমাশয় যেমন একটী থলের মত, ইহা ঠিক সেরূপ নহে। ইহা দেখিতে কতকটা নলের আকৃতি। ইহা কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া নাভিপার্শ্বে ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার আভ্যন্তর ভাগ পিত্তধরা কলাব্যাপ্ত। ইহা ভুক্তদ্রব্যের সমস্ত অংশকে সম্যকরূপে পরিপক্ব না করিয়া পরিত্যাগ করে না। এইজন্য আমাশয়ের এই অংশটীর নাম গ্রহণী। এই গ্রহণী ও আমাশয়ের বাঁকে যকৃতের পিত্তকোষ হইতে একটী ধমনী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই ধমনী দ্বারা যকৃতের পিত্তকোষ হইতে পিত্ত আসিয়া গ্রহণীতে পতিত হয়। ইহা দেখিতে ঈষৎ তাম্র ও পীত। ইহার জলীয়াংশ অপনীত করিলে যে পীত তাম্রাভ অণু দৃষ্ট হয় তাহাই গ্রহণীস্থিত কলা গাত্রে সংলগ্ন থাকে। এই অণুগুলি আগ্নেয়। ইহাদের গাত্র হইতে অতি সূক্ষ্ম অম্বুদ্‌ভূত রূপ উষ্মা নির্গত হয়। সমান বায়ু এই উত্তাপ লইয়া গ্রহণী, আমাশয় ও পক্বাশয়ে বিচরণ করে। বায়বীয় পরমাণু অরূপ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গ্রহণী গাত্রস্থিত পিত্তে অম্ল অথবা কটু রস প্রয়োগ করিলে পিত্ত উত্তেজিত হয় এবং তৎকালে যকৃৎকোষ হইতে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং অম্লরসযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে অধিকতর পিত্তস্রাব হইতে দেখা যায়, এবং এই পিত্তের সহিত ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ধন্বন্তরি গ্রহণীকেই পিত্তের বা পাচকাগ্নির প্রধান স্থান বলিয়াছেন। মহর্ষি আত্রেয় বলেন, পিত্ত পাচকাগ্নি নহে, কায়োষ্মাই পাচকাগ্নি। এই দুই মতই সত্য, কারণ পিত্তে দ্রবভাগ ও তেজোভাগ দুইই আছে। উত্তাপ পিত্তেরই ধর্ম্ম। পিত্তাণুব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশে উত্তাপ নাই। এই পিত্তাণু হইতে নির্গত তাপই সর্ব্বদেহব্যাপী। মহর্ষি আত্রেয় এই তাপকেই উষ্মা বলিয়াছেন। এবং ধন্বন্তরি ইহাকেই পিত্ত বা পাচকাগ্নি বলিয়াছেন।

এই পিত্ত দেহে নানা স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। প্রথমতঃ যকৃতে সঞ্চিত হইলেও তথায় ইহার কোন কার্য্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ যকৃতের পিত্ত গ্রহণীস্থিত পিত্তের ন্যায় প্রবল আগ্নেয় নহে। উহাতে দ্রবভাগ অধিক থাকায় অগ্নিগুণ দুর্ব্বল থাকে। ইহার দ্রবাংশ মল মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, এবং আগ্নেয়াংশ গ্রহণী গাত্রে লিপ্ত দেখা যায়। সুতরাং গ্রহণীস্থিত পিত্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই পিত্তাণুগুলি পীত-তাম্র হইলেও ইহা দ্বারা অবস্থা বিশেষে নানারূপ বর্ণ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। নীল, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি বর্ণ এই পিত্ত হইতেই উদ্ভূত হয়। মানবপিত্তের সূক্ষ্ম অণু সকল অবিকৃত অবস্থায় কটুরস প্রধান। এই কটুরস পিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই ভুক্তদ্রব্য অম্লরসের পরিবর্ত্তে ক্রমে কটুরস হইয়া যায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও দ্রব্যগুলির স্বাভাবিক রসের কার্য্য নষ্ট হয় না। এই সময় গ্রহণীতে আর এক প্রকার রস আসিতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার।

মন্থর জ্বর বা মোতীজ্বর।

মন্থর-জ্বর সর্ব্বপ্রথমে মাড়বার দেশে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রাচীনকালে এই রোগ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই; কারণ চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এবং ভাবপ্রকাশ ও মাধব নিদানাদি সংগ্রহ পুস্তকেও এই ব্যাধির উল্লেখ নাই। মাড়বারীদিগের ভবনেই মন্থর জ্বরাক্রান্ত রোগী অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ার প্রকোপ প্রায়শঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। আধুনিকগ্রন্থ "রোগ-সমুচ্চয়-দর্পণ" এবং "যোগরত্ন" প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কথিত ব্যাধি সম্বন্ধে প্রোক্ত বৈদ্যকগ্রন্থের অভিমত এবং আমি বহুবর্ষ যাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। এই মন্থর-জ্বরের নাম—মোতীঝুরী, মোতী-বালা, মধুরিক জ্বর ইত্যাদি। ইহা সাধারণ জ্বর নহে, ইহার আক্রমণে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জ্বর রাজপুতনায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অনুমান হয় যে মন্থর-জ্বর ৩০০ শত বর্ষের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয় নাই। অন্যথা—ভাবপ্রকাশে ইহার সন্নিবেশ দৃষ্ট হইত; কারণ ভাবপ্রকাশে পর্টুগীজদের আনীত ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ আছে। এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে কিছু দিন পূর্ব্বে মাড়বার দেশে বহুকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়; বিশেষতঃ রাজপুতনা অঞ্চলে জলের অল্পতা ও গ্রীষ্মের প্রাবল্য স্বাভাবিক; তাহার উপর আবার যদি অনাবৃষ্টি হয় তবে মরু সন্নিহিত দেশে বাস করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় তদ্দেশবাসি-জনগণের শরীরের পিত্ত অতিমাত্র প্রকুপিত হইয়া, রক্তধাতুকে দূষিত করিয়া, সর্ষপ-সন্নিভ বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ উৎপাদন করে। এই ব্যাধির আর একটী কারণ এই যে, জলের অল্পতা নিবন্ধন মাড়বারীগণ নিজ দেশে স্বচ্ছন্দে অবগাহন স্নান ও শরীর মার্জ্জন করিতে পারেনা, তজ্জন্য শরীরে ধুলা ও স্বেদ

কর্দ্দমের মত হইয়া রোমকূপ সমূহ বন্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্য যথারীতি স্বেদোদ্গম না হওয়ায় শারীরিক উষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়াও পিত্ত ও রক্তধাতুকে দূষিত করিয়া প্রোক্ত পীড়ার উৎপাদক হয়।

উক্ত জ্বরের পূর্ব্বরূপ—

* * কাসারুচিস্তৃষা প্রলাপো দাহবান্ জ্বরঃ
অঙ্গানাং গৌরবং গ্লানিরস্থিভেদো বিনিদ্রতা
পূর্ব্বলিঙ্গন্তু সর্ব্বেষামিদং বৈদ্যৈরুদীরিতং ॥

কাস, অরুচি, পিপাসা, প্রলাপ, দাহযুক্ত জ্বর, শরীরে গুরুতা, গ্লানি, অস্থিভেদ ও নিদ্রানাশ ঘটিয়া থাকে।

জ্বরের লক্ষণ ;—

জ্বরো দাহো ভ্রমো মোহো * অতিসারো বমিস্তৃষা
অনিদ্রা চ মুখং রক্তং তালু জিহ্বা চ শুষ্যতি
গ্রীবামধ্যেচ দৃশ্যন্তে স্ফোটকাঃ সর্ষপোপমাঃ
এতচ্চিহ্নং ভবেদ্ যত্র স মধুরক উচ্যতে ॥

জ্বর, দাহ, ভ্রম, মোহ, অতিসার, বমি, অনিদ্রা, রক্তবর্ণতা, এবং তালু ও জিহ্বার শুষ্কতা হইয়া থাকে; ইহা ভিন্ন গ্রীবামধ্যে সর্ষপাকৃতি স্ফোটক সমূহ দেখা যায়। চর্ম্মের উপর যেরূপ পীড়কা উৎপন্ন হয়, মুখাভ্যন্তরে জিহ্বায় এবং কণ্ঠনালীতেও তদ্রূপ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে; তজ্জন্য রোগী অন্ন বা রুটী প্রভৃতি পদার্থ চর্ব্বণ করিতে বা গিলিতে পারে না, দুগ্ধ ও মুদ্গাদিযূষ অক্লেশে পান করিতে পারে। ইহাতে জ্বর প্রায়শঃ ৩ হইতে ৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু কাস, শরীর বেদনা এবং ওষ্ঠে ক্ষত উৎপন্ন হয়, অনেক সময় জ্বর বিচ্ছেদ হয় না, কখন কখন সকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের লঘুতা হয় মাত্র; রোগী অনেক সময় ক্রন্দন করিয়া থাকে। কোন কোন রোগী মধুরিকায় বহু দিবস যাবৎ অভিভূত থাকে; তখন এই মধুরিকা জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়।

রক্তদুষ্টি হইতে যেরূপ মসূরিকার উৎপত্তি হয় মধুরিকাও তদ্রূপ শোণিত বিকার জন্য; সুতরাং ইহাকে মসূরিকার অন্তর্গত মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহাতে কোন কোন রোগীর জ্বরের প্রথমাবস্থায় দাস্ত হয়, আবার কাহারও কাহারও জ্বরের শেষ সময়ে ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর গলদেশ হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে মুক্তা সদৃশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ডু বিদ্যমান থাকে।

মন্থর-জ্বর-রোগীর চিকিৎসা মসূরিকার ন্যায়। ইহাতে অনেক বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করেন না। এই মধুরিকা সংক্রামক ব্যাধি।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত; আতুরগৃহ প্রবলবায়ু-বিরহিত অথচ আলোক সম্পন্ন ও অসঙ্কীর্ণ হওয়াই সঙ্গত। অতিশয় শীতোপচার বা অত্যন্ত উষ্ণক্রিয়া রোগীর পক্ষে হিতসাধনী হয় না। রজস্বলা স্ত্রীলোক বা অশুচি অবস্থায় কেহ যেন রোগীর গৃহে প্রবেশ না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাতে পিত্তের প্রাবল্য থাকিলেও দোষের তারতম্য অনুসারে ইহাকে সান্নিপাতিক ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। মধুরিকার শুভ্র স্ফোটক

* অর্ব্বাচীন গ্রন্থ যোগরত্নাদিতে এই পাঠ আছে কিন্তু "জ্বরো দাহোঽতীসারশ্চ ভ্রমোমোহস্তৃষা বমিঃ"। পাঠে কোন দোষ হয় না।

গুলি মুক্তার ন্যায় সমুজ্জল, পীড়কা সকল শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণও হয়, এজন্য ইহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে”।

অনেক রোগী কেবল লঙ্ঘনে থাকিয়া, একটু গরম জল পান করিয়াই আরোগ্য লাভ করে; ইহাতে ১৭ হইতে ৩৭ দিন মধ্যে দোষের পরিপাক হয়। দোষ-দুষ্টির তারতম্যানুসারে প্রোক্ত সময়ের ইতর বিশেষও হইয়া থাকে।

শ্রীসারদা চরণ সেন কবিরত্ন।

সূতিকাগার ও প্রসূতিচর্য্যা।

সংসারক্ষেত্রে যে স্থানটিতে মানব-জীবন-সূর্য্য উদিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে যে গৃহ মানবের প্রথম পরিচিত, যে গৃহতল মানবকে প্রথম আশ্রয় দান করে, সেই আদি আশ্রয়ভূমি সূতিকা-গৃহের স্বাস্থ্যকরত্বের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

এতদ্দেশের সূতিকা-গৃহ যেরূপ স্থানে, যেরূপ উপাদানে, যেরূপ সঙ্কীর্ণভাবে নির্ম্মিত হয়, তাহা যে অতীব নিন্দনীয় ও অস্বাস্থ্যকর সেই কথা আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সহরের কথা ছাড়িয়া প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের কথাই বলিতেছি। বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যে অতি অপ্রশস্তরূপে অধিকাংশ স্থলেই একখানি চালের দ্বারা অর্দ্ধ গৃহ নির্ম্মিত হয়। কোন স্থানে সুপারিপত্র, তালপত্র, স্থল বিশেষে উলুখড় দ্বারা তাহার উপরের আবরণ (ছাউনী) দেওয়া হয়। বর্ষাকালে বরুণদেবের কৃপা হইলে সদ্যোজাত শিশু-সন্তানটিকে বুকে লইয়া স্বীয় মস্তক রক্ষা করিবার জন্য প্রসূতিকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। গৃহের চতুর্দ্দিকে যে বেড়া দেওয়া হয় তাহাও অতি জঘন্য। বাটীর যে সমস্ত চাটাই, মাদুর, হোগলা অব্যবহার্য্য ও পরিত্যাজ্য তৎসমুদায় দ্বারাই গৃহের চতুর্দ্দিকে আবরণ দেওয়া হইয়া থাকে। উহা রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম নিবারণের পক্ষে যে কতদূর সাহায্য করে তাহা সহজেই অনুমেয়। গৃহভিত্তি প্রায় উচ্চ করা হয় না, যদিও কোন কোন স্থানে করা হয় তাহাও ৫ ইঞ্চির ঊর্দ্ধ নহে। ইহার ফল এই যে, বর্ষাকালে প্রাঙ্গণের জল শোষণ করিয়া ভিত্তি নিরন্তর আর্দ্র অবস্থায় থাকে। এইরূপ আর্দ্র-ভূমিতে ১খানি চাটাই বা মাদুর মাত্র শয্যাধার নির্দ্দিষ্ট হয়, শয্যাটী আবার বাটীর অব্যবহার্য্য, ছিন্ন, মলিন, পরিত্যক্ত বসনাদি দ্বারা রচিত হইয়া থাকে!

সাধারণতঃ সূতিকা গৃহের আয়তন এতদূর সংকীর্ণ হইয়া থাকে যে, তাহাতে পাদ বিস্তার করিয়া শয়ন করা প্রসূতির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। এই প্রকার অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগারে প্রসূতি, সদ্যোজাত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া ১০ দিন বা এক মাস পর্য্যন্ত অতি কষ্টে কখন অর্দ্ধশায়িত-ভাবে কখন বা উপবেশন করিয়া দিবা-যামিনী অতিবাহিত করেন। এইরূপ গৃহে বাস করিয়া প্রসূতি ও সন্তান যে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? সূতিকা গৃহে সদ্যোজাত শিশুর দেহে যে রোগের বীজ অঙ্কুরিত হয়, ঐ বীজ কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া মহৎ অনিষ্টসাধন করে। ক্বচিৎ চিরজীবনের জন্য শিশুকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। প্রসূতিও সূতিকা-রোগগ্রস্ত হইয়া রুগ্ন শয্যায় শায়িতা থাকেন, কোন কোন স্থলে

বা ইহজীবনের লীলা শেষ করিয়া শিশুটীর জীবনও সংশয়াপন্ন করেন।

ফল প্রত্যাশায় বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া যদি তাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ বারি সিঞ্চন করা না হয়, যদি তাহাতে সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ না করে, তাহা হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, কিম্বা অঙ্কুরিত হইলেও যেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সূতিকা গৃহে যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তৎকালে তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, সে সন্তান জীবনে কখনও স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। যে সূতিকাগৃহ আমাদিগের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের নিদানভূত, সেই সূতিকাগৃহ সংস্কারের উপরিই জাতীয় জীবনের উন্নতি যে সর্ব্বথা নির্ভর করিতেছে একথা বোধ হয় পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

যে সময় আমরা পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই সময় আমাদিগের আশ্রয়-শয্যা পরিত্যক্ত চাটাই, মাদুর হোগলা, বা চাঁচ; আর যখন আমরা ভবলীলা শেষ করিয়া লোকান্তরে আশ্রয় লইতে যাই, তৎকালে মৃতদেহের জন্য খাট, পালঙ্গ, লেপ তোষোকের ব্যবস্থা! ইহা অপেক্ষা পরিতাপ ও মূর্খতার বিষয় আর কি হইতে পারে। অবশ্য দরিদ্রদিগের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা হয় না বটে, কিন্তু যাহাদিগের জন্য হইয়া থাকে, তাহাদিগের সূতিকাগারও বাটীর ভিতর যেখানি নিকৃষ্ট গৃহ তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে সূতিকাগার নির্ম্মাণ ও প্রসূতির সুখজনক দ্রব্যাদি রক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

ঋষি সুশ্রুত বলিতেছেন সূতিকাগার ৮ হাত দীর্ঘ ৪হাত প্রস্থ, পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট এবং গৃহভিত্তি সুলিপ্ত হইবে। ইহাতে পর্য্যঙ্ক (খাট), রক্ষাকর ও মঙ্গলজনক দ্রব্য থাকিবে।

ঋষি চরক বলিতেছেন—নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। যেস্থানে সূতিকগার নির্ম্মাণ করিবে সেই স্থানটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাহাতে যেন অস্থি বালুকা, খোলার কুচি, প্রভৃতি না থাকে, গৃহের ভূমি যেন প্রশস্ত রূপ, রস, গন্ধবিশিষ্ট হয়, অগ্নি রক্ষার্থে আম্র, বিল্ব, গাব, ইঙ্গুদী, বরুণ বা খদির কাষ্ঠের প্রচুর আয়োজন রাখিবে। পর্য্যঙ্ক, বসন, আলেপন, আচ্ছাদন, পিধান, মল মূত্রাদি পরিত্যাগের স্থান, উনন, ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, জল এবং প্রসূতির পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্য সুখকর ও আবশ্যকীয় তৎসমুদয় রক্ষা করিবে। (চরকশারীর ৮ম)

সূতিকাগার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যপ্রদ ও প্রসূতির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমন্বিত হইবে ইহাই আচার্য্যগণের মত। কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সময়ে সূতিকাগার নির্ম্মাণ ও নির্ব্বাচন যেন একটী বাজে কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

জীবনের প্রথম আশ্রয় স্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম সূত্রপাত যে গৃহে, তৎপ্রতি আমাদিগের পূর্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের পাকা বাড়ী ঘর আছে তাঁহারা যেন বাটীর মধ্যে একখানি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন খট্‌খটে, উপযুক্ত দরজা জানালাবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত গৃহ সূতিকাগাররূপে নির্ব্বাচন করেন। দ্বিতল বা ত্রিতল হইলে তাহাতে খাটের আবশ্যক করে না কিন্তু নিম্নের ঘর হইলে তাহাতে খাটের ব্যবস্থা করা সঙ্গত ও অত্যাবশ্যক।

যাহাদিগের কাঁচা বাড়ী ঘর তাঁহাদিগের যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। গৃহভিত্তি ন্যূন পক্ষে দ্বিহস্ত পরিমিত উচ্চ এবং শুষ্ক হওয়া উচিত, সুবিধা হইলে উহাতে একখানি খাটের ব্যবস্থা রাখিবেন। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন সুকোমল শয্যা, ঋতু অনুযায়ী আবশ্যকীয় গাত্রাবরণ প্রদান করিবেন।

সূতিকা গৃহের চাল বেড়া, রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে শিশু ও প্রসূতিকে সুরক্ষিত করিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, অথচ আলো বাতাস প্রবেশের পক্ষে বিঘ্ন না জন্মে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। **অগ্নিরক্ষা** সূতিকাগারের একটী প্রধান ও অত্যাবশ্যক কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত বাবু ভায়াদিগের বাটীতে সূতিকাগারে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা, স্বেদ, তাপ প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রসবান্তে প্রসূতিকে স্বেদ তাপ দেওয়া যে তৎকালিক ও ভবিষ্যত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রসবান্তে রক্তহীনতা প্রযুক্ত কফ ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময় উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা কফের হ্রাস পায় এবং শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি প্রসবান্তে যে সকল প্রসূতিকে উপযুক্ত স্বেদ তাপ দেওয়া হয় না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে সর্দ্দি, কাসি, মস্তকে গুরুভার বোধ, হস্তপদে বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন স্থলে বাতরোগাক্রান্তা হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি, কোন কোন স্থলে আমরা "হরিবোলার ব্যবস্থা" দেখিতে পাই—এই প্রথায়, প্রসবান্তে, প্রসবের পরবর্ত্তী সমস্ত নিয়ম বর্জ্জন করিয়া প্রসূতিকে ও সদ্যোজাত বালককে ইচ্ছানুসারে স্নান আহারাদি প্রদান করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ প্রথা পূর্ব্বে এদেশে কথনও ছিলনা। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতেই হইয়াছে। স্থল বিশেষে কোন কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এই প্রথা যে প্রসূতি ও সদ্যোজাত বালক উভয়ের পক্ষেই হিতকর নহে, ইহা আমরা অবশ্য বলিব।

অগ্নিরক্ষা—সূতিকাগৃহে একটী অনতি-গভীর গর্ত্ত করিবে, তন্মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবে, * লতা পত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কথনও অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে না, কারণ লতা পত্রের সহিত কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য থাকিতে পারে ঐ বিষাক্ত দ্রব্যের ধূম নির্গত হইয়া প্রসূতি ও সন্তানের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। আম, তেঁতুল, গাব, সুন্দুর, বেল প্রভৃতি অতি শুষ্ক কাষ্ঠের অগ্নি জ্বালিবে। কাষ্ঠবিশেষ শুষ্ক না হইলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ধূম নির্গত হইয়া সদ্যোজাত সন্তানের ও প্রসূতির শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারে।

দিবানিশি ঐ নির্ধূম অগ্নি সূতিকাগারে সাবধানের সহিত রক্ষা করিবে। এবং তদ্দ্বারা প্রসূতিকে সকাল ও সন্ধ্যায় স্বেদ প্রদান করিবে।

* অধিষ্ঠানে চাগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ।
(সুশ্রুত—শারীর ১০ অঃ)

সুতিকাগারে কখনও কেরোসিন তৈলের আলো রাখিবে না, উহার ধূম অতীব অনিষ্টকারী। নিদ্রিতাবস্থায় রুদ্ধ গৃহ কেরোসিন তৈলের ধূম ব্যাপ্ত হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অতঃপর আমরা প্রসূতির পথ্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রসবের পর প্রসূতিকে শীতল বস্তু এমনকি শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে না। ঈষদুষ্ণজল পান করিতে দিবে। প্রথম দুই একদিন চিড়াভাজা উত্তম গব্যঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ যোগে প্রসূতি সেবন করিবে। অনেক প্রসূতির প্রসবের পর দুষ্টরক্ত রীতিমত স্রাব না হওয়ায়, উদরে অত্যন্ত বেদনা হয়, কিন্তু প্রসবের পর প্রসূতিকে পিপুল, পিপুলমূল, চক্রি, চিতামূল ও শুঁঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণ সিকিভরি পরিমাণ লইয়া একছটাক গরম জলে মিশাইয়া উহার সহিত সিকিভরি আকের গুড় দিয়া প্রথমতঃ প্রসবের পর ৩।৪ দিন সেবন করাইলে আর এরূপ বেদনা জন্মিতে পারিবে না। এবং দুষ্টরক্ত ও নিঃশেষিত রূপে নির্গত হইয়া যাইবে। ইহাকে "ঝাল খাওয়া" বলে। পল্লীগ্রামে এখনও ইহা প্রচলিত আছে। প্রসবের পর রক্তস্রাব জন্য কোন কোন প্রসূতির অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে, এ-অবস্থায় ঈষদুষ্ণ জল অল্প অল্প পান করা উচিত। কএক দিনের পর প্রসূতিকে পুরাণ সরু চালের ভাত, ভাজা তরকারী, উত্তম গব্য ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে। ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি প্রবল থাকিলে মোহনভোগ ও লুচি অপথ্য নহে। কিন্তু প্রসূতি সর্ব্বদা আহারের মাত্রায় প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন—অপরিমিত ভোজন সর্ব্বথা অহিত কর। প্রতিদিন প্রসূতিও শিশু রীতিমত তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্বেদ গ্রহণ করিবে। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

''প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বতঃ পবিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্প-ভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাস মতন্দ্রিতা।

প্রসূতি হিতকর আহার-বিহার পরিমিতরূপ সেবন করিবে। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, সিঁড়িতে উঠানামা শ্রমজনক কার্য্য, স্বামিসহবাস, ক্রোধ, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান, ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া ত্যাগ করিবে। এই সকল নিষেধ না মানিলে সুতিকা রোগ জন্মে। একমাস পর্য্যন্ত নিত্য তেল মর্দ্দন ও সেঁক লওয়া উচিত।

"প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে
সুতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতম্।
ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ।

প্রসবের পর দেড়মাস কিম্বা যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুদর্শন না হয় ততদিন, প্রসূতি সুতিকানামে অভিহিত হয়। প্রসূতি পূর্ব্বোক্ত মৈথুন বর্জ্জনাদি নিয়ম চারিমাস পালন করিয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ-দেহ হইলে, চারিমাসের পর তাহাকে নিয়ম বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিবে।

আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম। যদি আমাদের দেশের নারীগণ প্রসবের পর, আয়ুর্ব্বেদ বিহিত উপরি লিখিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করেন, তাহা হইলে আধুনিক স্ত্রী-রোগ-চিকিৎসকগণের কার্য্য অনেক লঘু হইয়া আসিবে এবং ভারত আবার সুস্থ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, মেধাবী ও ধার্ম্মিক সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনে

সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে আমরা আয়ুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

শস্ত্রচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ যে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র যে এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ঋণী, তাহা পাশ্চাত্য মনস্বিগণও স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অধুনা যে সকল তথ্য পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান নবাবিষ্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক শস্ত্র-চিকিৎসা বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শস্ত্র-চিকিৎসা অপেক্ষা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ বিবেচ্য। এক্ষণে জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য শস্ত্র-প্রয়োগ বিজ্ঞান তদ্দেশীয়গণই এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যখন আর শস্ত্রকর্ম্ম-কুশল নহেন, তখন এই ধারণা নিতান্ত দোষাবহ নহে। কিন্তু শল্যতন্ত্র প্রধান সুশ্রুত গ্রন্থের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—

তত্র শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠপাষাণ-পাংশুলোহলোষ্ট্রাস্থি-বাল-নখ-পূযা-স্রাবান্ত-গর্ভ-শল্যোদ্ধারণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধান-ব্রণ-বিনিশ্চয়ার্থঞ্চ। সু, সূত্র, ১ অঃ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্য তন্ত্রকেই প্রধান বলা হইয়াছে। যথা—

অষ্টাস্বপি চায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষ্বেতদেবাধিকমভি-মতমাশুক্রিয়াকরণাদ্যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ-সর্ব্বকর্ম্মসামান্যাচ্চ। সু, সূত্র, ১ অঃ।

শস্ত্র কর্ম্মের আশু ফলবত্তার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শস্ত্র কর্ম্ম অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত আছে। যথা—

তচ্চ শস্ত্রকর্ম্মাষ্টবিধং। তদ্‌যথা ছেদ্যংভেদ্যং-লেখ্যংবেধ্যমাহার্য্যং বিস্রাব্যং সীব্যমিতি।

সু, সূত্র, ৫ অঃ।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার। যথা—

বিংশতিঃ শস্ত্রাণি। তদ্‌যথা মণ্ডলাগ্রকর-পত্রবৃদ্ধি-পত্রনখশস্ত্র-মুদ্রিকোৎপলপত্রকার্দ্ধধার-সূচী-কুশ-পত্রাটীমুখ-শরারিমুখান্তর্ম্মুখত্রিকূর্চ্চক কুঠারিকা-ব্রীহি-মুখারাবেতস-পত্রকবড়িশ-দন্ত-শঙ্কেষণ্য ইতি।

সু, সূত্র, ৮ অঃ।

এই সকল শস্ত্র সূক্ষ্মধারযুক্ত এবং ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বকথিত আট প্রকার শস্ত্রকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

মণ্ডলাগ্রং ফলে তেষাং তর্জ্জন্যন্ত নথাকৃতি।
লেখনে ছেদনে যোজ্যং পোথকী শুণ্ডিকাদিষু॥
বৃদ্ধিপত্রং ক্ষুরাকারং ছেদভেদনপাটনে।
ঋজ্বগ্রমুন্নতে শোফে গম্ভীরে চ তদন্যথা॥
ছেদেহস্থ্নাং করপত্রন্ত খরধারং দশাঙ্গুলম।
বিস্তারে দ্ব্যঙ্গুলং সূক্ষ্মদন্তং সুৎসরুবন্ধনম্॥

ইত্যাদয়ঃ অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষড়্‌-বিংশতিতম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যাণি।

শস্ত্র সম্পৎ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুরূপাণি সুসমাহিত মুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্র-সম্পৎ। তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধার-

মভিস্থুল মত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীত গুণমাদদীতান্যত্র-করপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং। তত্র। ধারাভেদনানাং মাসূরী। লেখনানামর্দ্ধমাসূরী। বিস্রাবণানাঞ্চ কৈশিকী। ছেদনানামর্দ্ধ-কৈশিকীতি। তৈষাং পায়না ত্রিবিধাঃ ক্ষারোদক-তৈলেষু। তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছেদনে। উদকপায়িতং মাংসচ্ছেদনভেদনপাটনেষু। তৈলপায়িতং সিরাব্যধনস্নায়ুচ্ছেদনেষু॥ তেষাং নিশানার্থং শ্লক্ষ শিলা মাষবর্ণা। ধারা সংস্থাপনার্থং শাল্মলী-ফলকমিতি॥

ভবতি চাত্র :—

যদা সুনিশিতং শস্ত্রং রোমচ্ছেদি সুসংস্থিতং।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

সু, সূত্র, ৮ অঃ।

যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

যন্ত্রশতমেকোত্তর মত্রহস্তমেবপ্রধানতমং যন্ত্রাণামবগচ্ছ। কিং কারণং। যস্মাদ্ধস্তাদৃতে যন্ত্রাণামপ্রবৃত্তিরেব তদধীনত্বাদ্ যন্ত্রকর্ম্মণ্যং। তত্রমনঃশরীরাবাধকরাণি শল্যানি তেষামাহরণোপায়ো যন্ত্রাণি। তানি ষট্প্রকারাণি। তদ্ যথা—স্বস্তিকযন্ত্রাণি, সন্দংশযন্ত্রাণি, তালযন্ত্রাণি, নাড়ীযন্ত্রাণি, শলাকাযন্ত্রাণি, উপযন্ত্রাণি চেতি॥ তত্র চতুর্ব্বিংশতিঃ স্বস্তিকযন্ত্রাণি। দ্বে সন্দংশ-যন্ত্রে। দ্বে এব তালযন্ত্রে। বিংশতির্নাড্যঃ। অষ্টাবিংশতিঃ শলাকাঃ। পঞ্চবিংশতিরুপযন্ত্রাণি। তানি প্রায়শোলৌহানি ভবন্তি। তৎপ্রতিরূপকাণি বা তদলাভে। তত্র নানাপ্রকারাণাং-ব্যালানাং-মৃগপক্ষিণাং-মুখৈর্ম্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি। তস্মাত্তৎসারূপ্যাদাগমাদুপদেশাদন্যযন্ত্রদর্শনাদ্যুক্তিতশ্চ কারয়েৎ॥ সু, সূত্র, ৭ অঃ।

শস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে আবশ্যক মত যন্ত্র যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে স্থলবিশেষে নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইবার উপদেশ স্পষ্ট জানা যায়।

শস্ত্রকর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

অধিগত-সর্ব্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যম্ যোগ্যাং কারয়েৎ। ছেদ্যাদিষু স্নেহাদিষু কর্ম্মপথমুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোঽপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি॥

ইহার পর ছেদ্যাদি ক্রিয়া কি করিয়া শিক্ষা করিতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শস্ত্রচিকিৎসকের গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

শৌর্য্য মাশু-ক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ন্য মস্বেদ-বেপথূ।
অসম্মোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্র-কর্ম্মণি শস্যতে॥

সু, সূত্র, ৫ অঃ।

শস্ত্র চিকিৎসকের দোষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

হীনাতিরিক্তং তির্য্যক্ চ গাত্রচ্ছেদন মাত্মনঃ।
এতাশ্চতস্রোঽষ্টবিধে কর্ম্মণি ব্যাপদঃ স্মৃতাঃ।
অজ্ঞানলোভহিতবাক্যযোগ
ভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চভাবৈঃ।
যদা প্রযুঞ্জীত ভিষক্ কুশস্ত্রং তদা
সশেষান্ কুরুতে বিকারান্।
তৎক্ষার-শস্ত্রাগ্নিভিরৌষধৈশ্চ
ভূয়োঽভিযুঞ্জানমযুক্তি-যুক্তং।
জিজীবিষুর্দূরত এব বৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদুগ্র-বিষাগ্নি-তুল্যং।

রোগীর প্রতি চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

তস্মাপুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরম্ ভিষক্।

সু, সূত্রঃ ২৫ অঃ।

শস্ত্র কর্ম্মের ত্রৈবিধ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

ত্রিবিধং কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্ম প্রধান-
কর্ম্ম পশ্চাৎকর্ম্মেতি।

পূর্ব্বকর্ম্ম অর্থে শস্ত্রচিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া, প্রধান কর্ম্ম শস্ত্রোপচার এবং পশ্চাৎ কর্ম্ম অর্থে কৃতশস্ত্রকর্ম্ম দুর্ব্বল রোগীকে সুস্থ ও সবল করা।

শস্ত্রকার্য্যের পূর্ব্বে আহরণীয় উপকরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

অতোঽন্যতমং কর্ম্ম চিকীর্ষতা বৈদ্যেন পূর্ব্বমেবোপকল্পয়িতব্যানি তদ্যথা যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নি-শলাকা-শৃঙ্গ-জলৌকালা-বুজাম্ববৌষ্ঠ-পিচুপ্রোত-সূত্রপত্রপট্টমধুঘৃতবসাপয়স্তৈলতর্পণকষায়ালেপন-কল্কব্যজনশীতোষ্ণোদকটাহাদীনি পরিকর্ম্মিণশ্চ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ বলবন্তঃ।

শস্ত্রপ্রয়োগ কালে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যে ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্ম (chloroform) ব্যবহার করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদে সেই সকল ক্ষেত্রে রোগীকে মদ্য পান করাইয়া অচেতন করা হইত।

প্রমাণ যথা :—

প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যো বেদনাসহঃ॥
ন মূর্চ্ছত্যন্নসংযোগান্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।
সু, সূত্রঃ ১৭ অঃ।

ক্লোরোফর্ম এবং মদ্য রসায়নশাস্ত্র মতে একজাতীয় পদার্থ। মদ্যের ন্যায় ক্লোরোফর্ম পান করিলে মত্ততা জন্মে। প্রভেদ এই যে ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করাইয়া এবং মদ্য পান করাইয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়।

ব্রণ বলিতে অধুনা সাধারণে ফোড়া বুঝিয়া থাকেন কিন্তু শাস্ত্রে ব্রণ বলিতে ক্ষত বুঝায়। সুশ্রুতে দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতে লিখিত হইয়াছে :—

দ্বৌব্রণৌ ভবতঃ শারীর আগন্তুকশ্চেতি। তয়োঃ শারীরঃ পবনপিত্তকফশোণিত-সন্নিপাত-নিমিত্তঃ। আগন্তুরপি পুরুষপশুমৃগপক্ষি-ব্যালসরীসৃপ প্রপতনপীড়ন-প্রহারাগ্নিক্ষারবিষ-তীক্ষ্ণৌষধশকলকপালশৃঙ্গচক্রেষু পরশুশক্তি-কুন্তাদ্যায়ুধাভিঘাতনিমিত্তঃ। তত্র তুল্যো ব্রণ-সামান্যে দ্বিকারণোত্থান-প্রয়োজন-সামর্থ্যাদ্ দ্বিব্রণীয় ইত্যুচ্যতে।

ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন ব্রণের লক্ষণ, ষাট প্রকার চিকিৎসা এবং পথ্য প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ব্রণবন্ধনের চতুর্দ্দশ প্রকার প্রণালীর বিষয় কথিত হইয়াছে। যথা :—

কোশদামস্বস্তিকানুবেল্লিত-প্রতোলী-মণ্ডল-স্থগিক-যমক-খট্বা-চীন-বিবন্ধ--বিতান-গোফণা-পঞ্চাঙ্গীচেতি চতুর্দ্দশ-বন্ধ-বিশেষাঃ তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র কোশমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্বসু বিদধ্যাৎ। দাম সম্বাধেঽঙ্গে। সন্ধিকূর্চ্চকভ্রূস্তনান্তরতলকর্ণেষু স্বস্তিকং। অনুবেল্লিতন্তু শাখাসু। গ্রীবা-মেঢ্রয়োঃ প্রতোলীং। বৃত্তেঽঙ্গে মণ্ডলং। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমেঢ্রাগ্রেষু স্থগিকাং। যমল-ব্রণয়োর্যমকং। হনুশঙ্খগণ্ডেষু খট্বাং। অপাঙ্গয়োশ্চীনং। পৃষ্ঠোদরোরঃসু বিবন্ধং। মূর্দ্ধনি বিতানং। চিবুকনাসৌষ্ঠাংস-বস্তিষু গোফণাং। জত্রুণ ঊর্দ্ধং পঞ্চাঙ্গীমিতি। যো বা যস্মিন্ শরীর-প্রদেশে সুনিবিষ্টো ভবতি তং তস্মিন্ বিদধ্যাৎ। যন্ত্রণমত ঊর্দ্ধ মধস্তির্য্যক্ চ॥

ব্রণ রোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রণিণঃপ্রথমমেবাগারমন্বিচ্ছেত্তচ্চাগারং প্রশস্তবাস্ত্বাদিকং কার্য্যং। প্রশস্তবাস্তুনি গৃহে শুচাবাতপবর্জ্জিতে। নিবাতে নচ রোগা স্যুঃ শারীরাগন্তু মানসাঃ। * * * * নচ

দিবা নিদ্রা-বশগঃ স্যাৎ। * * * * *
উত্থানসংবেশনপরিবর্ত্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু
চাত্মচেষ্টাস্বপ্রমত্তং ব্রণং সংরক্ষেৎ। স্থানাসনং
চংক্রমণং যানযানাতি-ভাষণং। ব্রণবান্
নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ॥ * * * *
গম্যানাঞ্চ স্ত্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনাদি
দূরতঃ পরিহরেৎ। * * * * মত্তপশ্চ
মৈরেয়াহরিষ্টাসবসীধুসুরাবিকারান্ পরিহরেৎ।
বাতাতপরজো-ধূমাবশ্যায়াতি-সেবনাতিভোজনা-
নিষ্টশ্রবণদর্শনের্ষ্যামর্ষভয়ক্রোধ-শোকধ্যানরাত্রি-
জাগরণ-বিষমাশনোপবাস-বাগ্ব্যায়ামস্থান-চংক্র-
মণশীত বাত-বিরুদ্ধা-শনাজীর্ণ মক্ষিকাদ্যা বাধাঃ
পরিহরেৎ॥

এইরূপে ধূম, ধূলি, মক্ষিকা প্রভৃতি হইতে ব্রণরোগীকে রক্ষা করার ফলে ক্ষত দূষিত (Septic) হইতে পারে না।

শল্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

শল শ্বল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতি রূপং। তদ্দ্বিবিধং শারীর মাগন্তুকঞ্চ॥ সর্ব্ব-শরীরাবাধকরং শল্যং তদিহোপদিশ্যত ইত্যতঃ শল্যশাস্ত্রং। তত্র শারীরং রোমনখাদিধাতবো-ঽন্নমলাদোষাশ্চ দুষ্টাঃ॥ আগন্ত্বপি শারীরশল্য-ব্যতিরেকেণ যাবন্তোভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহবেণুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েষু তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষ্বেব বিশসনার্থোপ-পন্নত্বাল্লোহস্য লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্ দূরপ্রয়োজন-করত্বাচ্চ।

শস্ত্র ও শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাতে বুঝা যায় যে অধুনা প্রচারিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রচিকিৎসার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী রোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। চক্ষু চিকিৎসার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

ষট্সপ্ততির্বিভিহিতা ব্যাধয়ো নামলক্ষণৈঃ।
চিকিৎসিত মিদংতেষাং সমাসাদ্ব্যাসতঃ শৃণু।
ছেদ্যাস্তেষু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভেদ্যাঃ পঞ্চবিকারাঃ স্যুর্বেধ্যা পঞ্চদশৈবতু।
দ্বাদশাঃ শস্ত্রকৃত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি।
রোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চচ জানতা।
অসাধ্যৌ বা ভবেত্তাস্তু যাপ্যৌবাগন্তু সংজ্ঞিতৌ।

শ্লেষ্মজ লিঙ্গনাশ রোগের (cataract) চিকিৎসায় কথিত হইয়াছে:—

শ্লৈষ্মিকে লিঙ্গনাশে তু কর্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে।
সচেদর্দ্ধেন্দুঘর্ম্মাম্বুবিন্দুমুক্তাকৃতিঃ স্থিরঃ।
বিষমো বা তনুর্ম্মধ্যে রাজিমান্বা বহুপ্রভঃ।
দৃষ্টিস্থো লক্ষ্যতে দোষঃ সরুজো বা সুলোহিতঃ।
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য তস্যাথ কালে নাত্যুষ্ণশীতলে॥
যন্ত্রিতস্যোপবিষ্টস্য স্বাং নাসাং পশ্যতঃ সমং।
মতিমান্ শুক্লভাগৌ দ্বৌ কৃষ্ণামুক্ত্বাঽপাঙ্গতঃ॥
উন্মীল্য নয়নে সম্যক্ সিরাজাল-বিবর্জ্জিতে।
নাধো নোর্দ্ধঞ্চ পার্শ্বাভ্যাঃ ছিদ্রে দৈবকৃতে ততঃ॥
শলাকয়া প্রযত্নেন বিশ্বস্তং যবক্ত্রয়া।
মধ্য প্রদেশন্যঙ্গুষ্ঠ-স্থিরহস্ত-গৃহীতয়া॥
দক্ষিণেন ভিষক্ সব্যং বিধ্যেৎ সব্যেন চেতরৎ॥
বারিবিন্দ্বাগমঃ সম্যক্ ভবেচ্ছব্দ স্তথা ব্যধে।
সংসিচ্য বিদ্ধ-মাত্রন্তু যোষিৎ-স্তন্যেন কোবিদঃ॥
স্থিরে দোষে চলে বাপি স্বেদয়েদক্ষি বাহ্যতঃ।
সম্যক্ শলাকাং সংস্থাপ্যাভ্যঙ্গৈরনিল-নাশনৈঃ॥
শলাকাগ্রেণ তু ততো নির্লিখেদ্দৃষ্টি-মণ্ডলম্।
বিধ্যতো যোঽন্য-পার্শ্বেঽক্ষস্তংরুদ্ধা নাসিকাপুটম্॥
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ।
নিরভ্র ইব ঘর্ম্মাংশুর্যদা দৃষ্টিঃ প্রকাশ্যতে॥
তদাসৌ লিখিতং সম্যক্ জ্ঞেয়া যা চাপি নির্ব্যথা।
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ॥
ঘৃতেনাভ্যজ্য নয়নং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ॥

উদ্গারকাসক্ষবথুষ্ঠীবনোজ্জৃম্ভনানি চ।
তৎ-কাল নাচরেদূর্দ্ধং বিধিশ্চ স্নেহপীতবৎ॥
ত্র্যহাত্র্যহাচ্চ ধাবেত কষায়ৈরনিলাপহৈঃ।
বায়োর্ভয়াত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ॥
দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টি প্রসাদনং।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া॥

বদ্ধগুদোদর (Intestinal obstruction) এবং পরিস্রাব্যুদর রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

বদ্ধগুদে পরিস্রাবিণি চ স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাভ্যক্তস্যাধো নাভের্ব্বামত শ্চতুরঙ্গুল মপহায় রোম রাজ্যা উদরং পাটয়িত্বা চতুরঙ্গুল-প্রমাণাণ্যন্ত্রাণি নিষ্কৃষ্য নিরীক্ষ্য বদ্ধগুদস্যান্ত্রপ্রতিরোধকরমশ্মানংবালংবাপোহ্য মলজাতঞ্চ বা ততো মধুসর্পির্ভ্যামভ্যজ্যান্ত্রাণি যথাস্থানং স্থাপয়িত্বা বাহ্যং ব্রণমুদরস্য সীব্যেৎ। পরিস্রাবিণ্যপ্যেবমেব শল্যমুদ্ধৃত্যান্ত্রস্রাবান্ সংশোধ্য তচ্ছিদ্রমন্ত্রং সমাধায় কৃষ্ণপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ দষ্টেচ তাসা কায়ানপহরেন্ন শিরাংসি-ততঃ পূর্ব্ববৎ সীব্যেৎ সন্ধানঞ্চ যথোক্তং কারয়েৎ।

জলোদর রোগে উদরস্থ জল নিঃসারণ (Paracentesis abdominis) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

উদকোদরিণস্তু বাতহরতৈলাভ্যক্তস্যোষ্ণোদকস্বিন্নস্য স্থিতস্যাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতস্যাকক্ষাৎ পরিবেষ্টিতস্যাধো নাভের্ব্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা ব্রীহিমুখেনাঙ্গুষ্ঠোদর-প্রমাণম বগাঢ়ং বিধ্যেৎ। তত্র ত্রপ্বাদীনামন্যতমস্য নাড়ী-দ্বিদ্বারাং পক্ষনাড়ীং বা সংযোজ্য দোষোদকমবসিঞ্চেত্ততো নাড়ীমপহৃত্য তৈললবণেনাভ্যজ্য ব্রণবন্ধেনোপচরেন্ন চৈকস্মিন্নেব দিবসে সর্ব্বং দোষোদকমপহরেৎ সহসাহ্যপহৃতে তৃষ্ণাজ্বরাঙ্গমর্দ্দাতিসারশ্বাসপাদদাহা উৎপদ্যেরন্নাপূর্য্যতে বা ভূশতরমুদরমসঞ্জাত-প্রাণস্য তস্মাতৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠাষ্টদশম-দ্বাদশষোড়শরাত্রাণামন্যতম মন্তরীকৃত্য দোষোদকমল্পাল্প মবসিঞ্চেৎ। নিঃস্রুতে চ দোষে গাঢ়তরমাবিককৌশেয়চর্ম্মণামন্যতমেন পরিবেষ্টয়েদুদরং তথা নাধ্মাপয়তি বায়ুঃ। ষণ্মাসাংশ্চ পয়সা ভোজয়ে জ্জাঙ্গলরসেন বা। ততো ত্রীন্ মাসানর্দ্ধোদকেন ফলাম্লেন জাঙ্গলরসেন বাবশিষ্টং মাসত্রয়মন্নং লঘুহিতং বা সেবেতৈবং সংবৎসরেণাগদী ভবতি। ভবতি চাত্র—আস্থাপনৈচৈব বিরেচনেচ পানে তথাহার-বিধিক্রিয়াসু। সর্ব্বোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরং শৃতং জাঙ্গলজো রসো বা॥

অশ্মরী রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

অথ রোগান্বিতমুপস্নিগ্ধমপকৃষ্টদোষমীষৎ কর্শিত মভ্যক্তস্বিন্ন শরীরং ভুক্তবন্তং কৃতবলিমঙ্গলস্বস্তিবাচনমগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপকল্পিত-সম্ভার মাশ্বাস্য ততো বলবন্তমবিক্লবমাজানুসমে ফলকে প্রাগুপবেশ্য পুরুষঞ্চ তস্যোৎসঙ্গে-নিষণ্ণ-পূর্ব্বকায় মুত্তানমুন্নতকটিকং সঙ্কুচিতজানু কূর্পরমিতরেণ সহাববদ্ধং সূত্রেণ শাটকৈর্ব্বা ততঃ স্বভ্যক্তনাভি-প্রদেশস্য বামপার্শ্বং বিমৃদ্য মুষ্টিনাহবপীড়য়েদধো নাভে র্যাবদশ্মর্য্যধঃ প্রপন্নেতি। ততঃ স্নেহাভ্যক্তে কৃপ্তনখে বামহস্ত প্রদেশিনী মধ্যমে পায়ৌপ্রণিধায়ানুসেবনীমাসাদ্য প্রযত্নবলাভ্যাং পায়ুমেঢ্রান্তরমানীয় নির্বলীক মনায়ত মবিষমঞ্চ বস্তিং সন্নিবেশ্য ভৃশমুৎপীড়য়েদঙ্গুলিভ্যাং যথা গ্রন্থিরিবোন্নতং শল্যং ভবতি।

সচেদ্ গৃহীত শল্যেতু বিবৃতাক্ষো বিচেতনঃ।
হতবল্লম্বশীর্ষশ্চ নির্ব্বিকারো মৃতোপমঃ॥
ন তস্য নির্হরেচ্ছল্যং নির্হরেৎতু ম্রিয়তে সঃ।
বিনাত্বেতেষু রূপেষু নির্হর্ত্তুং সমুপাচরেৎ॥

সব্যে পার্শ্বে সেবনীং যবমাত্রেণ মুক্ত্বাবচারয়েৎ শস্ত্রমশ্মরীপ্রমাণং দক্ষিণতো বা ক্রিয়াসৌকর্য্যহেতোরিত্যেকে। যথা চ ন ভিদ্যতে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রযতেত। চূর্ণমল্পমপ্যবস্থিতংহি পুনঃ পরিবৃদ্ধিমেতি তস্মাৎ সমস্তামগ্রবক্রেণাদদীত। স্ত্রীণান্তুবস্তিপার্শ্বগতো গর্ভাশয়ঃ সন্নিকৃষ্টঃ তস্মাদাসামুৎসঙ্গবচ্ছস্ত্রং পাতয়েদতোঽন্যথা খল্বাসাং মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবেৎ। পুরুষস্য বা মূত্রপ্রসেকক্ষণনামূত্র ক্ষরণং।

অর্শরোগে ক্ষার, অগ্নি এবং শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে বাগ্ভট বলিয়াছেন :—

শুচিং কৃতস্বস্ত্যয়নং মুক্তবিন্মূত্রমব্যথম্।
শয়নে ফলকে বাস্তনয়োৎসঙ্গে ব্যপাশ্রিতম্॥
পূর্ব্বেন কায়েনোত্তানং প্রত্যাদিত্য-গুদং সমম্।
সমুন্নত-কটীদেশমথযন্ত্রণবাসসা॥
সক্থ্যোঃ শিরোধরায়াশ্চ পরিক্ষিপ্ত মৃজুস্থিতম্।
আলম্বিতং পরিচরৈঃ সর্পিষাভ্যক্ত-পায়বে॥
ততোঽস্মৈ সর্পিষাভ্যক্তং নিদধ্যাদৃজুযন্ত্রকম্।
শনৈরন্তর্মুখং পায়ৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রবাহণাৎ॥
যন্ত্রে প্রবিষ্টং দুর্নাম স্রোত-গুণ্ঠিতয়াংস্তুচ।
শলাকয়োৎপীড্য ভিষক্ যথোক্ত বিধিনাদহেৎ॥
ক্ষারেণৈবার্দ্রমিতরৎ ক্ষারেণ জ্বলনেন বা।
ছিত্বা বলিনশ্ছিত্বা বীতযন্ত্রমথাতুরম্॥

ছিন্ন নাসিকার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

বিশ্লেষিতায়াস্ত্বথ নাসিকায়া বক্ষ্যামি
সন্ধানবিধিং যথাবৎ।
নাসাপ্রমাণং পৃথিবীরুহাণাং পত্রং
গৃহীত্বা ত্ববলম্বিতস্য॥
তেন প্রমাণেন হি গণ্ডপার্শ্বাদুৎকৃত্যবদ্ধং
ত্বথনাসিকাগ্রং।
বিলিখ্য চাশু প্রতিসন্দধীত
তৎসাধু বন্ধৈর্ভিষগপ্রমত্তঃ॥
সুসংহিতং সম্যগথো যথাবন্
নাড়ীদ্বয়েনাভিসমীক্ষ্য বদ্ধা।
প্রোন্নম্যচৈনা মবচূর্ণয়েচ্চ
পত্তঙ্গযষ্টিমধুকাঞ্জনৈশ্চ॥
সংছাদ্য সম্যক্ পিচুনাসিতেন তৈলেন
সিঞ্চেদসকৃত্তিলানাং।
ঘৃতঞ্চপাষ্যঃ স নরঃ সুজীর্ণে স্নিগ্ধো বিরেচ্য
স যথোপদেশং॥
রূঢ়ঞ্চসন্ধানমুপাগতং স্যাত্তদর্দ্ধশেষন্তু
পুনর্নিকৃন্তেৎ।
হীনাং পুনর্ব্বর্দ্ধয়িতুং যতেত
সমাঞ্চ কুর্য্যাদতিবৃদ্ধমাংসং॥

সু, সূত্রঃ ১৬ অঃ।

এই চিকিৎসা পাশ্চাত্য দেশে রাইনোপ্ল্যাষ্টিক শস্ত্র চিকিৎসা নামে প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে এই চিকিৎসা প্রণালী ভারতবর্ষ হইতেই অল্পকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

অনেকই দেখিয়া থাকিবেন যে রোগীর অস্থি, সন্ধি প্রভৃতি ভগ্ন হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া ভগ্নস্থল এরূপ ভাবে আবদ্ধ রাখা হয় যেন সেই অঙ্গ সঞ্চালিত না হয়। আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ প্রণালী কপাট-শয়ন নামে কথিত। প্রমাণ যথা—

অথ জঙ্ঘোরু-ভগ্নানাং কপাট-শয়নং হিতং।
কীলকা বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্য্যা বিজানতা।
যথা ন চলনং তস্য ভগ্নস্য ক্রিয়তে তথা।
সন্ধেরুভয়তো দ্বৌ দ্বৌ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ॥
শ্রোণ্যাং বা পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষস্যক্ষকয়োস্তথা।
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেষু-বিধিমেনং সমাচরেৎ॥

সু, চিঃ, ৩অঃ।

(ক্রমশঃ)

শিশু-যকৃৎ-চিকিৎসা।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।

ঠাকুরমা। এই যে—লীলা কখন এলি, ভাল আছিস্ ত?

লীলা। আমিত ভাল আছি ঠাকুরমা, কিন্তু খোকার জন্যে মনে একটুও স্বস্তি পাইনে।

ঠা। কেন, খোকার আবার কি হল?

লী। তুমিত জান ঠাকুরমা, দু দুটো ছেলেকে চেষ্টা করেও রাখতে পারলেম্ না, যমের মুখে তুলে দিয়েছি। এখন এটার জন্যে প্রাণে আর একটুও স্বস্তি নেই। মধ্যে মধ্যে গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে। ডাক্তার দেখে বলেছে, একটু নাকি লিভার বেরিয়েছে।

ঠা। তোদের ঐ কেমন এক ধারা। ছেলে পেট থেকে পড়তে না পড়তেই নীবার—নীবার। নীবারত ছেলের পেটে জন্মায় না, ডাক্তার বদ্যির মাথায় জন্মায়।

লী। সে কি ঠাক্‌মা, দুটো ছেলেরই ত লিভার হয়েছিল। শেষে আমরাও হাত দিয়ে বুঝ্‌তে পারতাম্।

ঠা। তা হবে না, ছেলে পেট থেকে পড়লেই আগুণের মত আরোক আর বড়ি গুলো দিন চার পাঁচ বার ঢক্‌ঢক্ করে গেলাবি, আর নীবার হবে না। আমরাও ছেলে পিলে মানুষ করেছি, কথায় কথায় অমন ডাক্তার বদ্যি ডাকতাম্ না। তোদের কাণ্ডই এক আলাদা। আজ ছেলের একটু গা গরম হয়েচে ডাক্ ডাক্তার, আজ একটু কাসি হয়েচে ডাক্ বদ্যি, আজ একটু পেটের অসুখ হয়েচে ডাক্ ডাক্তার। পোড়া ডাক্তার বদ্যিও তেমনি। এসেই বগলে এক নল আর বুকে এক চোঙ বসিয়ে, নয়ত নাড়ী টিপে এক গাদা ওষুধ লিখলেন, আর বললেন তিন ঘণ্টা অন্তর, নয়ত প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বিকালে, রাত্রে।

লী। তা ছেলে পিলের অসুখ হলে ডাক্তার বদ্যি ডাকব না?

ঠা। ঐত তোদের দোষ। ওত ডাক্তার বদ্যি ডাকা নয়, রোগ ডেকে আনা। দু'দিন ধরা কাটা করে দেখ রোগ আপনি সারে কিনা, তারপর দুদিন টোট্‌কা টুট্‌কা দিয়ে দিয়ে দেখ। তারপর দরকার হলেই ডাক্তার বদ্যি ডাকবি। তা নয় হট্ বলতেই ডাক্তার বদ্যি।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্র। এখন আর সে দিন নেই ঠাক্‌মা, এখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার না ডাকলেই রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অক্কা।

ঠা। তোদের মত বোকারাম তাই ভাবে। যে রোগে রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অক্কা পাবে, সেত রোগ নয়—সে যে কাল। সেখানে ডাক্তার বদ্যি ডাকা কেন—ডাক্তার বদ্যিকে গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না। লোকনাথ বদ্দি বল্‌ত, যে জ্বরে সকল উপসর্গ প্রথম থেকেই দেখা দেয়, সে জ্বর নয় বড় গিন্নি! জ্বরকে আগে করে কাল এসেছে বুঝতে হবে।

প্র। কিন্তু কালের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ডাক্তারকে জয়ী হতে দেখিছি ঠাক্‌মা। আমার একটি বন্ধুর মেয়ের জ্বর হয়েছিল। মেয়েটীর হাত পা ঠাণ্ডা হল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি হাত পা গরম হল। নাড়ী দমে গেল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি নাড়ী তাজা হল। খুব ঘাম হতে লাগল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি ঘাম বন্ধ হল।

ঠা। এ আর একটা নূতন কথা কি! লোকনাথ বদ্যি বলত, বিকারের রোগীর চিকিৎসা করা সোজা নয় বড় গিন্নি, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা। উপসর্গ দেখে দণ্ডে দণ্ডে ওষুধ দিতে হয়। কিন্তু তা বলে কি ছেলে পিলের একটু অসুখ হলেই গাদা গাদা ওষুধ গেলাতে হবে। কচি বেলা থেকে যদি গাদা গাদা ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে সে ছেলেকে কদিন বাঁচান যাবে।

প্র। কিন্তু তা বলে ডাক্তার বদ্যি দেখাতে দোষ কি?

ঠা। দেখ, সে রকম বিজ্ঞ ডাক্তার বদ্যিও কম, আর বেশীর ভাগ ডাক্তার বদ্যি ব্যবসাদার। একবার একটা ঘটনার কথা বলি শোন্। তোর ঠাকুরদাদার একবার ভারি অসুখ হয়। আমার শাশুড়ি ছিলেন পাকা গিন্নি। তিনি প্রথমে ডাক্তার বদ্যি ডাকতে দেন্ নি। একটু অসুখ বেশী হতেই ঠাকুর, গাঁয়ের এক ছোকরা ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। সে সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। সে এসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্যির ব্যবস্থা করলে। কিন্তু আমার শাশুড়ী বললেন, ও ডাক্তারের হাতে থাকলে আমার ছেলে বাঁচবে না। তখন ঠাকুর আবার হুগলী থেকে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার নিয়ে এলেন, সেও ছোকরা। সেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্যির ব্যবস্থা করে গেল। আমার শাশুড়ী তার হাতেও রোগী রাখতে রাজি হলেন না। ঠাকুরকে বল্লেন, ও সব ছেলে ছোকরার কাজ নয়, তুমি বিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে এস। ঠাকুর আবার হুগলী থেকে একজন আধবুড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি এসে আগেকার ডাক্তারদের চেয়ে কিছু কম করে ওষুধ পথ্যির ব্যবস্থা করে গেলেন। কিন্তু আমার শাশুড়ী তার মতেও চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না, বল্লেন—ওর চুল পাক্‌লে কি হয়—বুদ্ধিটে নেহাৎ কাঁচা।

লী। বাবা, তোমার শাশুড়ীত কম পাত্র ছিলেন না ঠাক্‌মা।

ঠা। আগে শোন সব। ঠাকরুণের কথায় ঠাকুর রেগে গেলেন, বল্লেন—তুমি এ ডাক্তার নয়—ও ডাক্তার নয় করে চিকিৎসা না করিয়ে কি ছেলে মেরে ফেলবে। এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া। শেষে স্থির হল হুগলী থেকে রামনারায়ণ বদ্যিকে আর কল্‌কাতা থেকে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে আনা হবে। আর অন্য ডাক্তারেরা যে সব ওষুধ পথ্যির বন্দোবস্ত কর গেছে, সব তাদের দেখান হবে। তারা যদি বলে যে আমার শাশুড়ির অন্যায় হয়েছে, তা হলে ঠাকুর যে শাস্তি দেবেন তাঁকে তাই নিতে হবে।

লী। বাবা, মেয়ে মানুষের এত সাহস!

ঠা। কেন মেয়ে মানুষ কি মানুষ নয়! শাশুড়ির যে বুদ্ধি বিবেচনা, আর যে সব গুণ দেখেছি, আজ কাল অনেক লেখাপড়া জানা বাবুভায়াদের তা দেখ্‌তে পাইনে।

লী। যাক সে কথা। তার পর কি হল বল।

ঠা। তার পর ডাক্তার বদ্যি এল, আর সব কথা আগা গোড়া শুনে শতমুখে আমার শাশুড়ির সুখ্যাত করতে লাগল। ডাক্তারটী ঠাকুরকে বল্লেন, যে আপনি বড় ভাগ্যবান্ তাই এমন স্ত্রী পেয়েছেন। আপনার স্ত্রীর বুদ্ধিবলেই আপনার পুত্র এবার প্রাণ পেলে। আগে যে ডাক্তার বাবুরা এসেছিলেন, তাঁদের মতে চিকিৎসা হলে বোধ হয় ছেলেটী রক্ষা পেত না। রোগ, প্রকৃতি ভাল করে, ওষুধে তার সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু আগে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা প্রকৃতির উপর কিছু বেশী জোর করতে চেয়েছিলেন। তার ফল বোধ হয় ভাল হত না।

লী। তার পর কবিরাজ কি বল্লেন?

ঠা। কবিরাজ বল্লেন, অতি সত্য কথা। রোগীর প্রবল জ্বর, অথচ অল্প অল্প মল বার-বার নির্গত হচ্চে। আগেকার ডাক্তার বাবুরা দাস্ত বন্ধ করবার ওষুধ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে ফল খারাপ হতো। জ্বর প্রবল হয়ে রোগী মারা যেতে পারত। রোগীর হিত করতে গিয়ে, কত চিকিৎসক যে এইরূপ ভ্রম করে, রোগীর অহিত করে তার সংখ্যা নেই। আপনার বুদ্ধিমতী স্ত্রীর গুণেই এক্ষেত্রে সেটা ঘটতে পারে নি।

লী। তার পর কি হল?

ঠা। তার পর তাঁরা দুজনে বেশ বনি-বনাও হয়ে ওষুধ দিলেন। শেষে পথ্যি নিয়ে দুজনে মহা তর্ক বাধলো।

লী। সে কি রকম?

ঠা। ডাক্তার বল্লেন রোগী আজ এগার দিন প্রায় অনাহারে আছে, এখন থেকে বলকর পথ্য না দিলে ক্ষীণ হয়ে মারা পড়বে। কবিরাজ বল্লেন, সে আশঙ্কা একেবারেই নেই। রোগী অনাহারে আছে বটে, কিন্তু অনাহারে থাকলে মুখ যেমন শুকিয়ে যায় এর তা হয়নি, বরং মুখ রসা রসা রয়েছে, নাড়ীর পুষ্টি রয়েছে, নাড়ী ক্ষীণ হয়নি। আর এর পরিপাক যন্ত্রের যেরূপ অবস্থা, তাতে খাদ্য দিলে খাদ্য পরিপাক হবে বলে মনে হয় না।

লী। তার পর কি হল ঠাকমা, তর্কের কি শেষ হল?

ঠা। তর্কের শেষ হল না। কবিরাজ মহাশয় বল্লেন, যে অনাহারে রাখলে চৌদ্দ দিনে এর জ্বর ছেড়ে যাবে। ডাক্তার বল্লেন, যে চৌদ্দ দিনে কখনই জ্বর ছাড়বে না, রোগী ৪১ দিন ভুগবে।

লী। তার পর?

ঠা। তার পর দুজনে তর্ক করে যখন বনাবনি হলনা, তখন দুজনেই বল্লেন, যে যিনি এতদিন রোগী দেখেছেন—রোগীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর যা মত—তাই করা হোক। বলে—আমার শাশুড়ীর মতের ওপর নির্ভর করলেন।

লী। তিনি কি বল্লেন?

ঠা। তিনি বল্লেন কবিরাজ মশায় যা বলেছেন আমার তাই মত। কাজেই রোগীকে আর কিছু পথ্য দেওয়া হলো না। আগে যে ছানার জল আর বেদনার রস দেওয়া হচ্ছিল, তাই দেওয়া হতে লাগল।

লীলা। তার পরে ?

ঠা। তার পরে চৌদ্দদিনে জ্বর ছেড়ে গেল। ডাক্তার বাবুটী এমন ভাল লোক, যে তাঁর কথা খাট্‌ল না বলে তাঁর একটুও দুঃখ হল না। তিনি খুব আহ্লাদ করে কবিরাজ মশায়কে বল্লেন, এখন থেকে আমি আপনাকে গুরু বলে মনে কর্‌ব। কেননা, পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে এই সৎ-শিক্ষা আপনার কাছে পেয়েছি। আমি যেরূপ পথ্য দিতে চেয়েছিলাম, তা দিলে হয়ত রোগী মারা পড়্‌ত।

লী। বাঃ, ডাক্তার বাবুটী বড় চমৎকার লোক ত। কবিরাজ মশায় তার কি উত্তর কর্‌লেন।

ঠা। কবিরাজ মশায় বল্লেন, না আপনার ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে থাক্‌লে রোগী মারা যেত না, তবে অনেক দিন ভুগত বটে। আর এই রকম রোগী যে বেশী দিন ভোগে, সে কেবল পথ্যের দোষে। সে যা হক্, কিন্তু আজ আপনার গুণগ্রাহিতা, বিনয়, সৌজন্য দেখে যে আনন্দ পেলাম, তেমন আনন্দ জীবনে কখন পাইনি। অনেক চিকিৎসকের অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা এত প্রবল যে আমাদের উপদেশ সত্য হলেও তাঁরা গ্রহণ কর্‌তে চান না, সত্য কিনা তা পরীক্ষা করতেও চান না।

লী। যাক্—এখন তুমি খোকার অসুখের কি করবে বল ?

ঠা। এই কথাটা শেষ করে তবে বল্‌ব। এ সব কথা শুনলে তোদের উপকার হবে। ডাক্তার কবিরাজ দুজনেই সাত দিন বাড়ীতে ছিলেন, রোগীকে পথ্য দিয়ে তবে তাঁরা বাড়ী থেকে যান্। তাঁদের যাবার আগের দিন বাড়ীতে ৪।৫ জন অতিথ এল। ঠাকুরুণ বৌজ নিজে রেঁধে সকলকে খাওয়াতেন। কিন্তু সে দিন তাঁর আমোদ দেখে কে। একা একশ হয়ে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাওয়ালেন। সে দিন খাওয়া দাওয়ার পরে ডাক্তার বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন, আপনার স্ত্রী কি স্কুলকলেজে পড়াশুনা করেছিলেন ? ঠাকুর বল্লেন—না, কেন বলুন দেখি ? ডাক্তার বাবু বল্লেন, দেখুন, আজ আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেল। এত দিন আমার ধারণা ছিল, যে মেয়েদের শিক্ষা দিতে গেলে স্কুল কলেজে পড়ান আবশ্যক, কিন্তু এখন দেখছি সেটা মস্ত ভুল। 'আজ এক সপ্তাহ আমি আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আসছি। সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত তাঁর কাজের বিরাম নেই। কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দময়ী, কখন মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি। এত গুলি লোককে একলা রেঁধে খাওয়ান্—আবার রান্না যেমন চমৎকার, তেমনি মার মত যত্ন করে খাওয়ান্—তা ঝি চাকর অবধি। আমি জন্মে এমন চমৎকার রান্না খাইনি—এত তৃপ্তির সহিত কোথাও আহার হয় নি। যেখানে যাই—বামুন ঠাকুর ঠক্ করে একথাল আধ সিদ্ধ চাল আর কতকগুলো গাছ পালা সিদ্ধ দিয়ে যায়। এ দিকে আবার রোগীর শুশ্রূষা কি সুন্দর করেন। তার ওপর আপনার মা ঠাকরুণকে রামায়ণ পড়ে শোনান আছে। আপনার স্ত্রীকে দেখে মনে হয়, সংসারে থেকেই মেয়েদের শিক্ষা হওয়া উচিত, স্কুল কলেজের শিক্ষা কোন কাজের নয়।

কবিরাজ মশায় বল্লেন, আপনি সুন্দর কথা বলেছেন। যে সংসারে পুরুষদের থেটে

খেতে হয়—আর তাই পনের আনা তিন পাই—তা হাকিমই হউন আর মুৎসুদ্দিই হউন, তাদের বাড়ীর মেয়েদেরও পরিশ্রম করা উচিত। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কাজ না করে অলস হয়ে বসে থাকলে শরীরে নানা রোগ আশ্রয় করে। আজকালকার বিলাসিতার যুগে অনেকেই মেয়েদের বিলাসিনী করে তুলে-ছেন। তার বিষময় ফলও তাঁরা ভোগ করছেন।

ঠাকুর হেঁসে বল্লেন, কবিরাজ মশায় যে এক পাই বাদ রাখলেন তাদের উপায় কি?

কবিরাজ মশায় বল্লেন, যে এক পাই বা তারও কম লোক বাদ রেখেছি, তারা কম-লার বরপুত্র। তাদের শত শত দাস দাসী আছে, তাদের মেয়ে পুরুষ কারও পরিশ্রম করবার আবশ্যক হয় না। কর্‌লে যে পাপ হয় এমন কথা বলছি না, তবে প্রায়ই কেউ করে না। এই সব ধনবানদেব মেয়েরা নানা বিদ্যা শিক্ষা করে। এদের জীবন যাত্রার উপায় দুই প্রকার। এক দেশের ও দশের হিত করা, অপর নানা প্রকার বিলাসিতার স্রোতে ভেসে যাওয়া।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, সে এক পাইয়ের কথা এই জন্যে বাদ দেওরা ভাল। কিন্তু আজ কাল পনর আনা তিন পাইয়ের মধ্যে অনেক ঘরের মেয়েরা সংসাবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, বঙ্কিম রবীন্দ্রের নভেল কবিতা—কেউবা সেক্সপিয়র মিলটন পড়ে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে আর থিয়েটার দেখে দিন কাটায়। সেই জন্যে বল্‌ছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা গৃহস্থলীর মধ্যে হওয়াই ভাল।

ঠাকুর বল্লেন, আপনি সহরের স্কুল কলেজে পড়া বিলাসিনীদের দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছেন, তাই মূর্ত্তিমতী কর্ত্তব্য-রূপিণী আমার স্ত্রীকে দেখে তাদের উপর আর স্কুলের উপর চটে গেছেন। কিন্তু দেখুন—প্রকৃত পক্ষে স্কুলে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থলীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলে দুদিকই বজায় থাকে। আর মেয়েদের আমরাই বিলাসিনী করে তুল্‌ছি।

আরও অনেক কথা হল—সে সব আর বলে কাজ নেই। শেষে ডাক্তার বাবু বল্লেন, দেখুন কলকাতায় আমার পসার বেশ, আর বড় ডাক্তার বলে খ্যাতিও আছে। কিন্তু পথ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার স্ত্রীর কাছে পরাস্ত হয়েছি। নবীনারা যদি প্রাচীনাদের কাছে এসব শিখে রাখেন, তা হলে দেশে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়।

প্র। তোমার গল্পের ভেতর অনেক ভাল কথা আছে বটে ঠাকুমা, কিন্তু তা বলে বেশীর ভাগ ডাক্তাব বদ্যিই যে সুচিকিৎসক নয়, একথা আমি স্বীকার করিনে।

লীলা। দেখ, তুমি বাজে তর্ক করো না। এবার আমি তোমার কথা শুনছি নে। ঠাকুমার মতেই খোকাকে রাখবো।

প্র। যে আজ্ঞে, তাই হোক। এত বড় বিলেত ফেরত ডাক্তার বাড়ীতে থাকতে আর বাইরে যাওয়া কেন।

ঠা। অই বুদ্ধিতেই তোমরা গেলে গব-চন্দ্র! তোরা কি ভাবিস—যে ছয়মাস বিলেত থেকে এলেই লোকে মানুষ হয়। এদেশে কি মানুষ হবার উপায় নেই। এদেশে কি

ভগবান কারও মানুষ হবার উপায় রাখেন নি। নিজের দেশকে তোরা এত ছোট চোখে দেখিস্।

প্র। তা সত্য কথা বলতে কি ঠাকুমা, এখন অনেক বিদ্যে শিখ্‌তে আমাদের বিলেত যাওয়া দরকার।

ঠা। যেতে হয় যাবি, বিদ্যের কি পার আছে। কিন্তু সব বিদ্যে শিখতেই যে বিলেত যেতে হবে তা মনে করিস্‌নে। দেশে অনেক রত্ন আছে, সেত তোরা খুঁজে দেখবিনে। হাতের কাছে রত্ন ফেলে রত্নের জন্যে বিলেতে ছুটবি।

প্র। তা একথাটা যা বলেছ তা সত্যি ঠাকুমা।

ঠা। কেমন হার মান্‌লিত।

প্র। পাঁচশোবার। তোমার নাতনীর কাছেই হেরে আছি, তা তোমার কাছে।

ঠা। হুঁ, তোর ঠাকুরদাদা বলতেন যে সে কালের ঋষিরে সমস্ত জগতকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন। আর তোরা তাঁদের বংশধর হয়ে ঘরের নিন্দে করে পরের দোরে দাঁড়াচ্ছিস্।

প্র। সেটা তোমার মত ঋষিপত্নীকে দেখলেই বোঝা যায়।

ঠা। তারা ঋষিই ছিল রে। তোদের মত টেড়িকাটা ফতো বাবু ছিল না। তাদের প্রাণ দেশের আর দশের জন্যে কাঁদত।

প্র। আমাদের প্রাণ কি কাঁদে না ঠাকুমা ?

ঠা। একেবারে যে কারও কাঁদে না সে কথা বল্‌ছিনে, তবে অনেকেরই কাঁদে পেটের দায়ে।

লী। তুমি আর বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করো না। নিজের কাজ থাকেত করগে, নইলে আমি যতক্ষণ না যাই ততক্ষণ কড়ি গোন গে।

প্র। তার চেয়ে আমি এখানে মুখটী বুজে বস্‌ছি, তবু চাঁদ মুখ খানা দেখ্‌তে পাব। শুধু একটা কথা বলে নিই। দেখ ঠাকুমা, খোকাকে যদি ভাল করতে পার, যা চাইবে বক্‌শিস্ দেব।

ঠা। বেটা ছেলে হলে তোমার মাগটী চাইতাম, দেখতাম কি করতে। এখন আর কিছু চাইনে, চাই তোমার কান দুটী লাল করে দিতে।

প্র। তা যদি খোকাকে ভাল করতে পার, একবার ছেড়ে পাঁচশোবার লাল করে দিও। অসুবিধে হয়, কাণ দুটো কেটে রেখে যাব।

ঠা। সে আর কাটতে হবে না, দু'কাণ কাটাই তোমরা। দুনিয়ার মধ্যে মাগটী ভাতারটী আর ছেলে পিলে এই নিয়েই মত্ত। বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবাসী কারুর দিকে বড় ফিরে তাকান্ না বাবুরা। অতিথ ফকির এলে এক মুঠো ভিক্ষে পায় না। ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে পরিবারের গহনা গড়ান আর পশ্চিম বেড়ান।

প্র। কিন্তু আজকাল যে রকম অতিথ ফকির—

লী। আবার ?

প্র। বস্ চুপ।

লী। তার পর কি করবো বল ঠাকুমা।

ঠা। শোন্ বলি। বাড়ীতে গরু আছেত ?

লী। না, গরু নেই।

ঠা। ওমা সেকি! বড় মানষী কেবল গাড়ীঘোড়া দাসদাসী নিয়ে। বাড়ীতে গরু না থাকলে বাজারে দুধ খেয়ে কি ছেলে পিলে বাঁচে।

লী। তা আমি গরু কেনাব।

ঠা। হাঁ তাই করিস্। আর গরুটী যেন মড়ুঞ্চে না হয়। গরুটাকে বেশ ভাল করে পাল্‌বি, যেন তার মনে দুঃখ কষ্ট না হয়।

লীলা। সে কি ঠাকুমা?

ঠা। ন্যাকি আর কি! মানুষের মনে দুঃখ কষ্ট হলে শরীর খারাপ হয় তা জানিস্‌ত, গরুর মনে দুঃখ কষ্ট হলে তাদের শরীরও খারাপ হয়। আর তা হলে তাদের দুধও খারাপ হয়।

লী। বাবা, এতও জান ঠাকুমা!

ঠা। গিন্নিপনা করা সোজা নয় দিদি-মণি—একটী সংসারের রাণীগিরি করা। সব জান্‌তে হয়, নইলে ছেলে পিলে কি আপনি মানুষ হয়।

প্র। এবার আর চুপ করে থাকা চল্‌লো না। ঠাকুমা গরু পালবার কথা যা বল্‌লেন, অনেক ডাক্তার বাবু তার চেয়ে অনেক বেশী কথা লিখে গেছেন। যথা, গরুকে খারাপ জিনিষ খেতে দিলে দুধ খারাপ হয়, গরুর থাকবার স্থান পরিষ্কার রাখা উচিত, নীরোগ ব্যক্তির ভাল করে হাত ধুয়ে দুধ দোওয়া উচিত, দুধ দোওয়ার পাত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, গোয়াল ঘরে যাতে মশা মাছি পোকা মাকড় যেতে না পারে তা করা উচিত। তাঁরা আরও অনেক কথা বলে গেছেন। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এতটা সমজদার ছিলেন না।

ঠা। সাধে বলি তোরা হাতের কাছে রত্ন থাকতে রত্নের জন্যে বিদেশে ছুটিস্। ঋষিরা যে গরুকে দেবতা বলে গেছেন, যে সে দেবতা নয়—সাক্ষাৎ ভগবতী। গাভী ত্রিলোকের মা, তাঁর শরীরে সকল দেবতা বাস করেন, হিন্দুরা তাই গাভীর পূজা করে—গোশালা দেবমন্দিরের মত পবিত্র দেখে। দেব-মন্দিরের মত গোশালা পরিষ্কার রাখতে হয়, কোন রকম অনাচার হতে দিতে নেই। যদি একবার ঋষিরে গোপালন সম্বন্ধে কি বলে গেছেন দেখিস্, তা হলে বুঝতে পারবি যে তোমার ডাক্তার বাবুদের ততদূর পৌঁছুতে এখনও অনেক দেরী।

লী। কেমন, মুখের মত জবাব পেয়েছ ত! তুমি তারপর কি করবো বল ঠাকুরমা।

ঠা। তারপর সেই এক গাইয়ের দুধ দিবি। এবেলার দুধ ওবেলা দিস্‌নে, কি জানি যদি খারপ হয়ে যায়। আর দুধ খাওয়ার ঝিনুক, বাটী, দুধ গরম করবার কড়া খুব পরিষ্কার রাখ্‌বি।

লী। তাত রাখি।

ঠা। তার পর শুধু দুধ না দিয়ে দুধ সিদ্ধ করে দিবি। এক পোয়া দুধ, এক পোয়া জল আর এক খানা থেঁতো করা "পিপুল" এক সঙ্গে জালে চড়িয়ে এক পোয়া থাকতে নামাবি। তার পর ছেঁকে একটু একটু গরম থাক্‌তে খাওয়াবি। পিপুলের সঙ্গে এই রকম দুধ সিদ্ধ করে দিলে দুধ সহজে হজম হয়, দুধের দোষ কেটে যায়, আর সামান্য সর্দ্দি কাসি থাকলে তাও ভাল হয়ে যায়। যদি ঝাল বা বিস্বাদ বলে ছেলে খেতে না চায়, তা হলে একটু মিছরী দিয়ে দিস, তাহলে খাবে।

লী। ডাক্তারে কিন্তু একেবারে দুধ বন্ধ করে দিতে বলে।

ঠা। বলুক্ ডাক্তারে। লোকনাথ বদ্দি বল্‌ত, কচি ছেলেরা দুগ্ধজীবী, তাদের কখন দুধ বন্ধ করতে নেই—যেমন সয় অল্প বিস্তর দিতে হয়।

লী। আচ্ছা তাই করবো।

ঠা। হ্যাঁ ভাল কথা তোদের ওখানে গাধা আছে?

প্র। গাধা কেন ঠাকুমা, চড়ে রোগী দেখতে যাবে নাকি?

ঠা। চড়বার গাধা সামনেই আছে, খুঁজতে যেতে হবে না। দুধওলা গাধা চাই?

লী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাকুমা, বাড়ীর কাছে ক'ঘর ধোপা আছে, আর তারা গাধার দুধ বেচে দেখচি।

ঠা। তা হলে ভালই হয়েছে। যতটুকু পার গাধার দুধ খোকাকে দেবে, বাকী গাইয়ের দুধ দেবে।

লী। গাধার দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। গাধার দুধত বেশী পাওয়া যায় না, যতটুক যোগাড় করতে পার। এই ধর এক পোয়া পাঁচ ছটাক। আর দুধ খাওযাবে ঠিক নিয়মমত—২।৩ ঘণ্টা অন্তর আধ পোয়া আড়াই ছটাক করে দেবে। যখন তখন খাইও না। আর একবাবে বেশী দুধ দিয়ো না।

লী। অনেকে মাইয়ের দুধ দিতে বারণ করে তার কি করবো বলত ঠাকুমা।

ঠা। আগে দেখতে হবে যে মাইয়ের দুধ খারাপ হয়েছে কি না, তা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। একটা বাটীতে জল নিয়ে জলটা বেশ স্থির হলে তাতে একটু মাইয়ের দুধ গেলে ফেলবে। যদি দেখ দুধ জলের সঙ্গে বেশ মিশে গেল আর রং বেশ শাদা, তা হলে বুঝবে দুধের দোষ নেই। আর যদি অন্য রকম হয়—দুধ জলের সঙ্গে বেশ না মেশে, ডুবে থাকে, কি ভেসে থাকে, কি প্রথমে ডুবে পরে ভেসে ওঠে, আর যদি সাদা ছাড়া অন্য রঙ দেখা যায়, তা হলে বুঝবে যে মাইয়ের দুধ খারাপ হয়েছে। খারাপ হলে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল।

লী। কিন্তু ছেলে যদি মাই ছেড়ে না থাকে?

ঠা। না থাকে তাহলে অগত্যা মাই দিতে হবে। প্রথমে যত পার দুধ গেলে ফেলে দিয়ে তার পর মাই খেতে দেবে, তা হলে বেশী দুধ পেটে যাবে না। একটা কথা মনে রেখ। অনেক সময় পোয়াতীরা মাইয়ে কুইলেন ফুইলেন নানা রকম তেতো লাগিয়ে ছেলেকে মাই ছাড়াতে বাধ্য করে। তাতে ছেলে মাই ছাড়ে বটে, কিন্তু তাদের মনে বড় কষ্ট হয়। ছেলের মনে এমন কষ্ট দিয়ে মাই ছাড়ানর চেয়ে দুধ গেলে ফেলে মাই দেওয়া অনেক ভাল।

লী। ছেলের মনে কষ্ট হয় কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। ছেলে যেন মনমরা হয়ে থাকে, ভাল করে হাঁসেনা, খেলা করেনা, কাঁদে, ভাল করে খায় না, আদর করলে তেমন প্রফুল্ল হয় না—এই সব দেখ্‌লেই বুঝবে যে ছেলের মনে খুব কষ্ট হয়েচে। হ্যাঁ, ভাল কথা, ছেলেকে মাই বেশীই দেওয়া হক্, আর অল্পই দেওয়া হক্, তোমায় কিন্তু খুব ধরা কাটায় থাকতে হবে।

(ক্রমশঃ)

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।

আমাদের হিতের জন্য ত্যাগী আর্য্য-ঋষিগণ অতি গবেষণায় চতুরাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালের কঠোর নিয়মে ভারত অধুনা অধঃপাতিত। সুতবাং সেই পূর্ব্ব বিধি নিষেধ পদদলিত হওয়ায়, আর্য্য-সন্তানগণ ক্রমশঃ হীনতেজ, ক্ষীণ-বীর্য্য অল্পায়ুষ্ক হইয়া পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির নিকটে অসভ্য, ঘৃণাস্পদ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহার মূল অন্বেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম-নষ্ট জনিত পাপেই আজ আমরা এরূপ হীন-তেজ, ক্ষীণ-বীর্য্য, অল্পায়ুষ্ক ও অল্প-মেধাবী হইয়া আর্য্যকুল-কলঙ্ক নামে অভিহিত। সেই চতুরাশ্রম কি?—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের যত প্রকার পন্থা আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান। শাস্ত্রে কথিত আছে—"ব্রহ্মচর্য্য ময়নানাম্"।

প্রথমে গোড়া না বাঁধিয়া কোন কার্য্য করিলে যেমন তাহা সুসম্পন্ন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট না করিয়া গৃহস্থধর্ম্মে প্রবেশ করিলে তাহার গৃহস্থাশ্রম তত সুখকর হয় না। পূর্ব্বে—আর্য্য-ঋষিগণের সময়, নিয়ম ছিল—চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া সংযত চিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া অধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, পঞ্চবিংশ-বর্ষে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত। সেই কারণে তৎকালে এদেশে হৃষ্টপুষ্ট কর্ম্মনিপুণ জ্ঞানপ্রবীণ দীর্ঘায়ু লোক সচরাচর দেখা যাইত।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্"।

পুরুষের পঁচিশ বৎসর বয়স না হইলে বীর্য্য পরিপুষ্ট হয় না, স্ত্রীলোকেরও ষোল-বৎসর বয়স না হইলে সর্ব্বাবয়ব পরিপুষ্ট হয় না; অতএব ইহার পূর্ব্বে সন্তানাদি হইলে তাহারা অপরিণত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া, চিররুগ্ন ও অল্পায়ুষ্ক হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষক যেমন কৃষি কার্য্যে অপরিপক্ক বীজ বপন করিয়া সুফল পায় না, সেইরূপ মানব মানবীও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বীর্য্যাধান ও চিত্তসংযম না করিয়া অপত্যোৎপাদনে ব্রতী হইলে, সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সঞ্চয়বিমুখ গৃহস্থ ব্যয়বাহুল্য দ্বারা যেরূপ ঋণী হইয়া পড়ে, সেই রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি-হীন মানব, অকালে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, অসংযত চিত্তে রিপুর তাড়নায়, অত্যধিক ক্ষয়জনিত-পাপে ব্যাধিরূপ ঋণ যাতনায় রাত্রি দিবা দুঃখ ভোগ করে।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত না হয়, মনঃ চরম উৎকর্ষ লাভ না করে, ধী-ধৃতি-স্মৃতি-স্বরূপা বুদ্ধি সম্যক্ পরি-পুষ্ট না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা রেতঃ-সংযম করিবে অর্থাৎ কোনও প্রকারে বীর্য্য নষ্ট করিবে না। এজন্য অনেক স্থলে রেতঃ-সংযম অর্থেই ব্রহ্মচর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গমৈথুন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত সুস্থির রাখিলেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায়। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই সর্ব্ববিধ মঙ্গ-লের সর্ব্বপ্রথম সোপান।

অষ্টাঙ্গমৈথুন ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায় না। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তি রেবচ॥

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ অভিলষিত কামিনীর রূপ, গুণ, বাক্ বিন্যাস প্রভৃতি মনে মনে চিন্তা করা, তাহার রূপের কথা, গুণের কাহিনী বাক্‌চাতুরীর বিবরাদি প্রিয়জনের নিকট বলা, একসঙ্গে ক্রীড়া করা, পরস্পর দেখা দেখি, সঙ্গোপনে কথা বলা, কি প্রকারে মিলন হইবে তাহার চেষ্টা করা প্রভৃতিকে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বলে। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় ঐরূপ কার্য্য একান্ত নিষিদ্ধ। সেইজন্য মনু যথার্থই বলিয়াছেন—

"অবিদ্বাসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥"

কিশোর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া, চতুর্বিংশতিবর্ষকাল পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ-মৈথুন ত্যাগ করা মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বর্জ্জন করা পরম হিতকর। শুক্র বা বীর্য্য পুরুষশরীরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান। স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি দর্শন, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা শুক্র চালিত হয় এবং ক্রিয়া-নিষ্পত্তি দ্বারা ক্ষরিত হয়। শুক্রের অস্থিরতা অশেষ অনর্থের মূল। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে শুক্র সুস্থির হয়, সর্ব্বাবয়ব বিশেষতঃ মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ধৃতি-স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্য পুনরায় এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অন্য শত চেষ্টায়ও বোধ হয় জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে না।

কবিরাজ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ

দোহদের উপযোগিতা।

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে গর্ভিণীর আন্তরিক অভিলাষের নামই দোহদ। তন্ত্রাদিতেও "গর্ভিণ্যভিলাষে দোহদম্" বলিয়া উল্লেখ আছে। গর্ভিণীর এই দোহদের উপরি গর্ভস্থ সন্তানের সুখ স্বাস্থ্য, ধর্ম্মভাবাদি কি পরিমাণ নির্ভর করে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ গর্ভিণীর সহিত গর্ভের যে একটী অনায়াসানুমেয়, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ের প্রমাণ-প্রপঞ্চ পর্য্যালোচনার পূর্ব্বেই গর্ভের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ক্রমিক পুষ্টি ও সজীবতাই যে প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ গর্ভিণী ও ভ্রূণের সম্বন্ধ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইতেছে। সুশ্রুত বলেন—

"মাতুস্ত খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভি-নাড়ী প্রতিবদ্ধা, সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্য মাবহতি তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি।"

মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভি-নাড়ী (অমরা) সংলগ্ন থাকে। সেই নাড়ী কর্ত্তৃক মাতার আহারজাত রসের সারভাগ ভ্রূণশরীরে নীত হয়, এবং তদ্দ্বারা উপস্নিগ্ধ হইয়া গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। চরক বলেন—

"গর্ভঃ পরতন্ত্রবৃত্তি র্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যু-পস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। স তস্য রসঃ সর্ব্ববলবর্ণ-করঃ সম্পদ্যতে॥"

গর্ভ সর্ব্ববিষয়ে মাতার অধীন থাকিয়া

উপস্নেহ এবং উপস্বেদের দ্বারা জীবিত থাকে। মাতার আহারজাত রসে গর্ভের সমস্ত বল ও বর্ণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উপস্নেহ ও উপস্বেদ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। তন্ত্রকর্ত্তা ভোজ বলেন—

"যদ্ যদশ্নাতি মাতাস্য ভোজনং হি চতুর্বিধং।
তস্মাদন্নাদ্রসীভূতং বীর্য্যং ত্রিধা প্রবর্ত্ততে॥
ভাগঃ শরীরং পুষ্ণাতি স্তন্যং ভাগেন বর্দ্ধতে।
গর্ভঃ পুষ্যতি ভাগেন বর্দ্ধতে চ যথাক্রমম্॥

গর্ভের মাতা যে চর্ব্ব্য চূষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আহার্য্য ভোজন করেন সেই আহার-জাতরস তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ গর্ভিণীর শরীর রক্ষা করে, দ্বিতীয় ভাগ স্তন্যরূপে পরিণত হইতে থাকে এবং তৃতীয় ভাগ গর্ভের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত দোহদরূপ অভিলাষ গর্ভিণীর কি গর্ভের তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বিষয়ে উভয়বিধ মতের সমর্থক উক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত বলেন,—

"কর্ম্মণা চোদিতং জন্তো র্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দোহৃদং জনয়েদ্ হৃদি"॥

জীব পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে, গর্ভাবস্থাতেও দৈবযোগবশতঃ (পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মপ্রযুক্ত) হৃদয়ে সেই প্রকারই দৌহৃদ (সাধ, অভিলাষ) জন্মিয়া থাকে। চরক বলেন—

"প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরানুভূতং ইহ যৎ কিঞ্চিৎ"

গর্ভস্থিত জীব জন্মান্তরে অনুভূত সুখদুঃখমূলক প্রার্থনা সকল ইহজন্মে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে চরকে দেখা যায়—

"মাতৃহৃদয়কান্ত হৃদয়ং, মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভি স্তস্মাদুভয়োর্ভক্তিঃ সম্পদ্যতে॥"

গর্ভের হৃদয় মাতৃজ এবং মাতার হৃদয়ের সহিত রসবাহিনী নাড়ীসমূহ দ্বারা সম্বন্ধ থাকে, সেই নাড়ীসমূহ দ্বারাই গর্ভের প্রার্থনা মাতৃহৃদয়ে এবং মাতার প্রার্থনা গর্ভের হৃদয়ে পরিচালিত হয় বলিয়া উভয়ের ইচ্ছা সমান হইয়া থাকে।

এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এক দিকে যেমন চতুর্থমাসে—যখন গর্ভের চৈতন্য সঞ্চার হয়, তৎকালে বহির্জগত হইতে বিশেষ সম্বন্ধ বিহীন প্রশান্তচিত্ত-প্রায় ভ্রূণের জন্মান্তরানুভূত সুখ দুঃখের বৃত্তিগুলির স্ফূরণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অন্য পক্ষেও সেইরূপ বাহ্যজগতের সহিত বিশেষ সম্পর্কশীল মাতৃহৃদয়ের অনবরত স্ফূরিত অনন্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে সম্পর্কযুক্ত গর্ভে, অলক্ষ্য ভাবে ভাবে অন্তঃ প্রবাহিত হওয়াও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক উক্ত প্রকার উভয়বিধ মতের উল্লেখ থাকিলেও পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে চতুর্থ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ গর্ভের চৈতন্য সঞ্চারের পূর্ব্বের আকাঙ্ক্ষা, গর্ভিণীর অভিলাষ নামে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু চতুর্থ মাস হইতে গর্ভিণীর যে সকল আকাঙ্ক্ষা হয়, সে সকল যে প্রধানতঃ গর্ভস্থ জীবের আন্তরিক প্রবৃত্তিমূলক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গর্ভিণীর চতুর্থ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অভিলাষ, দোহদপর্য্যায়ক হইলেও উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ বিষয়ীভূত নহে, কারণ— চৈতন্যের আশ্রয় স্থল হৃদয়ের তৎকালে উৎপত্তি না হওয়ায়, গর্ভিণীকে তখন দ্বিহৃদয়া

বা দৌহৃদিনী বলা যায় না। বস্তুতঃ দৌহৃদিনীর অভিলাষই দৌহৃদ পদবাচ্য অর্থাৎ দোহদের লক্ষীভূত। মানব যখনই চিত্তে কোন বিষয়ে কোনরূপ অভাবের উপলব্ধি করে, তখনই তাহার ঐ বিষয়ক একটী আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং পরে উহা কার্য্যে পরিণতি লাভ করে। জগতের যাবতীয় কার্য্যের মূলেই ঐরূপ এক একটী ইচ্ছা এবং তাহার মূলে আন্তরিক অভাবের সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার এই অভাবের পূর্ণতায় মানবের সুখ এবং তাহার অপূরণে দুঃখানুভূতি স্বাভাবিক। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ দোহদ যখন গর্ভস্থ জীবের প্রবৃত্তিমূলক, তখন তাহার পূরণাপূরণের সহিত যে গর্ভের সুখ দুঃখানুভব হয় ইহা স্থির নিশ্চিত। ঐরূপ অনুভব করে বলিয়াই ঋষি ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ "প্রিয়হিতাভ্যাং গর্ভিণীং বিশেষেনোপচরন্তি" বলিয়া গর্ভিণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন। "* গর্ভিণ্যাঃ বেদোক্তৌ নাধিকারিতা" বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রত উপবাসাদি আপাতক্লেশকর বেদবিধি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই খানেই আমাদের প্রস্তাবিত দোহদের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা এবং এইখানেই দোহদাভাবের রোমাঞ্চকারিণী পরিণাম-কৃচ্ছ্রতা।

দোহদ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন ;—

"ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা
ভোক্তু মিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥"

নারীগণের গর্ভাবস্থায় যে সকল বিষয় ভোগ করিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বাসনা হয়, গর্ভের পীড়া নিবারণ করিবার জন্য সেই সকল সাধ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

"লব্ধদোহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি…" "সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং।"

অন্তঃসত্ত্বা নারীর অভিলাষ পূর্ণ হইলে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু ও গুণবান্ সন্তান জন্মিয়া থাকে। দোহদ না দেওয়ার দোষ বলিতে গিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ং।
যেষু যেম্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা।
প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তি স্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে।"
"দৌহৃদ-বিমাননা কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং
বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা সুতং জনয়তি"

যথোপযুক্ত সময়ে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভবিষয়ে এবং আত্মবিষয়ে তাহার ভয় (আন্তরিক বিপর্য্যয়) হয়। গর্ভবতী রমণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের কামনা পূর্ণ না হয়, সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে সেই ভগ্নমনোরথা গর্ভিণী কুব্জ (কুঁজো) কুণি (নখরোগাক্রান্ত) খঞ্জ (খোঁড়া) জড় (বোকা, হাবা) বামন (খর্ব্ব) বিকৃতাক্ষ (টেরা) অথবা অনক্ষ (অন্ধ) সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

মহর্ষি চরকের "বিমাননে হ্যস্য দৃশ্যতে বিনাশো বিকৃতির্ব্বা" দৌহৃদের অবমাননা করিলে গর্ভের বিনাশ ও বিকৃতি দেখা যায় এই বচনের দ্বারা তিনি যেন স্বয়ং ঐরূপ ব্যাপদ্ যোগ প্রত্যক্ষ বা অক্ষি গোচর করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"প্রার্থনাসন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোহন্তঃশরীর মনুচরন্ গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ"

গর্ভিণীর প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে তাহা

কুপিত হইয়া গর্ভশরীরে বিচরণ পূর্ব্বক গর্ভের বিকৃতি এমন কি বিনাশ পর্য্যন্ত সাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মহর্ষি দোহদাভাব জনিত মহা অশুভের সূক্ষ্ম কারণও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ এস্থলে আমরা প্রথমতঃ স্থূলভাবে বিবেচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, মানবের আন্তরিক বৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারাই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ প্রকাশের সময় ইন্দ্রিয়গণের সঙ্কোচ বিকাশ প্রভৃতি নিজ নিজ ক্রিয়া (ব্যায়াম) হওয়াও স্বাভাবিক। যখন আমরা আমাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন একটীকে দিন কয়েক কোনরূপ কার্য্যের অবসর না দিয়া আবদ্ধ রাখিলে, তাহার অনিয়ত বৈকল্য এবং শক্তি হীনতা উপলব্ধি করি, তখন ভ্রূণের তথাকথিত বৃত্তির স্ফূরণের অভাবে যে তাহার অবয়ব-বৈকল্য হইবে কিম্বা তৎবিপরীতে পূর্ণতা লাভ করিবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ আরও একটু অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যে মানবের আকাঙ্ক্ষাগুলি যখন তাহার আন্তরিক অভাব মূলক এবং সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতায় যখন আন্তরিক পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি ঘটে, তখন সেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও যে পরিতৃপ্তি এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গর্ভস্থ জীবের শুভাশুভ যেখানে দোহদের উপর এতটা নির্ভর করে সেখানে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু ও বহুগুণান্বিত সন্তান লাভে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে দৌহৃদিনীর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখা সঙ্গত নহে। অধিক কি দৌ ণীর আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গজনিত দুঃখোৎপাদে চরক—"তীব্রায়াং খলু প্রার্থনায়াং কাম্ম মহিত মপ্যে হিতেনোপসংহিতং দদ্যাৎ" বলিয়া তীক্ষ্ণবীর্য্য অহিতকর দ্রব্যাদিও গর্ভিণীকে হিতকারী দ্রব্যের সংযোগে দিতে অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল দৌহৃদিনীর প্রার্থনার (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী চতুর্থ মাস হইতে যাহা প্রার্থনা করে তাহার) অপূরণ যে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে অশুভকর তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গর্ভিণীর সহিত যখন গর্ভের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে, গর্ভাবস্থার যে কোন সময় গর্ভিণীর ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্য, বল, ইন্দ্রিয় ও আয়ুর বিঘ্ন ঘটিবে এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর হিতাহিত অনুষ্ঠানের সহিত গর্ভস্থিত শিশুর হিতাহিতের যে সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, এমন কি গর্ভাধানের পূর্ব্বে, রজঃস্বলা নারীর কৃতকার্য্যের ফল পর্য্যন্ত তাহার পুত্রকে ভোগ করিতে হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন—ঋতুবতী নারীর অশ্রুপাতে সন্তান বিকৃত চক্ষু, দিবানিদ্রায় নিদ্রালু, অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধ, স্নানানুলেপনে দুঃখশীল এবং তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় যে কোন সময়েই বিশেষতঃ দৌহৃদিনী অবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ অপূর্ণ রাখিবে না। কে বলিতে পারে যে, কন্যা-গৃহ হইতে রাজর্ষি জনকের স্বদেশ গমনের পরে পিতৃবিয়োগ-বিধুরা গর্ভিণী সীতার একমাত্র চিত্তবিনোদের জন্যই বুদ্ধিমান্ লক্ষণ চিত্রদর্শনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন না?

বহুকাল হইতে এই দোহদদানের প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু দেখিতে পাই অধুনা ধনী দরিদ্র প্রায় সকলেই

ইহারা বিধি নিষেধের বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছেন। অঙ্গুলী-সংখ্যের ধনিগণ বিলাসের অধীন হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যানারোহণ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি গর্ভিণীর কয়েকটী বর্জ্জনীয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করাইতেছেন, এজন্য তাঁহাদিগের সন্তানগণের মধ্যে সংপ্রতি ভগ্নস্বাস্থ্যের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট লোক দরিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে ইচ্ছা সত্ত্বেও বিধিগুলির অধিকাংশ পালন করিতে পারিতেছেন না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষীণ, বিকৃত ও অপূর্ণাঙ্গের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক সমাজকে উন্নত করিতে হইলে ও সমাজের প্রধান অঙ্গীভূত সন্তানগণের দীর্ঘায়ু, বল ও গুণগ্রাম কামনা করিলে সকলেরই এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

কবিরাজ

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ।

হরীতকী।

হরীতকী সকলের নিকটেই সুপরিচিত। তবে আজকাল কেবল সুপরিচিত এই মাত্র, পূর্ব্বে হরীতকী আর্য্যজাতির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। আজিও যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদিতে হরীতকীর ব্যবহার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই স্বচ্ছন্দ-বনজাত অনায়াসলভ্য ফলগুলির কি এত গুণ আছে যাহাতে আর্য্য-জাতি সে গুলিকে এতাদৃশ সমাদর করিতেন? গুণ না থাকিলে ত কাহার আদর হয় না! এই প্রবন্ধে আমরা হরীতকীর গুণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব। তবে তাহার পূর্ব্বে হরীতকী আর্য্যজাতির নিকট কত সমাদর লাভ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥

অনুবাদ।—হে রাজন্ হরীতকী ভক্ষণ করুন, উহা মাতার ন্যায় হিতকারিণী। মাতাও কদাচিৎ কুপিতা হইয়া থাকেন কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখন কুপিত হয় না। অপিচ,

পীযূষং পিবতস্ত্রিবিষ্টপপতের্যে বিন্দবো নির্গতা
স্তেভ্যোঽভূদভয়া দিবাকরকরশ্রেণীব দোষাপহা
কালিন্দীব বলপ্রমোদজননা গৌরীব শূলি-প্রিয়া
বহ্নিদ্যোতকরী ঘৃতাহুতিরিব ক্ষৌণীব নানারসা।

অনুবাদ।—স্বর্গের পতি (ইন্দ্র) অমৃত পান করিবার সময় যে অমৃতবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে হরীতকী উৎপন্ন হয়। ইহা সূর্য্যালোকের ন্যায় দোষনাশক, যমুনার ন্যায় বল ও প্রমোদজনক, গৌরীর ন্যায় মহাদেবের প্রিয়, ঘৃতাহুতির ন্যায় অগ্নিবর্দ্ধক এবং পৃথিবীর ন্যায় নানারসাত্মক। অন্যচ্চ,—

হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন নাম্না হরীতকী॥

অনুবাদ।—হরের (মহাদেবের) ভবনে জাত, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণ এবং সর্ব্বরোগ হরণ করে বলিয়া হরীতকী নাম হইয়াছে।

হরীতকীর গুণ সম্বন্ধে বাগ্‌ভটে লিখিত হইয়াছে।—

কষায়া মধুরা পাকে রুক্ষা বিলবণা লঘু।
দীপনী পাচনী মেধ্যা বয়সঃ-স্থাপনী পরা॥

উষ্ণবীর্য্যা সরায়ুষ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয় বলপ্রদা।
কুষ্ঠবৈবর্ণ্যবৈস্বর্য্যপুরাণবিষমজ্বরান্॥
শিরোঽক্ষি-পাণ্ডুহৃদ্রোগকামলা-গ্রহণীগদান্।
সশোষশোফাতিসারমেদমোহবমিক্রিমীন্॥
শ্বাসকাসপ্রসেকার্শঃ-প্লীহানাহগরোদরম্।
বিবন্ধং স্রোতসাং গুল্মমূরুস্তম্ভমরোচকম্॥
হরীতকী জয়েদ্ব্যাধীংস্তাংস্তাংশ্চ কফবাতজান্।

অনুবাদ।—হরীতকী কষায় রস, পাকে মধুর * রুক্ষ, লবণ রসবিহীন (অন্য পঞ্চরস বিশিষ্ট) লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, পরমায়ু বর্দ্ধক, পরম বয়ঃ-স্থাপক (যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে), উষ্ণবীর্য্য, সারক, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলপ্রদ এবং কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, বিস্বরতা, পুরাতন জ্বর, বিষম জ্বর, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণীরোগ, শোষ, শোথ, অতিসার, মেদ, মোহ, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, মুখ দিয়া জল উঠা, অর্শ, প্লীহা, আনাহ, বিষদোষ, উদররোগ, স্রোত সকলের বিবদ্ধতা, গুল্ম, উরুস্তম্ভ, অরুচি ও কফবাতজ রোগ নাশক।

অন্যচ্চ—

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা
ত্রিদোষনুৎ।
উন্মিলিনী বুদ্ধি-বলেন্দ্রিয়াণাম্।
নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিসর্জ্জিনী মূত্রশকৃন্মলানাম্।
হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন।
অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্ত-
কফোদ্ভবান্।

হরিতকী হরত্যাশু ভুক্তাস্যোপরিযোজিতা।
লবণেন কফংহন্তি পিত্তংহন্তি সশর্করা
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্
গুড়ান্বিতা।

অনুবাদ।—হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ (তরল মল গাঢ়) হয় এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাদ্যের সহিত হরিতকী সেবন করিলে বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং মল মূত্রাদি (শরীরের অন্যান্য মল—Excretion) নির্গত হয়। আহারের পর হরিতকী সেবন করিলে অন্নপানকৃত দোষ নষ্ট হয় (অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন দূষিত হইয়া কোন প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না) এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ (বিকৃতি) নষ্ট হয়। হরিতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফরোগ, চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজ রোগ, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হরিতকী এবংবিধ গুণযুক্ত হইলেও স্থল বিশেষে হরিতকী প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যথা—

তৃষ্ণায়াং মুখশোষেচ হনুস্তম্ভে গলগ্রহে।
নবজ্বরে তথা ক্ষীণে গর্ভিণ্যাং ন প্রশস্যতে॥

অনুবাদ:—তৃষ্ণা রোগে, মুখ শোষে, হনুস্তম্ভে (Lock jaw), গলগ্রহে (Wry-neck) ও নবজ্বরে এবং ক্ষীণ ব্যক্তি ও গর্ভিণীর পক্ষে হরীতকী প্রশস্ত নহে।

শাস্ত্রে সাত প্রকার হরীতকী এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। যথা—

* পাক বা বিপাক, রস, বীর্য্য, প্রভাব প্রভৃতির বিষয় এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত অন্যান্য পারিভাষিক সংজ্ঞার অর্থ বনৌষধি দর্পণের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চ মৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ॥
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা॥
পঞ্চ-রেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
চেতকী চাসিতা ক্ষুদ্রা সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥
বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেহমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেহভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রয়োজয়েৎ॥

অনুবাদ।—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী ভেদে হরীতকী সপ্ত জাতীয়। তন্মধ্যে **বিজয়া** অলাবুবৎ গোলাকার, **রোহিণী** গোলাকার, **পূতনা** সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ অস্থি (আঁটি) যুক্ত, **অমৃতা** মাংসল (প্রচুর শস্যযুক্ত), **অভয়া** পঞ্চ রেখাযুক্ত, **জীবন্তী** স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং **চেতকী** ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত রোগে বিজয়া, ব্রণ রোপণার্থ (ঘা শুকান) রোহিণী, প্রলেপ কার্য্যে পূতনা, শোধনার্থে অমৃতা, চক্ষুরোগে অভয়া, সর্ব্বরোগে জীবন্তী এবং চূর্ণ ঔষধে চেতকী ব্যবহার্য্য।

হরীতকীর সাত প্রকার ভেদের উল্লেখ থাকিলেও অধুনা কেহ সে বিষয়ে লক্ষ্য করেন না এবং তাহার ফলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন এদেশে যজ্ঞে, ব্রতে, খাদ্যে, ঔষধে হরীতকী ব্যবহৃত হইত, তখন আমাদের দেশে হরীতকী বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক পালিত হইত। যে কোন উদ্ভিদ্ যত্ন সহকারে পালিত হইলে তাহার ফলের আকার ও গুণগত অনেক উন্নতি দৃষ্ট হয়—তিক্ত, ক্ষুদ্র, বীজ-বহুল নিতান্ত হীন-শস্য বন্য পটোল, দীর্ঘকাল সযত্ন-পালিত হইয়া সুস্বাদু উত্তম পটোলে পরিণত হইয়াছে। হরীতকী সম্বন্ধেও এই কথা। অধুনা এদেশে হরীতকী বৃক্ষ সযত্নে পালিত না হওয়ায়, দীর্ঘকালের অযত্নে, সুবৃহৎ, মাংসল হরীতকী এইরূপ ক্ষুদ্র, হীন-শস্য হরীতকীতে পরিণত হইয়াছে। এবং ইহার অনেক জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা বাজারে যে হরীতকী বিক্রীত হয়, তন্মধ্যে বিভিন্ন আকারের হরীতকীও দেখা যায়। বোধ হয় শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেইগুলিকে প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যাইতেও পারে। অধুনা যাহা জঙ্গী হরীতকী নামে প্রসিদ্ধ তাহা শাস্ত্রোক্ত চেতকী বলিয়া বোধ হয়।

হরীতকীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ চাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥
নবাদি-গুণযুক্তত্বং তত্রৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তৎ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥

অনুবাদ :—নূতন, স্নিগ্ধ, ঘন (শস্যবহুল) গোলাকর, গুরু এবং যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এইরূপ হরীতকীই ফলপ্রদ।

উপরোক্ত নূতন প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলে অথবা একটী হরীতকী চারিতোলা হইলে এই দুই প্রকার হরীতকী শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রোগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত হরীতকী প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করিব।

হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। তিল তৈল, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত হরিতকী সেবন করিলে রুগ্দাহ নামক সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় (ভাবপ্রকাশ)। অতিসার রোগীর উদরে যন্ত্রণা থাকিলে এবং অল্প অল্প বিবদ্ধ মল নির্গত

হইলে হরিতকী ও পিপুল চূর্ণ বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে (চক্রদত্ত)। উষ্ণজলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে অতিসারের আমদোষ নষ্ট হয় (চরক)। মধুর সহিত হরিতকী সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক প্রায়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত (বঙ্গসেন)। রক্তার্শ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরিতকী সেবন করাইবে। গুড় ও হরিতকী সেবন করিলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং কচ্ছূ, কণ্ডূ, বেদনা ও অর্শ নষ্ট হয়। ঘৃত ভর্জ্জিত হরিতকী গুড় ও পিপুলের সহিত কিংবা তেউড়ী ও দন্তী মূলের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পরদিন সেই হরিতকী সেবন করিলে অর্শ নষ্ট হয় (বাগ্‌ভট)। হরিতকী বাটিয়া গুড়, শুঠ চূর্ণ বা সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। গুড়ের সহিত নিত্য হরিতকী সেবন করিলে আমাজীর্ণ অর্শরোগ এবং মলবদ্ধতা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরিতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্র সহ বাটিয়া খাইলে, কফজ পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় (চরক)। হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উহা পাচক ও অগ্নিদীপক হয় বলিয়া কফজ রক্তপিত্ত, শূল ও অতিসার নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরিতকী চূর্ণ বাসকের রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া পিপুল ও মধুসহ সেবন করিলে প্রবল রক্তপিত্ত নষ্ট হয় (হারীত)। হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ পেষণ করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী চূর্ণ সেবন করিলে হিক্কা নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ বা পিপুল মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। (ক্রমশঃ)

উন্মত্ত কুক্কুরাদির বিষলক্ষণ ও চিকিৎসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপর উন্মত্ততা জনক ঔষধব্যবস্থা কারয়া সুশ্রুত বলিতেছেন—

"করোত্যন্যান্ বিকারাংস্তু
তস্মিন্ জীর্য্যতি চৌষধে।
বিকারাঃ শিশিরে যাপ্যা
গৃহে বারিবিবর্জ্জিতে॥
ততঃ শান্তবিকারস্তু স্নাত্বা
চৈবাপরেঽহনি।
শালিষষ্টিকয়োর্ভক্তং
ক্ষীরেণোষ্ণেন ভোজয়েৎ॥
(সুশ্রুত ঐ)

সেবিত ঔষধ পরিপাক পাইবার সময় হইতে রোগি-শরীরে অন্য কতকগুলি বিকার প্রকাশ পাইবে। এ বিকারগুলি কি সুশ্রুত বলেন নাই। আমরা চক্রদত্ত কথিত শেষোক্ত ধুতুরাঘটিত ঔষধ সেবন করাইয়া দেখিয়াছি দষ্টব্যক্তি ঠিক পাগলের মত আচরণ করে— সে লোককে মারিতে যায়, হাসে, কাঁদে, গান করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চাহনি ব্যাকুলের মত হয়। এইরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ? সুশ্রুত বলিতেছেন ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে ঠাণ্ডা ঘরে রাখিবে। সে ঘরে যেন জলের সম্পর্ক ও না

থাকে। পরদিন তাহাকে স্নান করাইয়া ভাল দাদখানি চাউলের ভাত এবং দুধ খাইতে দিবে। ঔষধ সেবনের দিন সুশ্রুত রোগীর স্নান আহারের কথা কিছু বলেন নাই; সুতরাং অস্নাত রাখা ও উপবাস দেওয়াই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত। উপবাস দিলে ঔষধের ক্রিয়াও তীব্রতর ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে—ইহা আরোগ্যের পক্ষেও অনুকূল বটে, কিন্তু আজকাল লোকের আর সেরূপ বল নাই; সুতরাং ঔষধ সেবন-দিনেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, পান্তা ভাত, তেঁতুল গোলা জল, ডাব প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়। ঔষধ সেবনের ২।৩ দিন পরে রোগীকে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে এবং জীবনে তাহার আর কখনও বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

সুশ্রুত অতঃপর বলিতেছেন—

"দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেষোঽর্দ্ধমাত্রয়া।
কর্ত্তব্যো ভিষজাবশ্যং মলর্ক-বিষনাশনঃ।"

তিন দিন কিম্বা পাঁচ দিনের দিন আবার অর্দ্ধ মাত্রায় ঐ ঔষধ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। আজকাল সাধারণতঃ একবার দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু যদি রোগী সম্যক্ উপশান্ত না হয়, তাহা হইলে গুপ্ত বিষের সম্যক্ প্রকোপ জন্য দ্বিতীয় বার ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে।

এখন সুশ্রুতোক্ত দ্বিতীয় যোগটী যাহা বমনও বিরেচনকারী তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"দষ্টাৎ সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং স্নাতস্য দেহিনঃ
অশুদ্ধস্য স্বরূঢ়েঽপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষম্

যাহার শরীর উত্তমরূপ শোধন করা হয় নাই, তাহার দংশনের ক্ষত সম্পূর্ণ আরাম হইলেও, বিষ কুপিত হইয়া থাকে, অতএব শোধন ঔষধ দিবে। বিরেচন, বমন দ্বারা শরীরের শোধন হয়, অতএব সুশ্রুতের দ্বিতীয় যোগটী প্রয়োগের আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রণ-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ষণ্মূলোঽষ্ট-পরিগ্রাহী পঞ্চ লক্ষণ-লক্ষিতঃ।
ষষ্ট্যা বিধানৈর্নির্দিষ্টৈশ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ॥"*

সুশ্রুত—চিঃ ১মঃ অঃ

যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রণ-শোথ, ব্রণ এবং ব্রণ-বিকৃতি চিকিৎসা করিতে হয় তৎ সমুদয়কে ব্রণোপক্রম বলে

অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, দারণ, লেখ্য, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন, শোণিতাস্থাপন, নির্ব্বাপণ, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, উৎসাদন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, দারুণ কর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, কৃষ্ণকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম,

---

* বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত, সন্নিপাত অর্থাৎ দুই বা তিন দোষের সমবায় এবং আগন্তু এই ছয়টী ব্রণের মূল অর্থাৎ কারণ, এই জন্য ব্রণরোগ ষণ্মূল। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম এই আটটী স্থান পরিগ্রহ অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া ব্রণ-রোগ উৎপন্ন হয় এই জন্য ব্রণ রোগ অষ্ট পরিগ্রাহী। বাত, পিত্ত, কফ, দুই দোষের বা তিন দোষের সংঘাত এবং আগন্তু লক্ষণোপলক্ষণ-লক্ষিত বলিয়া ব্রণ রোগকে পঞ্চলক্ষণ লক্ষিত বলে।

প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন, লোমাপহরণ, বস্তি-কর্ম্ম, উত্তর বস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, ক্রিমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ ধূম, মধু, সর্পি, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষাবিধান ভেদে ব্রণোপক্রম ষাট প্রকার।

সাত প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত চিকিৎসকেরা উক্ত ষষ্টি-সংখ্যক উপক্রম ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বোধ সৌকর্য্যার্থে তৎসমুদয়কে বিম্লাপন, অবসেচন, উপনাহ, পাটন, শোধন, রোপণ এবং বৈকৃতাপহ এই সাতটী ক্রমে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উক্ত সাত প্রকার ক্রমের মধ্যে বিম্লাপন, অবসেচন, উপনাহ এবং পাটন, আম, পাচ্য-মান এবং পক্কশোথ বিষয়ক। শোধন এবং রোপণ ব্রণ বিষয়ক। ব্রণ আরোগ্য হইলে, ব্রণ-পদে যদি কোন প্রকার বিকৃতি রহিয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিকৃতি শান্তির জন্য, বৈকৃতাপহ ক্রম অবলম্বন করিতে হয়।

আদৌ ব্রণ-শোথ শান্তির উপক্রম অবলম্বন করা উচিত। শোথের অবস্থা বিশেষে বিশিষ্ট-ক্রমে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। সেই কারণে ব্রণ শোথ এবং ব্রণ রোগের চিকিৎসা বলিবার পূর্ব্বে ব্রণ-শোথের আবস্থিক ভেদ বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে বাতাদি ভেদে ছয় প্রকার শোথের লক্ষণ বলা গিয়াছে। আম, পচ্যমান এবং পক্ক-ভেদে সেই সমস্ত শোথের অবস্থা ভিন্ন প্রকার।

অপতর্পণাদি ষষ্টিসংখ্যক বিধান অবলম্বন করিয়া ব্রণ চিকিৎসা করিতে হয়, এই নিমিত্ত ব্রণকে ষষ্টি বিধান নির্দ্দিষ্ট রোগ বলে। পরন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক, গুণবদ্ দ্রব্য, কর্ম্মকুশল পরিচারক এবং আত্মবান্ রোগী না হইলে চিকিৎসা কার্য্য চলে না এই জন্য ব্রণরোগ এবং আর সকল রোগ পাদ চতুষ্টয় মধ্যে।

মন্দোষ্ণতা, ত্বক্সবর্ণতা, শীতশোফতা, স্থৈর্য্য অর্থাৎ কঠিনতা, মন্দবেদনতা এবং অল্পশোফতা আম ব্রণশোথের লক্ষণ।

আম-শোথ উপেক্ষা করিলে, কিংবা দোষ-বাহুল্যহেতু, বিধিবিহিত চিকিৎসায় শোথ বিলীন না হইলে, শোথ পরিবর্দ্ধিত হইয়া জলপূর্ণ বা বাতপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের আকার ধারণ করে। শোথযুক্ত স্থানের বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে—লাল বা কাল কিংবা পীতরঙ্গে রঞ্জিত হয়। ব্যাধিত স্থলে নানা প্রকার যন্ত্রনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে আকুল করিয়া তুলে। সমস্ত শরীরেও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতে থাকে এবং জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় প্রদুষ্ট বায়ু, পিত্ত, কফ যুগপৎ স্থান সংশ্রয় করিয়া পাক আরম্ভ করে। শোথের এইরূপ অবস্থার নাম পচ্য-মানাবস্থা।

শোথের তৃতীয়াবস্থার নাম পক্কাবস্থা। এই অবস্থায় শোথের উৎসেধ কমিয়া যায়। শোথযুক্ত স্থানটী পাণ্ডুশ্রী ধারণ করে এবং কণ্ডূতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ চুলকাইতে থাকে। শোথের পার্শ্বে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মার্জ্জনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয় এবং পূয়নিঃসরণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। শোথের একপ্রান্তে একটী অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করত, অপর প্রান্তে অঙ্গুষ্ঠান্তর দ্বারা ধীরে ধীরে পীড়ন করিলে, জলপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকে জলসঞ্চারবৎ পূয়সঞ্চার অনুভূত হইতে থাকে শোথের পক্কাবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

অতঃপর বাতাদি দোষভেদে ব্রণ-লক্ষণ বলা যাইতেছে—

বায়ুজন্য ব্রণ—শ্যাব বা অরুণবর্ণ; অগভীর উষ্ম-বিহীন; পিচ্ছিল; অল্পস্রাবী;

অরিষ্ট ; চট্‌চটায়নশীল ; স্ফুরণ, আয়াম, তোদ, ভেদ বেদনা বহুল এবং মাংসোপচয় পরিহীন।

পিত্তজব্রণ—ক্ষিপ্রজ অর্থাৎ অতি-শীঘ্র ব্রণের সঞ্চার হয়। পিত্তজ ব্রণ নীলাভ বা পীতাভ, দাহ পাকরাগ বিকারী এবং পীতবর্ণ পীড়কা-জুষ্ট। পিত্তজব্রণ হইতে রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

কফজব্রণ—ব্রণ নিরন্তর উগ্রকণ্ডূ-বহুল, স্থূল, ঘন, কঠিন, সিরা ও স্নায়ুজালাবৃত, পাণ্ডুবর্ণ এবং মন্দবেদন। কফজব্রণ হইতে শীতল, গাঢ় এবং পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

রক্তজন্যব্রণ—প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-স্ফোট পীড়কাবৃত, তীক্ষ্ণক্ষার গন্ধি, সবেদন, ধূমায়নশীল এবং রক্তস্রাবী। রক্তজব্রণে পিত্তজব্রণের লক্ষণ ও বিদ্যমান থাকে।

বায়ু-পিত্তজ—ব্রণ তোদ-দাহ যুক্ত এবং ধূমনির্গমবৎ অনুভূতি যুক্ত। এই ব্রণ হইতে পীত অরুণ বর্ণের আস্রাব নিঃসৃত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ ব্রণ—কণ্ডূতি অর্থাৎ চুলকান বাতশ্লৈষ্মিক ব্রণের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। তোদ-বেদনা বিশেষ এবং কঠিনতা এই ব্রণের অপর দুইটী লক্ষণ। বাতশ্লেষ্মজ ব্রণ হইতে শীতল এবং পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ ব্রণ—এই ব্রণ পাণ্ডু-বর্ণের আস্রাব স্রাবী, উষ্ণস্বভাব, দাহ যুক্ত এবং পীতাভ। গুরুত্ব ইহার অন্যতম লক্ষণ।

বাতরক্তজ ব্রণ—রুক্ষ, অগম্ভীর অতিশন বেদনা বিশিষ্ট, স্পর্শানুভূতি রহিত, অরুণাভ এবং অরুণ বর্ণের আস্রাব স্রাবী।

পিত্ত রক্তজন্য ব্রণ—এইব্রণ ঘৃত মণ্ডের ন্যায় বর্ণ এবং মাছ ধোয়া জলের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল এবং প্রসারণশীল। এইব্রণ হইতে কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

শ্লেষ্ম-রক্তজ-ব্রণ—রক্তবর্ণ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত, স্থির এবং রক্তযুক্ত পাণ্ডু-বর্ণের আস্রাব স্রাবী।

বাতপিত্ত-শোণিতজ ব্রণ—এই জাতীয় ব্রণ হইতে পীতবর্ণ তরল রক্ত স্রুত হয়। স্ফুরণ অর্থাৎ পুনঃ পুনশ্চলন (দপ্‌দপ্‌ করা) তোদ, দাহ এবং ধূমনির্গমবৎ অনুভূতি বাত-পিত্ত শোণিতজ ব্রণের অপরাপর লক্ষণ।

বাত-শ্লেষ্ম শোণিতজ-ব্রণ—কণ্ডূযুক্ত, স্ফুরণশীল, চুমচুময়মান অর্থাৎ চিম্‌-চিমি জাতীয় বেদনা বিশিষ্ট এবং পাণ্ডু ঘন রক্তস্রাবী।

শ্লেষ্ম-পিত্ত শোণিতজ ব্রণ—দাহ, পাক, রক্তিমা এবং কণ্ডূযুক্ত শ্লেষ্ম পিত্ত-শোণিতজ ব্রণ ও পাণ্ডু-ঘন রক্তস্রাবী।

বাত-পিত্ত-কফজ—অর্থাৎ সন্নি-পাতজ ব্রণে পৃথক্ দোষজ ব্রণের লক্ষণ, বেদনা এবং স্রাব বিদ্যমান থাকে।

বাত-পিত্ত-কফ শোণিত—ব্রণে অসহ্য দাহ বিদ্যমান থাকে। ক্ষত স্থানে মথনবৎ বেদনা অনুভূত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইয়া যন্ত্রনা প্রদান করে। পাক রাগ, কণ্ডূ এবং সুপ্তি অর্থাৎ স্পর্শ জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি এই ব্রণের অপরাপর লক্ষণ।

ছয় প্রকার ব্রণশোথের লক্ষণ, শোথের আম, পচ্যমান, পক্কাবস্থা এবং চতুর্দ্দশ প্রকার ব্রণের লক্ষণ বলা হইল। অতঃপর ব্রণশোথ এবং ব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

ব্রণ-শোথ চিকিৎসা।

ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই চিকিৎসার বিধান করা উচিত, উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রণ শোথ চিকিৎসার প্রথম উপক্রম বিম্লাপন। যে সমস্ত উপক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে এক দেশোত্থিত শোথ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ স্থান সংশ্রিত দোষ বা দোষ সংঘাত তরল হইয়া রক্তস্রোতে মিলিয়া, রোমকূপ পথে বা শ্বাস-পথে বা সর্ব্ব-প্রকার মলায়ন দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহার নাম বিম্লাপন। বিম্লাপন শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থও আছে। সেই অর্থে শোথ বিলয়নের নিমিত্ত শোথযুক্ত স্থান অঙ্গুষ্ঠ, পাণি-তল বা বেণুদল (বাঁশের কঞ্চি) দিয়া মর্দ্দন করা বুঝায়। সেই পারিভাষিক বিম্লাপন অন্যতম বিম্লাপন। বস্তুতঃ "বিম্লাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহিঃ-পরিমার্জ্জন-রূপে শমনে, শোথ-বিলয়ন-কর-প্রলেপ-পরিষেকাভ্যঙ্গদাবপি বর্ত্ততে"। ফলতঃ অচিরোত্থিত অবিদগ্ধ আমশোথ লয় করিবার জন্য পারিভাষিক বিম্লাপন এবং আর যে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নাম বিম্লাপন।

ব্রণ-শোথ চিকিৎসায় দ্বিতীয় ক্রম—অবসেচন। জলৌকাদি দ্বারা রক্তবিস্রাবণের নাম অবসেচন। ব্রণ-শোথযুক্ত স্থানে দোষ-হর কাথ আদি সেচন করাও অবসেচনোপক্রম।

তৃতীয় ক্রম—উপনাহ। শোথ পাকাইবার জন্য যে যে উপক্রম অবলম্বন করা হয় তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম উপনাহ।

উক্ত তিনটী উপক্রম, আম-পচ্যমান এবং পক্কশোথ বিষয়ক। অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন (পারিভাষিক) উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন এবং বিরেচন এই কয়েকটী উপক্রম উক্ত ত্রিবিধ উপক্রমের অন্তর্ভূত। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ,

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

অগ্নি।

জীবজন্তুর জীবন ধারণোপযোগী অসঙ্খ্য পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল অতি প্রয়োজনীয়। আবার এই পদার্থত্রয়ের মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান, কারণ অগ্নি ও জল ব্যতীত তবু দুই একদিন জীবন ধারণ করা যায়, বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকা যায় না, কিন্তু তা বলিয়া অগ্নি এবং জলের প্রয়োজনীয়তাও বড় অল্প নহে, ঘনীভূত শীতে দেহ আড়ষ্ট এবং প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, অগ্নি ও জলাভাবে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল তাহাই নহে, অগ্নি ও জলাভাবে আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য দ্রব্যের রন্ধনাদি পাকক্রিয়া সমাধা বা তদভাবে আমাদিগের জীবন ধারণও অসম্ভব হয়। যেমন বাহ্যস্থালীস্থ সজল তণ্ডুল ও মাংস ব্যঞ্জনাদি অগ্নিপক্ক হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, তদ্রূপ উদরের অগ্নি ও জলদ্বারা সেই খাদ্য আবার পরিপক্ক হইয়া রসরক্তাদি সার পদার্থে পরিণত হয় এবং সেই সকল সার পদার্থই শরীরের ধারণ ও পোষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে

অতএব কেবল বায়ু বলিয়া নহে, বায়ুর ন্যায় অগ্নি এবং জলও আমাদিগের জীবন। দেহের যে অগ্নি পানাহারের পাচক, তাহাই ঔষধ পথ্যের পরিপাচক। যেমন পানাহারে শরীরে রসরক্তাদি সার পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ পথ্যদ্বারাও শরীরে রসরক্তাদি পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

সার মেতচ্চিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্‌যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্॥

যত্নের সহিত কায়াগ্নির রক্ষণ ও পালনই চিকিৎসার সার ও চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কারণ অগ্নি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে, ঔষধ পথ্যই পরিপক্ক হয় না, দেহ শীতল হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যায়। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসকগণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তি ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

শরীরে শত কুপিত দোষই থাকুক বা শত ব্যাধিই থাকুক, অগ্রে কায়াগ্নির রক্ষণ ও পালন কর্ত্তব্য, কারণ অগ্নিই দেহের প্রদীপ স্বরূপ, অগ্নি অভাবে সেই জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যায়। কায়াগ্নির এক নাম পিত্ত, পিত্ত দেহের তাপ। যে তাপ ক্ষিত্যাদি অষ্ট-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জগদবয়বের দেহে তেজ বা সূর্য্যরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর মধ্যে অগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রদীপে দীপালোক নামে অভিহিত, যে তাপ তড়িতালোক ও গ্যাসালোক রূপে অধিষ্ঠিত, সেই তাপই দেহে পিত্তরূপে অধিষ্ঠিত—

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। চরক।

অগ্নিই শরীরে পিত্তের অন্তর্গত থাকিয়া কুপিত হইয়া অশুভ ও অকুপিত থাকিয়া শুভ বা অমঙ্গল ও মঙ্গল বিধান করে। তবে অগ্নি ও পিত্ত উভয়ের প্রভেদ আছে,—অগ্নিতে যে আলোক বিদ্যমান, পিত্তে তাহার অভাব, কিন্তু অগ্নিতে যে তেজ, তাপ ও জ্যোতি বিদ্যমান পিত্তে তাহার সদ্ভাব। সুতরাং তেজোধর্ম্মী পিত্তই দেহের অগ্নি বা সূর্য্য। দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ-বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে" ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল গুণ বিদ্যমান, দেহেও সেই সকল গুণ বিদ্যমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের যে গুণ, তাহা জীবদেহেও বিদ্যমান, তবে সেই সকল গুণের তারতম্য অবশ্যই আছে, আর সেই জন্যই জগতে অসংখ্য বৈচিত্রময় দ্রব্যের সৃষ্টি।

জাগতিক সকল দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক, কিন্তু সকল দ্রব্যে তাহাদিগের গুণের পরিমাণ সমান নহে। তদ্রূপ পিত্ত দেহের অগ্নি বা সূর্য্য হইলেও পিত্তে অগ্নি বা সূর্য্যের সমস্ত গুণ সমভাবে নাই। আর সেইজন্যই পিত্ত সূর্য্য এবং অগ্নির সমধর্ম্ম হইলেও অগ্নি এবং সূর্য্যেরই অধীন। যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকান্তমণির সংস্পর্শে সূর্য্যোত্তাপ ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যোত্তাপ সংস্পর্শে জীবজন্তুর দেহের তাপ ঘনীভূত হইয়া ভুক্তান্ন পাক ও দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সূর্য্যোদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ, তদ্রূপ জীবজন্তুরও প্রকাশ (জাগরণ) এবং ক্ষুৎপিপাসারও প্রকাশ অথবা সূর্য্যোদয়ে জীবজন্তুরও উদয় এবং তৎসঙ্গে ক্ষুৎপিপাসারও উদয়। সূর্য্যের প্রখরোত্তাপে ঔদরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষুৎ পিপাসার উদ্রেক করে।